শিখন সেতু

বাংলা (প্রথম ভাষা)

English (Second Language)

নবম শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বিশেষজ্ঞ কমিটি।

শিখন সেতু

বাংলা (প্রথম ভাষা)

English (Second Language)

নবম শ্রেণি

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি

নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০০৯১

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২১

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকার (ভারতীয় সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)

১. সাম্যের অধিকার

● আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;

● জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না;

● সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার থাকবে;

● অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এবং

● উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার অধিকার

● বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার;

● শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;

● সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার;

● ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার;

● ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার;

● যে-কোনো জীবিকার, পেশার বা ব্যাবসাবাণিজ্যের অধিকার;

● আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে;

● একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না;

● কোনো অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না;

● জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার;

● যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

● কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না;

● চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

● প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে;

● প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে;

● কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না;

● সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার

● সব শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে;

● রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাত বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না;

● ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

● মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকেরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ নং ধারা)

১। সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২। যেসব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ;

৪। দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া;

৫। ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহকে বর্জন;

৬। আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যদান ও সংরক্ষণ;

৭। বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ;

৮। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারসাধন;

৯। সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন;

১০। সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নপ্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন;

এবং

১১। ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

মুখবন্ধ

মাধ্যমিক স্তরের জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই অতিমারির আবহেও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে প্রায় সমস্ত বিষয়ের ব্রিজ মেটিরিয়াল 'শিখন সেতু' প্রকাশিত হল। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিনের যে অনভিপ্রেত ছেদ পড়েছিল এবং সেই কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে - এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি সেই ঘাটতি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সংযোগ ও সেতু নির্মাণের পাশাপাশি পরিচিতি ও শিখনের মানোন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হবে।

শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নেবেন এবং 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা ক্রিয়াশীল রাখবেন - এই প্রত্যাশা রাখি। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

গ্রন্থ প্রকাশের মুহূর্তে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ডিসেম্বর, ২০২১
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রাক্‌কথন

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির তত্ত্বাবধানে এই অতিমারির আবহেও রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের প্রায় সমস্ত বিষয়ের জন্য 'ব্রিজ মেটিরিয়াল' প্রস্তুত করা হয়েছে। এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং নিয়মিত পঠন-পাঠনে দীর্ঘদিনের যে অনভিপ্রেত ছেদ পড়েছিল এবং সেই কারণে শিখনের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে — এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি সেই ঘাটতি পূরণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। বিদ্যালয়গুলি পুনরায় চালু হওয়ার পর অন্তত ১০০ দিন সকল শিক্ষার্থীর জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজন বুঝে বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য 'মেটিরিয়াল'টি ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিগত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের শ্রেণি-সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শিখন সামর্থ্যের সংযোগ ও সেতু নির্মাণ। বিশেষত, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটি বহুলাংশেই প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষিকা/শিক্ষকদের কাছে আমাদের আবেদন, 'ব্রিজ মেটিরিয়াল'টি প্রয়োজনীয় কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি হওয়ার কারণে, এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের মৌলিকতার পাশাপাশি একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে। তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী এই সামগ্রীর সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারবেন। একথা মনে রাখা জরুরি, এই 'ব্রিজ মেটিরেয়াল'টি নিয়মিত পাঠক্রমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ব্যবহৃত হবে এবং এর ভিত্তিতেই শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন চলবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিসেম্বর, ২০২১
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

শিখন সেতু

বাংলা

(প্রথম ভাষা)

নবম শ্রেণি

सत्यमेव जयते

বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন
বিকাশ ভবন,
কলকাতা - ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

বিশেষজ্ঞ কমিটি
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চমতল
বিধাননগর,
কলকাতা : ৭০০০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পরিকল্পনা • সম্পাদনা • তত্ত্বাবধান

ঋত্বিক মল্লিক পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী রাতুল গুহ

বিষয় সম্পাদন ও বিন্যাস

ঋত্বিক মল্লিক রুদ্রশেখর সাহা

বিষয় নির্মাণ

ড. প্রিয়তোষ বসু আবির কর রাজশ্রী দত্ত
মধুমিতা কুণ্ডু শ্বেতা শীল

সহায়তা

স্নেহাশিস পাত্র

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় :	মাধ্যমিক স্তরে প্রথম ভাষা বাংলার কাম্য শিখন সামর্থ্য	১
দ্বিতীয় অধ্যায় :	সাহিত্য সঞ্চয়ন : পাঠ প্রকৌশল	৩
তৃতীয় অধ্যায় :	অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : পদ্ধতি ও প্রয়োগ	১৫
চতুর্থ অধ্যায় :	**ব্যাকরণ**	২৭

- ধ্বনি ও তার প্রকারভেদ • দল • শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ
- শব্দ গঠন : উপসর্গ, অনুসর্গ • শব্দের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ
- শব্দ তৈরির কৌশল : প্রত্যয়
- পদ পরিচয় : বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম-অব্যয়-ক্রিয়া

পঞ্চম অধ্যায় :	**নির্মিতি**	৬১

- প্রবন্ধ রচনা • ভাবসম্প্রসারণ • ভাবার্থ • গল্প লিখন • সারাংশ

ষষ্ঠ অধ্যায় :	**পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ**	৬৯

প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি

- ব্যোমযাত্রীর ডায়রি • কর্ভাস • স্বর্ণপর্ণী

পাঠভিত্তিক প্রশ্নাবলী	৭১
নমুনা প্রশ্নপত্র	৯৫

ব্রিজ মেটিরিয়াল ব্যবহার প্রসঙ্গে

- ব্রিজ মেটিরিয়ালটি শিক্ষার্থীদের কাছে একটি 'অ্যাকসিলারেটেড লার্নিং প্যাকেজ' হিসেবে কাজ করবে।
- অতিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির জন্য শিখনের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়ে থাকতে পারে, এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি সেই ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।
- অন্তত ১০০ দিন ধরে সব শিক্ষার্থীর জন্যই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি ব্যবহৃত হবে। প্রয়োজনে, বিশেষ কিছু শিক্ষার্থীর জন্য মেটিরিয়ালটির ব্যবহারের মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়ানো যেতে পারে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটির মূল ফোকাস গত দুটি শিক্ষাবর্ষের দুটি শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ শিখন সামর্থ্যের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের বা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ব্রিজ মেটিরিয়ালে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বিশেষত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে এই মেটিরিয়ালটির কিছু অংশ প্রবেশক (foundation study content) হিসেবে কাজ করবে।
- যেহেতু ব্রিজ মেটিরিয়ালটি কাম্য শিখন সামর্থ্যের ভিত্তিতে তৈরি, তাই শিক্ষিকা/শিক্ষকদের এই মেটিরিয়ালটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি সার্বিক ভাবনা যেন ক্রিয়াশীল থাকে।
- প্রয়োজন বুঝে শিক্ষিকা/শিক্ষক এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের সঙ্গে পাঠ্য বইকে জুড়ে নিতে পারেন।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালটি নির্দিষ্ট সিলেবাস প্রস্তাবিত বিষয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে।
- এই ব্রিজ মেটিরিয়ালের ওপরেই শিক্ষার্থীদের নিয়মিত মূল্যায়ন চলবে।

নবম শ্রেণি

বাংলা (প্রথম ভাষা)

সাহিত্য সঞ্চয়ন

প্রথম পাঠ

কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি	মুকুন্দ চক্রবর্তী
ধীবর-বৃত্তান্ত	কালিদাস
ইলিয়াস	লিও তলস্তয়

দ্বিতীয় পাঠ

দাম	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নব নব সৃষ্টি	সৈয়দ মুজতবা আলী

তৃতীয় পাঠ

হিমালয় দর্শন	বেগম রোকেয়া
নোঙর	অজিত দত্ত

চতুর্থ পাঠ

খেয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
আকাশে সাতটি তারা	জীবনানন্দ দাশ
আবহমান	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পঞ্চম পাঠ

ভাঙার গান	কাজী নজরুল ইসলাম
চিঠি	স্বামী বিবেকানন্দ
আমরা	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ষষ্ঠ পাঠ

নিরুদ্দেশ	প্রেমেন্দ্র মিত্র
রাধারাণী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রনাথ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ

প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি থেকে :

ব্যোংযাত্রীর ডায়রি

কর্ভাস

স্বর্ণপর্ণী

ব্যাকরণ ও নির্মিতি অংশ

ধ্বনি ও ধ্বনি পরিবর্তন, সন্ধি।

শব্দ গঠন : উপসর্গ, অনুসর্গ, ধাতু ও প্রত্যয়। বাংলা শব্দ-ভাণ্ডার।

শব্দ ও পদ, বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম-অব্যয়-ক্রিয়া বিস্তারিত আলোচনা

প্রবন্ধ রচনা

ভাবসম্প্রসারণ/ভাবার্থ/সারাংশ/গল্পলিখন

প্রশ্নের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন

	বহু বিকল্পীয় প্রশ্ন (MCQ)	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Very Short Answer Type)	ব্যাখ্যাভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী (Short and Explanatory)	রচনাধর্মী প্রশ্ন (Essay Type)	পূর্ণমান (Total)
গল্প	০২	০২	০৩	০৫	১২
কবিতা	০২	০২	০৩	০৫	১২
প্রবন্ধ	০২	০২	০৩	০৫	১২
নাটক	০১	০১	০৩	০৫	১০
সহায়ক গ্রন্থ	০৩	০৩	০৩	০৫	১৪
ব্যাকরণ	০৮	০৮	-	-	১৬
নির্মিতি	-	-	-	*১০+০৪	১৪

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য বরাদ্দ নম্বর - ১০

বাংলা প্রথম ভাষার ক্ষেত্রে উত্তর প্রদানের জন্য নির্ধারিত শব্দসংখ্যা:

১০ নম্বরের জন্য : কমবেশি ৩০০ শব্দ
০৫ নম্বরের জন্য : কমবেশি ১৫০ শব্দ
০৪ নম্বরের জন্য : কমবেশি ১২৫ শব্দ
০৩ নম্বরের জন্য : কমবেশি ৬০ শব্দ
০১ নম্বরের জন্য : কমবেশি ১৫ শব্দ

* নির্মিতি অংশে প্রবন্ধের উত্তর প্রদান বাধ্যতামূলক।

প্রথম অধ্যায়

মাধ্যমিক স্তরে প্রথম ভাষা বাংলার কাম্য শিখন সামর্থ্য

বিষয়গত সামর্থ্য :

তথ্যমূলক — মূল পাঠে প্রবেশের আগে পাঠের নাম, রচয়িতার নাম, তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁর বিভিন্ন রচনা সম্পর্কে জানতে পারা।

বোধমূলক — বিভিন্ন সাহিত্য সংরূপ এবং প্রকরণ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারা।

- রচনার শব্দ ও বাক্যের অর্থ এবং প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে পারা।
- পাঠে ব্যক্ত ভাবনার সারাংশ নির্দেশ করতে পারা।
- পাঠ্য রচনাগুলিতে সময়ের বহুমাত্রিক ব্যবহার বিষয়ে অবহিত হওয়া এবং সে সম্পর্কে লিখিতভাবে আপন অভিমত প্রকাশ করতে পারা।
- চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপন মতামত ব্যক্ত করতে পারা।
- ক্রম অনুযায়ী পাঠে উল্লিখিত ঘটনা ও দৃশ্যের বর্ণনা দিতে পারা।
- পাঠ শেষ করার পর পাঠের অভ্যন্তরীণ প্রসঙ্গ সম্পর্কে তথ্য নির্দেশ করতে পারা।
- বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের গতিপ্রকৃতির তুলনা করতে পারা।
- পাঠ্য রচনাগুলিতে প্রস্ফুটিত ভাববৈশিষ্ট্যগুলি বিশদভাবে প্রকাশ করতে পারা।
- পাঠ্যপুস্তকে গৃহীত ভাবমূলগুলি সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত করতে পারা।

তথ্য ও বোধমূলক সামর্থ্যের প্রয়োগ —

- স্পষ্ট উচ্চারণে ছেদ ও ছন্দ অনুসারে পড়তে পারা।
- নতুন শেখা শব্দ স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ করতে পারা।
- উত্থাপিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হয়ে লিখতে পারা।
- পাঠ্য রচনাগুলিতে প্রাপ্ত বক্তব্য সম্পর্কে আপন মতামত প্রকাশ করতে পারা।
- ভাবনার কোনো অভিনবত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজের ভাষায় তা বলতে/লিখতে পারা।
- রচনার ভাব বিশ্লেষণ করতে পারা।
- কোনো লেখকের রচনারীতি বিশ্লেষণ করে তার ভাবনাকে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে পারা।
- কোনো বক্তব্যের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারা।
- পাঠ্য কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য সহকারে বলতে/লিখতে পারা।
- পাঠবহির্ভূত কোনো বিশেষ বক্তব্যকে বিশদে ব্যাখ্যা করতে পারা।
- কোনো নির্দিষ্ট আঙ্গিকে নিজের বক্তব্য লিখে জানাতে পারা।
- সীমাবদ্ধ পরিসরে সারাংশ/ভাবার্থের আকারে বক্তব্যকে প্রকাশ করতে পারা।
- প্রদত্ত বিষয়ে নির্ধারিত শব্দসীমার মধ্যে প্রবন্ধ রচনা করতে পারা।
- প্রদত্ত সূত্র অবলম্বন করে গল্প নির্মাণ করতে পারা।
- মতামত বিনিময় করতে পারা।

ভাষাগত সামর্থ্য

- আরোহ-পদ্ধতিতে উদাহরণ থেকে সংজ্ঞার্থে অর্থাৎ প্রয়োগ-তত্ত্বে পৌঁছতে পারা।
- প্রয়োগ দৃষ্টান্তগুলিতে তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারা।
- পাঠ্য এবং পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় অনুরূপ বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারা। যেমন— পাঠক্রম নির্দেশিত ধ্বনি-পরিবর্তনের বিভিন্ন নিয়ম জানতে এবং পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত রচনায় পঠিত নিয়মগুলির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাসহ চিহ্নিত করতে পারা।
- ব্যাকরণের বিভিন্ন তত্ত্ব ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে অবহিত হতে পারা এবং তাদের নতুন প্রয়োগ দেখাতে পারা।
- শব্দের বানানে মান্য আদর্শ অনুসরণ করতে পারা।
- নির্ভুল বাক্য গঠন এবং বিভিন্ন কাঠামোর বাক্য রচনা করতে পারা।
- বাক্যের অন্বয়গত শুদ্ধতা রক্ষা করতে পারা।
- শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের পরিমিতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারা।
- প্রতিশব্দ, বিপরীতার্থ শব্দ, উপযুক্ত ছেদ-যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারা।
- যথার্থভাবে অনুচ্ছেদ ব্যবহার করতে পারা।
- বাংলা ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ জানতে পারা।
- সন্ধির সূত্রগুলি জানতে পারা এবং সেগুলি প্রয়োগ করতে পারা।
- শব্দ গঠনে উপসর্গ, অনুসর্গ, ধাতু এবং প্রত্যয়ের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারা।
- বাংলা শব্দ-ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত হতে পারা এবং প্রয়োগ থেকে তার প্রকারবৈচিত্র্যকে চিহ্নিত করতে পারা।
- শব্দ ও পদ, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় এবং ক্রিয়াপদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্য সঞ্চয়ন : পাঠ প্রকৌশল

গদ্য

যে কোনো সাহিত্য সংরূপ পাঠের ক্ষেত্রে তার প্রধান দুটি দিক হল —

১) ভাষাগত দিক

২) সাহিত্যগত দিক

গদ্যপাঠের ক্ষেত্রটিও এর ব্যতিক্রম নয়। সেকারণেই কোনো গদ্যে শব্দসংস্থান, ভাষাব্যবহার, যুক্তিবিন্যাস ও লেখকের বর্ণনার ভঙ্গিটি বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি সাহিত্যানুরাগ ও নন্দনচেতনার নিরিখে রচনাটির রসাস্বাদন করা প্রয়োজন। এভাবেই কোনো ছোটোগল্প, উপন্যাসের অংশ, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়ার সময় তোমরা খেয়াল রাখো

১) বাক্যে বিন্যস্ত পদ সম্পর্কিত পরিচয় তোমরা পেয়েছে কি না

২) পাঠে ব্যবহৃত তোমাদের অজানা শব্দের অর্থ তোমরা জেনেছ কি না

৩) রচনাটির সাহিত্যগুণ খুঁজে পেয়েছ কি না

৪) রচনাটির শৈলী ও ভাষাগত দিকগুলির প্রতি তোমরা অবগত কি না

৫) প্রবন্ধ পড়ার সময় তোমরা বস্তুগত ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ সম্পর্কে জানবে। বস্তুগত প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বিজ্ঞাননির্ভর বিষয়কে বিশেষ কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করেন, যার মধ্যে থাকে প্রাবন্ধিকের যুক্তিক্রম এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস। আর, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু স্বয়ং তিনি।

নাটক

- নাটকের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে
  - ✓ নাটকের ঘটনাস্থলের পরিচয় এবং সময়কাল
  - ✓ নাটকের প্লট ও ঘটনাক্রম
  - ✓ নাটকের চরিত্রগুলির পরিচয়
  - ✓ নাটকের সংলাপ

এই কাজগুলি তোমরা তখনই যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারবে যখন তোমরা কোনো রচনা পড়ার ক্ষেত্রে সেটি হৃদয় ও বুদ্ধি দিয়ে পড়বে।

পাঠ্য রচনার বাইরে সমধর্মী অন্যান্য রচনা পড়বে। এভাবে ক্রমশ তোমরা লক্ষ করবে বাংলা গদ্যের কালানুক্রমিক বিকাশের ধারাটি তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরই ফলে সংস্কৃতির নানামাত্রা, মূল্যবোধ, যুগ-পরিচয় এসবের সঙ্গে পরিচিতি যেমন ঘটবে তেমনি কোনো বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষেত্রে চিন্তার স্বচ্ছতা, সংক্ষিপ্ততা এবং প্রাসঙ্গিকতার বোধ তোমরা অর্জন করবে।

কবিতা

কবিতায় কবিস্বভাবের প্রতিফলন যেমন ঘটে, তেমনি সেখানে মূর্ত হয়ে ওঠে রচনার প্রেক্ষাপট — যা কখনো সামাজিক, কখনো ইতিহাসনির্ভর, কখনো অর্থনৈতিক বা কখনো রাজনৈতিক। কবিতায় এইভাবেই কবির বিভিন্ন অনুভূতি স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায়, যা কবির কল্পনায় সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। রঙে-রূপে অতুলনীয় বৈভব অর্জন করে। পাশাপাশি কবির ব্যবহৃত প্রতীকতায় বিশেষ কোনো ব্যঞ্জনাগর্ভ শব্দের প্রয়োগে কবিতাটির অর্থে এক নতুনমাত্রা আসে যা কবির কোনো গভীর গোপন ভাবকে স্পষ্ট করে। আবার কখনো তোমরা দেখবে কবি কেমন শব্দে আঁকা ছবি তৈরি করেছেন কখনো বা একটা তৈরি ছবিকে কীভাবে খণ্ডন করেছেন পরের স্তবকে। এটা হয় তখন, যখন প্রাত্যহিক কোনো অভিজ্ঞতা সাহিত্যে উত্তীর্ণ হচ্ছে। প্রতিদিনের ব্যবহৃত আপাতদৃষ্টিতে ক্লিশে হয়ে যাওয়া শব্দগুলো কবির অন্তর্গত এক বিশেষ বোধকে প্রকাশ করছে। কবিতা পড়ার ক্ষেত্রে তাই তোমরা খেয়াল রাখো—

১) এর নমকরণ কীভাবে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে

২) কবিতার বিভিন্ন স্তবক কিভাবে কবির বক্তব্যের অনুসারী হয়ে উঠেছে

৩) কবিতায় ব্যবহৃত তুলনা ও উপমাগুলি কোন বিশেষ আবেগকে স্পর্শ করছে

৪) কবিতার ছন্দ ও অলংকার সম্পর্কে তোমরা কতদূর অবহিত হয়েছ।

৫) পূর্ববর্তী স্তবকের সারবস্তুর সঙ্গে পরবর্তী স্তবকের বিষয় কিংবা কবির দৃষ্টিকোণের কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যাচ্ছে কি?

৬) সবশেষে দেখে নাও কবিতাটির ভাবমূলটিকে তোমরা চিহ্নিত করতে পারছ কিনা। তোমাদের সামনে রাখা প্রশ্নগুলির উত্তর তোমরা সহজেই করতে পারবে যখন —

- কবিতাটির গদ্যরূপ গড়ে তুলতে তোমরা সমর্থ হবে।
- এর ব্যাকরণগত অনুষঙ্গগুলি তোমাদের আয়ত্তে থাকবে।
- কবিপরিচিতি তোমাদের জানা থাকবে এবং বাংলা কাব্যকবিতায় ধারায় কোনো কবি কীভাবে তার বিশেষ অবদান রেখেছেন তা তোমরা লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারবে।
- কবিতার চিত্রধর্মিতা এবং তার সঙ্গীতধর্মিতা এবং মূলভাবকে তোমরা প্রকাশ করতে পারবে।অর্থাৎ নিছক রসাস্বাদনের জন্য নয়, কবিতাকে এই স্তরে পড়তে গেলে বিশ্লেষণমূলক এবং সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে।

এবার আমরা সূত্রাকারে দেখে নেবো কবিতা পড়ার সময় কী কী বিষয় আমাদের নজরে থাকবে

১) কবি-পরিচিতি ও কবিস্বভাব

২) বিষয়বস্তুর ভাবগ্রহণ

৩) বিষয়বস্তুর অনুসারী কাব্যের রূপ ও নির্মিতি

৪) কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ, ছন্দ, অলংকার — তার শৈল্পিক সৌকর্য

৫) কাব্যের ধ্বনি ও রসের উপলব্ধির সূত্রে সৌন্দর্য ও নন্দনতত্ত্বের আস্বাদন।

নবম শ্রেণির পাঠ্যরচনার সঙ্গে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যরচনার সংযোগের কয়েকটি নমুনা মানস মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

গল্প

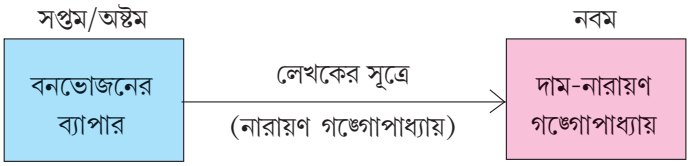

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যান্য গল্পের পাশাপাশি পড়ে নিতে হবে 'বনভোজনের ব্যাপার' (অষ্টম শ্রেণি) গল্পটি। 'বনভোজনের ব্যাপার' এবং 'দাম' গল্পের লেখক একজন হলেও দুটি গল্প যেন স্বতন্ত্র দুটি কলমে লেখা। 'বনভোজনের ব্যাপার' হলো টেনিদা-সিরিজের গল্প। হাবুল, প্যালা, ক্যাবলা ও টেনিদা মিলে বনভোজনের নামে যে হট্টগোল ও হাঙ্গামা বাধিয়েছিল তা হলো গল্পের মূল বিষয়। বিরিয়ানি পোলাও থেকে সরে গিয়ে হাঁসের ডিমের ডালনার বনভোজনও লন্ডভন্ড হয়ে যায়। গল্পের শেষে টেনিদার পিঠে বাঁদরের সুড়সুড়ি হাস্যরসের ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

গদ্যের বিচিত্র প্রকাশ

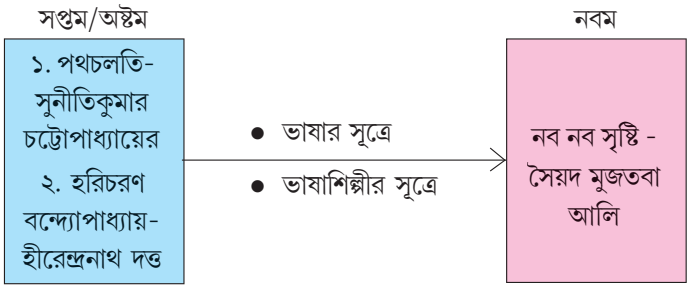

'পথচলতি' - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই রচনার ভাষা প্রসঙ্গ (অষ্টম শ্রেণি)-টি বিশেষভাবে লক্ষ করো। প্রখ্যাত ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একবার (১৯২৮ সালে) গয়া থেকে কলকাতা আসার সময় দেরাদুন এক্সপ্রেসে দেহাতি পাঠানদের কামরায় ফারসি বলে সম্ভ্রম আদায় করেছিলেন, পরে পশতু ভাষায় আসর জমিয়ে দিয়েছিলেন।

* 'হরিচরণ বন্দ্যোপাধায়' - হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (অষ্টম শ্রেণি)। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের নিবিড় নিষ্ঠায় সুবিশাল অভিধান রচনা করেন হরিচরণ। ১৩১২ বঙ্গাব্দে রচনা শুরু। ১০৫ খণ্ডে রচনা শেষ হয় ১৩৩০-এ। ততদিনে একাজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র প্রয়াত। ছাপার কাজ শেষ হয় ১৩৫২ তে, তখন একাজের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথও নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে বিধুশেখর শাস্ত্রীকে করে তুলেছিলেন বহুভাষাবিদ, ক্ষিতিমোহন সেনকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আর হরিচরণকে জমিদারের সেরেস্তাদার থেকে অভিধানকার।

* ভাষা প্রসঙ্গে, মাতৃভাষার আলোচনায় নজরে রাখবে -

১. 'মাতৃভাষা' - কেদারনাথ সিং (সপ্তম শ্রেণি) - মাতৃভাষা হলো মায়ের মুখ থেকে প্রাপ্ত ভাষা, মনের ভাষা, সেই ভাষাতেই নিশ্চিত আশ্রয়।

২. ‘একুশের কবিতা’ - আশরাফ সিদ্দিকী(সপ্তম শ্রেণি) - আমাদের চেনা, জানা, শোনা সব সুরে মিলেমিশে আছে মাতৃভাষা। মায়ের গাওয়া গানের জন্য চলেছে গুলি, সে আত্মত্যাগের কথা লেখা আছে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে। আমাদের মাতৃভাষা বহতা নদীর মতো আজও বহমান।

৩. ‘একুশের তাৎপর্য’ - আবুল ফজল (সপ্তম শ্রেণি, গদ্য) - ভাষা হলো জাতিসত্তা, যেকোনো মানুষের মনের বিকাশ প্রকাশের মাধ্যমে তার মাতৃভাষা। বাংলাভাষার জন্য সুদীর্ঘ আন্দোলন, আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা।

৪. ‘নানান দেশে, নানান ভাষা’ - রামনিধি গুপ্ত (সপ্তম শ্রেণি) - জগৎজোড়া নানা ভাষা, কিন্তু মনের আশা পূরণে এক ও একমাত্র ভরসা মাতৃভাষা।

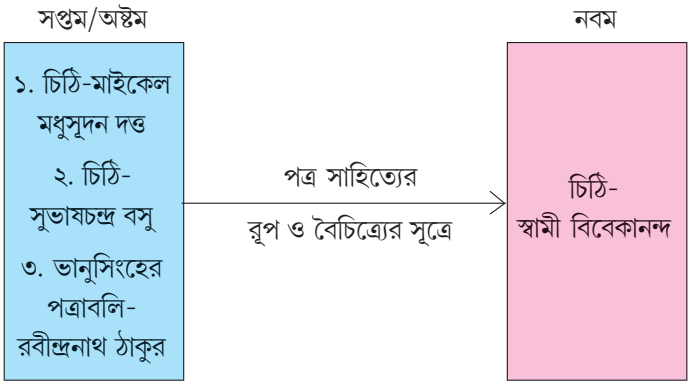

পত্রসাহিত্য ও তার ঐতিহাসিক মূল নিরূপণে, ‘চিঠি’ - মাইকেল মধুসূদন দত্ত (অষ্টম শ্রেণি) - মাইকেল তাঁর প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু বিদ্যাসাগরকে, যিনি তাঁর অনেক দুঃসময়ের সহায়, আর দুটি দুই সহপাঠী গৌরদাস বসাক এবং রাজনারায়ণ বসুকে।

* ‘জেলখানার চিঠি’ - সুভাষচন্দ্র বসু (অষ্টম শ্রেণি) - মান্দালয় জেল থেকে ১৯২৫ এ লেখা সুভাষচন্দ্রের এই চিঠি, যেখানে জেলের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, একাকীত্ব মানুষকে নিজের মুখোমুখি করে, নিজেকে একান্তে চিনতে-জানতে সুবিধা হয়। জেলে বসে নজরুল গান লিখেছেন, লোকমান্য তিলক গীতার আলোচনা করেছেন। যদি এর নেতিবাচক প্রভাবও আছে, সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ফলে অকালবার্ধক্য অতর্কিতে হানা দেয়। কিন্তু দেশ ও দশের জন্য কারাবাস, যা বহু মানুষের শুভেচ্ছা, সহানুভূতিতে জোগায় মহান তিতিক্ষা।

* ‘ভানুসিংহের পত্রাবলি’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সপ্তম শেণি) - দুটি চিঠি, প্রথমটি ২৯ আষাঢ় ১৩২৯ সেখানে কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের প্রকৃতিগত পার্থক্য। অন্যটি ২ শ্রাবণ ১৩২৯ আত্রাই নদীর বক্ষে কবির অনুভব অনুভূতির অভিজ্ঞতা।

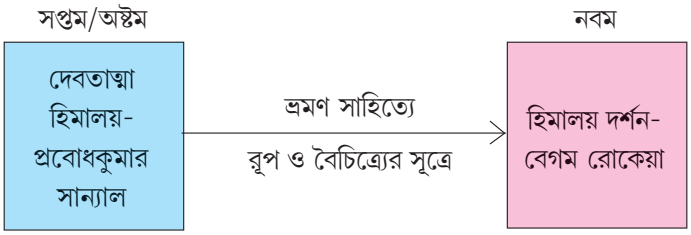

‘দেবতাত্মা হিমালয়’ - প্রবোধকুমার সান্যাল (সপ্তম শ্রেণি) - নামকরণে ‘হিমালয়’ থাকলেও, তিব্বতের পথে যেতে স্মরণে এসেছে, এই পথ দিয়ে যাত্রা করেছেন, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, রাজা রামমোহন রায়, ভ্রমণবৃত্তান্ত রচয়িতা শরৎচন্দ্র দাস। যদিও প্রবোধকুমারের রচনাটি মূলত কালিম্পং এর স্মৃতি, একটি ২৫শে বৈশাখের স্মৃতি, কবি কণ্ঠে কবিতা পাঠের স্মৃতি।

কবিতা

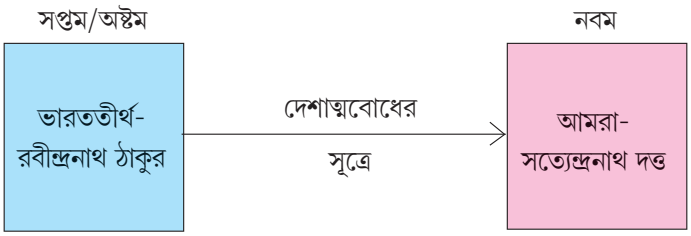

'আমরা'- সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কবিতার অনুষঙ্গে ভারততীর্থ/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সপ্তম শ্রেণি।

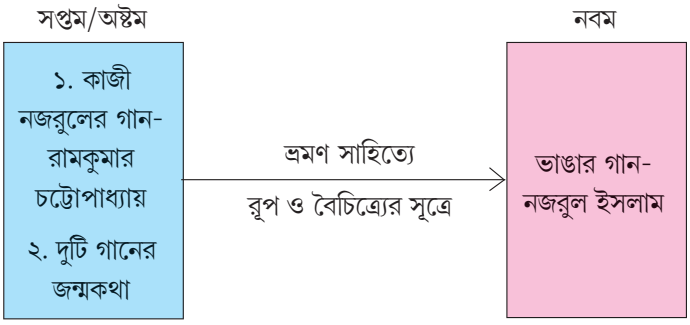

কাজী নজরুলের 'গান' - রামকুমার চট্টোপাধ্যায় (সপ্তম শ্রেণি) - একই সঙ্গে একই মঞ্চে নজরুলের গান আর নেতাজির বক্তব্য শোনার মূল্যবান অভিজ্ঞতা। কাজীর গান মনের মধ্যে যে কী উদ্দীপনা জাগাতে পারে তার অকাট্য প্রমাণ মিলেছে নিজের প্রাণ-চাঞ্চল্যে।

*আলোচনা করা যেতে পারে, 'দুটি গানের জন্মকথা' (সপ্তম শ্রেণি) - দুই দেশের জাতীয় জীবনের দুটি গানের রচনা একটি কলমেই, রচয়িতা কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ। জনগণমন অধিনায়ক, প্রথম গাওয়া হয় ১৮ ডিসেম্বর ১৯১১ কলকাতায়। প্রথম প্রকাশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মাঘ ১৩২৮, ব্রহ্মসঙ্গীত হিসেবে। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ কালে গিরিডিতে থাকাকালীন কবি যে ২২/২৩টি স্বদেশী গান রচনা করেন, সম্ভবত তার মধ্যে রচিত হয়েছিল 'আমার সোনার বাংলা' গানটি। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়, এই গানের প্রথম দশ পংক্তি।

স্বতন্ত্র পাঠ হিসাবে বিবেচিত —

* সপ্তম শ্রেণি থেকে - ১. ছন্দে শুধু কান রাখো-অজিত দত্ত। — প্রাণে প্রকৃতিতে সর্বত্রই রয়েছে ছন্দ, কোনো কিছুই ছন্দহীন নয়, বিশ্বময় জড়ানো সে ছন্দে কান পাতো।

২. স্মৃতিচিহ্ন-কামিনী রায়। — কোনো অট্টালিকা, স্থাপত্য দীর্ঘস্থায়ী নয়। কালস্রোতে সবই হবে ভেঙে পড়বে, হবে বিলীন। শুধু কাজের মধ্য দিয়ে যারা মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতেছে সেসব নাম থেকে যাবে সমুজ্জ্বল হয়ে।

৩. বই-টই-প্রেমেন্দ্র মিত্র। — শুধু বই পড়লে হবে না, তার বাইরে এই যে বিপুলা পৃথিবী, এই যে সসাগরা প্রকৃতি তাকে পড়তে হবে, সেই টইয়ের নাগাল পেলে তবেই পড়া হবে সম্পূর্ণ।

গদ্য - ১, কুতুব মিনারের কথা-সৈয়দ মুজতবা আলি। — পাঁচতলা কুতুব মিনারের স্থাপত্য এক স্বতন্ত্র নিদর্শন। অনেক মসজিদ, মিনার থেকে তার স্থাপত্যশৈলী ভিন্ন। আমেদাবাদের মিনারিকাও নজরকাড়া।

২. কার দৌড় কদ্দূর-শিবতোষ মুখোপাধ্যায় — পা, সিলিয়া, দাঁড়া, ডানা... প্রভৃতি যোগে সারা পৃথিবীর প্রাণী দৌড়াচ্ছে। কেউ দ্রুত, কেউ মন্থর — সব বিচিত্র গতিবেগ। সূর্য আর গাছ শক্তির দুই উৎস স্থির, আর প্রাণীজগৎ চঞ্চল। তবে সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন মানুষের মন, সে আলোর গতিতে ধাবমান।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী-কমলা দাশগুপ্ত — ননীবালা দেবী - ছদ্মবেশে অনেক বিপ্লবীকে সাহায্য করেছেন। ব্রিটিশ পুলিশের শত জেরা ও শাস্তিতেও ভেঙে পড়েননি।

দুকড়িহবালা দেবী - অস্ত্র লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছেন। হাজার অত্যাচারেও তিনি ব্রিটিশ পুলিশের কাছে মুখ খোলেননি।

*অষ্টম শ্রেণি থেকে —

১. দাঁড়াও-শক্তি চট্টোপাধ্যায় — মানুষ একা, তুমি মানুষের পাশে দাঁড়াও, তোমরা মানুষের পাশে দাঁড়াও। মানুষের পাশে দাঁড়ানোই মানুষের ধর্ম।

২. হাওয়ার গান-বুদ্ধদেব বসু — হাওয়াদের বাড়িঘর নেই, সবাইকে সর্বত্রই ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়ানোই তার কাজ। সবার সব সন্ধান হওয়ার গোচরের, সবার না-পাওয়ার মনোবেদনার সাক্ষী যেন হাওয়া। বিশ্বজুড়ে সবার সব অপ্রাপ্তির অফুরান সন্ধান বয়ে বেড়ায় হাওয়ারা, তাই তারা চঞ্চল, অধীর।

৩. মাসিপিসি-জয় গোস্বামী — লোকান ট্রেনে রাতজাগা ভোর থেকে জীবনের লড়াইয়ে নামে এই মাসিপিসি। প্রান্তিক জীবনের হাজারো ঝামেলার মোকাবিলা করে তাদের অসীম লড়াই শতকের পর শতক ধরে চলতে থাকে।

গদ্য -

১. চন্দ্রগুপ্ত (নাটক)-দ্বিজেন্দ্রলাল রায় — সেকেন্দার, সেলুকাস, আন্টিগোনাস এবং চন্দ্রগুপ্ত চরিত্র যোগে ঐতিহাসিক নাটকের এক ক্ষুদ্র নাট্যাংশ। যেখানে ভারতীয় বীর চন্দ্রগুপ্তের অসীম সাহস ও সততার নজির যা ভারতীয় চরিত্রের দৃঢ়তার পরিচায়ক।

২. নাটোরের কথা-অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর — নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথের আতিথ্য ভোলার নয়, সঙ্গে আছেন রবি কাকা, দীপেন্দ্রনাথ, জানকীনাথ ঘোষাল, সি ব্যানার্জী। দেদার খাওয়া দাওয়া। প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে বাংলায় বক্তৃতা দিতে বাধ্য করা, সব মিলিয়ে নাটোরের অভিজ্ঞতা।

৩. আদাব-সমরেশ বসু — দাঙ্গা বিধ্বস্ত পূর্ববঙ্গের প্রেক্ষাপটে এক মুসলমান মাঝি আর এক হিন্দু সুতাকলের মজুরের খেটে খাওয়া জীবনের গল্প। মাঝি তার স্বল্প আয়ে ঈদের উৎসবের জন্য কিনেছিল ছেলেমেয়েদের জন্য পোশাক, স্ত্রীর জন্য কাপড়। কিন্তু মাঝির আর বাড়ি ফেরা হলো না, ডাকাত সন্দেহে তাকে অন্যায়ভাবে প্রাণ দিতে হল। দাঙ্গার বাতাবরণে কত সাধারণ নিরীহ মানুষ মারা যায়, সাক্ষী থাকে সাধারণ নীরব মানুষ। সেই অসহায় জীবন ও জীবনযাপনের গল্প -- যারা ধর্ম বলতে বোঝে সৎপথে স্বল্প আয়ে ছোটো ছোটো স্বপ্নপূরণ, তাদের জীবনে ধর্মীয় হানাহানি জাতি দাঙ্গা নেয় এক বীভৎস রূপ।

৪. টিকিটের অ্যালবাম-সুন্দর রামস্বামী — তামিল সাহিত্যিকের কলমে উঠে এসেছে, দুই স্কুলপড়ুয়া স্ট্যাম্প সংগ্রাহকের কাহিনি। রাজাপ্পা ও নাগরাজন। রাজাপ্পা সত্যিকারের এক টিকিট সংগ্রহকার, অনেক খেটেখুটে সে টিকিট জমায়। নাগরাজন তার কাকার কাছ থেকে বড় সুদৃশ্য অ্যালবাম উপহার পেলে, রাজাপ্পার অ্যালবামের প্রতি অন্যান্য বাচ্চাদের উৎসাহ কমে যায়। প্রতিশোধস্পৃহায় রাজাপ্পা নাগরাজনের অ্যালবাম চুরি করে পুড়িয়ে দেয়। পরে অনুশোচনায় বিদ্ধ হয়ে তার নিজস্ব অ্যালবাম সে দিয়ে দেয়।

পাঠভিত্তিক আলোচনা

কলিঙ্গ দেশে ঝড়-বৃষ্টি

মুকুন্দ চক্রবর্তী

- মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা মঙ্গলকাব্য ধারার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী (আনুমানিক ১৫৪৭ - অজ্ঞাত)। তাঁর রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য 'অভয়ামঙ্গলে'র আখেটিক খণ্ডের অন্তর্গত আমাদের পাঠ্য 'কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি' কবিতাংশটি।
- দেবী চণ্ডীর রোষে কলিঙ্গ রাজ্যে ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয় এবং তার ফলে কলিঙ্গবাসীকে যে দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয় তা কবিতাংশে বর্ণিত।
- কবিতায় আমার দেখি কলিঙ্গ দেশের আকাশ ঘন গাঢ় মেঘে ঢেকে গেছে এবং বজ্র-বিদ্যুতের সাথে শুরু হয়েছে প্রবল বর্ষণ।
- মেঘের উপনদী শব্দে ও প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে প্রজারা ভয়ে ঘর ছেড়ে পথে এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে লেগেছে।
- বাড়িঘর, শষ্যক্ষেত, রাস্তাঘাট প্রবল জলে ভেসে গেছে তথা নষ্ট হয়েছে।
- সমগ্র কলিঙ্গে জল-স্থল আলাদা করা যাচ্ছিল না, জলে সাপ ভেসে ভেসে চলছিল। মানুষ সব ভুলে বজ্র নিবারক মুনি জৈমিনিকে স্মরণ করছিল।
- নদনদীরা যেন দেবী চণ্ডীর আদেশে সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করে কলিঙ্গে বইতে শুরু করেছিল।
- বীর হনুমান দেবীর আদেশে সর্ব-অট্টালিকা ভেঙে খানখান করছিল।

ধীবর বৃত্তান্ত

কালিদাস

- প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম' নাটকের অনুবাদের অংশ 'ধীবর বৃত্তান্ত' নাট্যাংশটি।
- মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলা স্বামী দুষ্মন্তের চিন্তায় মগ্ন থাকায় কণ্বের আশ্রমে আগত ঋষি দুর্বাসাকে অনিচ্ছাকৃত উপেক্ষা করে ফেলে দুর্বাসার অভিশাপ পান।
- সেই অভিশাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিস্মৃত হন এবং শকুন্তলা দুষ্মন্তের দেওয়া আংটি হারিয়ে ফেলায় রাজার সামনে কোনো নিদর্শন শকুন্তলা রাখতে পারেননি।
- ঘটনাচক্রে এক জেলে/ধীবর মণিখচিত সেই আংটিটি পায়। সেটি বিক্রি করতে গিয়ে সে চোর হিসেবে পরিগণিত হয়ে রাজরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে।
- দুই রক্ষীসহ নগররক্ষক রাজশ্যালক তাকে রাজবাড়িতে আনেন এবং রাজশ্যালক তাকে রাজা দুষ্মন্তের কাছে নিয়ে যান।
- রাজা দুষ্মন্ত সেই আংটি দেখে শকুন্তলার কথা স্মরণ করে ভাবান্বিত হয়ে পড়েন এবং ধীবরকে আংটির সমান মূল্য পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করে মুক্ত করেন।
- ধীবর সত্যবাদী ও সৎ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে রাজশ্যালকের বন্ধুত্ব লাভ করে।

ইলিয়াস

লিও তলস্তয়

- গল্প ও লেখকের নাম থেকে বোঝা যায় গল্পটি বিদেশি গল্পের বাংলা অনুবাদ।
- রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লিও তলস্তয়ের (১৮২৮-১৯১০) এই গল্পে উনিশ শতকের রাশিয়ার সমাজ, অর্থনীতি, নৈতিকতার প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।
- গল্পের মূল চরিত্র ইলিয়াসের জীবনের প্রথম দিককার অবস্থা প্রথমে বর্ণিত হয়েছে।
- বহুবছর কঠোর পরিশ্রম করে ইলিয়াসের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কেমন হয়েছিল তা এরপর আমরা গল্পে পাই।
- আবার শেষ বয়সে ইলিয়াস দম্পতির অর্থনৈতিক অবস্থার পতন ঘটে নানা কারণে। যেমন পারিবারিক বিবাদে সম্পত্তি বিভাজন, দুর্ভিক্ষ, ভেড়ার পালের মড়ক, কিরবিজদের পশুচুরি ইত্যাদি।
- শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশি মহম্মদ শা-এর বাড়িতে ভাড়াটে মজুরের কাজ করতে বাধ্য হয় এই দম্পত্তি।
- ইলিয়াস ও তার স্ত্রী শেষ বয়সে তাদের গভীর জীবন উপলব্ধি ব্যক্ত করেছে। মধ্য বয়সে তারা ধনী ছিল ঠিকও কিন্তু প্রকৃত সুখ-শান্তি পায়নি। সময়ের অভাব, সম্পত্তির চিন্তা ইত্যাদি তাদের শান্তির বাধা হয়েছিল। অনাত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় ও কাজ পেয়ে তারা মানসিক শান্তি লাভ করেছিল।

দাম

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

- প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৭-১৯৭০) লেখা 'দাম' গল্পটি ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে 'শারদীয়া তরুণের স্বপ্ন'-তে প্রথম প্রকাশিত হয়।
- গল্পের কথক সুকুমারের স্কুলের ছেলেদের কাছে এক বিভীষিকা ছিলেন তাদের স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই। ব্ল্যাকবোর্ডে ঝড়ের গতিতে ছবির মতো করে জটিল সব অঙ্কের সমাধান করলেও ছেলেদের মনে, এমনকি স্বপ্নে তিনি বারবার ফিরে আসতেন বিভীষিকা হয়ে।
- স্কুল জীবনের গণ্ডি পেরিয়েও সুকুমারের সেই বিভীষিকা কাটাতে সময় লেগেছিল। যৌবনে পত্রিকায় গল্প লেখার অনুরোধ পেয়ে সুকুমার সেই মাস্টারমশাইকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন এবং সুযোগ পেয়ে খানিক উপদেশের বাণীও ঝরান।
- মাস্টারমশাইকে নিয়ে গল্প লিখে সুকুমার দশ টাকা দক্ষিণাও লাভ করলেন। ধীরে ধীরে ভুলে গেলেন সেই লেখার কথা।
- বহুবছর পর বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের একটি কলেজের বার্ষিক উৎসবে অতিথির নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে সভায় খুব করে বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় মানুষের সুখ্যাতি পেলেন।
- সেই সময় বয়স্ক একজন ভদ্রলোক এলেন তার সাথে দেখা করতে এবং সুকুমার নাম ধরে তিনি ডাকলেন। ইনিই সেই মাস্টারমশাই যাকে নিয়ে সুকুমার গল্প লিখেছেন আরও বিস্ময়ের যে সেই গল্প-ছাপা পত্রিকাটিও রয়েছে তাঁর হাতে।
- সুকুমারের মাথা নীচু হয়ে এল, কিন্তু বৃদ্ধ মাস্টারমশাই নির্দ্বধায় স্বীকার করলেন তিনি একদা সত্যই অনর্থক শাসন-পীড়ন করেছিলেন সুকুমারদের প্রতি। সুকুমারের গল্প পড়ে মাস্টারমশাই শুধু আত্মোপলবিদ্ধই করেননি, সকলকে বলে বেড়িয়েছেন যে তাঁর ছাত্র তাঁকে নিয়ে লিখে তাঁকে অমর করে রেখেছেন।

- আত্মগ্লানিতে সুকুমার যেন মাটিতে মিশে যেতে চাইলেন। তথাপি মাস্টারমশাই-এর চোখের কোণে জল দেখে সুকুমার অনুভব করলেন যে স্নেহ-মমতা-ক্ষমার বিরাট এক সমুদ্রের ধারে তিনি আজ দাঁড়িয়ে। সেই স্নেহ-মমতাকে সংসারের কোনো অমূল্য রত্নের বিনিময়েও পরিমাপ করা যায় না।
- সেই স্নেহকে দশ টাকায় বিক্রি করেছিলেন বলে অসীম অপরাধবোধ সুকুমারকে দংশন করতে লাগল।

নব নব বৃষ্টি

সৈয়দ মুজতবা আলী

- বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রাবন্ধিক রম্যরচনাকার সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪), পাঠ্য প্রবন্ধটি তাঁর 'চতুরঙ্গ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।
- পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলি বেশিরভাগই আত্মনির্ভরশীল। আমাদের সংস্কৃত ভাষা বহুলাংশে আত্মনির্ভরশীল ভাষা।
- নতুন কোনো চিন্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য নতুন শব্দের প্রয়োজন হলে সংস্কৃত ভাষা নিজের শব্দভাণ্ডার থেকেই শব্দ গ্রহণ করে বা নিজের শব্দ/ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয়, উপসর্গ যোগে নতুন শব্দ গঠন করে নেয়।
- আমাদের মাতৃভাষা বাংলাসহ বর্তমান যুগের বেশিরভাগ ভাষায় আত্মনির্ভরশীল নয়। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বাংলা ভাষা দেশি-বিদেশি নানা ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করেই থাকে। রাজনৈতিক কারণে আরবি-ফার্সি-ইংরাজি থেকে বাংলায় সবচেয়ে বেশি শব্দ প্রবেশ করলেও পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা থেকেও বাংলায় অনেক শব্দ প্রবেশ করেছে এবং এখনও সেই ধারা বর্তমান।
- ভাষার ক্ষেত্রে এই পরনির্ভরশীলতা অগৌরবের নয়। হিন্দি ভাষার সাহিত্যিকগণ পরিনির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নয়।
- বাংলায় পণ্ডিত মহল কিন্তু এমন চেষ্টার কথা কেউ ভাবেননি। বরং সংস্কৃত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ সকলেই বিদেশী ভাষার শব্দ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন। ['আব্র দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমনা দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে'। রবীন্দ্রনাথ — 'কর্তারভূত']
- তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে রচনার বিষয়বস্তুর উপরই নির্ভর করে বিদেশি-দেশি শব্দের প্রয়োগ কত বেশি বা কম হবে।
- বিদ্যাশিক্ষা চর্চা ও জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য বাংলার সাথে ইংরাজি বই পড়তেই হয়। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের উচ্চশিক্ষায় অনিবার্যভাবে ইংরাজি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করেছে এবং এই প্রক্রিয়া ভবিষ্যতেও চালু থাকবে।
- বিশ্বায়নের প্রভাবে বহু বিদেশি শব্দ আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে আজ যুক্ত, যেগুলির বাংলারূপ গঠন করার তাগিদই তৈরি হয়নি। যেমন— অনলাইন, স্পা ইত্যাদি।
- বাঙালি তার নিজস্ব জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে উদারতায় বিশ্বাসী। ধর্ম-সাহিত্য-রাজনীতি সবক্ষেত্রেই সেখানে যখন সত্য-শিব-সুন্দরের সন্ধান বাঙালি পেয়েছে, তখনই তাকে গ্রহণ করতে চেয়েছে। সেই গ্রহণের পথে কোনো বাধাই সে মানেনি। তাই বৈষ্ণব পদাবলির রাধিকার মতোই ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত মুর্শিদিয়ার আশিক একই চরিত্ররূপে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশিত।

হিমালয় দর্শন

বেগম রোকেয়া

- বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) রচিত পাঠ্যাংশটি 'কূপমন্ডূকের হিমালয় দর্শন' শীর্ষক রচনা থেকে গৃহীত। রচনাটি 'মহিলা' পত্রিকার ১০ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কার্তিক ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

- পাঠ্যাংশে শিলিগুড়ি থেকে ছোটো আকারের হিমালয়ান রেলগাড়িতে কার্শিয়াং যাওয়ার পথের বর্ণনা রয়েছে। রয়েছে কার্শিয়াং পৌঁছে হিমালয়ের সৌন্দর্য উপভোগের বিবরণ।
- হিমালয়ের অপূর্ব শোভা সন্দর্শনে লেখিকার হৃদয় তৃপ্ত এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ।

খেয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- খেয়া কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের উনিশ সংখ্যক কবিতা। কবিতাটির রচনাকাল ১৮ চৈত্র, ১৩০২ বঙ্গাব্দ। এই সময়পর্বে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ও পাতিসরে নদীবক্ষে 'পদ্মা' নামক বোটে থাকতেন।
- কবিতার একদিকে রয়েছে দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় নাগরিক জীবন, অন্যদিকে শান্ত, স্নিগ্ধ গ্রামীণ জীবন।
- নদীর দু'পারের দুটি গ্রামের যোগসূত্র গড়ে ওঠে খেয়ানৌকোর মাধ্যমে। নাগরিক সভ্যতার স্পর্শরহিত এই দুই গ্রামের মানুষের চিন্তা, চেতনা, জীবন-যাপনের ছবি কবিতায় ধরা দিয়েছে।
- ইতিহাস-সচেতন কবির মনে পড়েছে হিংসা-বিদ্বেষ-রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ক্ষমতা দখলের কাহিনি।
- এত হানাহানি, রক্তপাত, জিঘাংসা গ্রামবাংলার মানুষকে স্পর্শ করে না। কলুষতা নেই তাদের মনে। প্রকৃতি ও মানুষের সহজ সংযোগে পল্লিগ্রাম তার অকৃত্রিম, স্নিগ্ধ, শান্ত রূপটিকে অক্ষত রেখেছে।

আবহমান

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

- কবিতাটি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২০-২০১৮) রচিত 'অন্ধকার বারান্দা' (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থের ৩০ সংখ্যক কবিতা। রচনাকাল ১৮ ভাদ্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ।
- 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়' ছেড়ে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে এসে পৌঁছলেও তার রক্তে প্রকৃতির টান। স্মৃতির উজান বেয়ে উৎসে ফিরে যাওয়ার অদম্য তাগিদ।
- শ্বাসরোধকারী বাস্তবতা থেকে বাঁচতে মানুষ ফিরে যেতে চায় তার ঐতিহ্যের কাছে। তার এই বাসনা আবহমান, অব্যাহত।

চিঠি

স্বামী বিবেকানন্দ

- মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল্‌কে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) লেখা 'চিঠি'টি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে রয়েছে।
- ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই আলমোড়া থেকে লেখা এই চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে সামাজিক ও গঠনমূলক কাজ করতে উৎসাহী মার্গারেট নোব্‌ল্‌কে স্বাগত জানিয়েছেন।
- সামাজিক প্রতিকূলতার কথা জানিয়েছেন। সব মেনে নিয়েও যদি তিনি ভারতবর্ষে আসতে চান, তবে তার কর্মপ্রণালী কেমন হবে — সে বিষয়ে সুনিশ্চিত পরামর্শ দিয়েছেন।

ভাঙার গান

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

- 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'ভাঙার গান' (১৯২৪)।
- পাঠ্য কবিতাটি অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে রচিত কবিতাটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'বাঙালির কথা' পত্রিকায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়।

- কবিতাটিতে কবি পরাধীন দেশের তরুণদের ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তারা কারাগারের লৌহকপাটি নিশ্চিহ্ন করুক — এটিই কবির বাজনা।
- কবি চেয়েছেন দেশের তরুণসমাজ সমস্ত বন্ধন মোচন করুক, খ্যাপা ভোলানাথের মতো প্রলয় দোলা দিয়ে হ্যাঁচকা টানে কারাগারগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিক।

আমরা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) 'আমরা' কবিতাটি তাঁর 'কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থের (১৯১২ খ্রিস্টাব্দ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) অন্তর্গত।
- স্বদেশ ও স্বজাতি বিশ্বের অন্য কোনো দেশ ও জাতির তুলনায় কোনো অংশে কম নয় বরং উন্নততর — এই বোধ 'আমরা' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে।
- মুক্তধারা গঙ্গা বিধৌত পুণ্য বঙ্গভূমিতে বাঙালির বাস। বঙ্গদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ নানা উপমায় কবিতার প্রথমে বর্ণিত।
- জাতি হিসেবে বাঙালির গৌরবগাথা কবিতায় নানা প্রসঙ্গে উপস্থাপিত। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঙালির বাঁচা, বীর রাজা বিজয় সিংহের লঙ্কা জয়, চাঁদ রায় প্রতাপাদিত্যের মোঘলদের প্রতিরোধ ইত্যাদি সেই গৌরবেরই অংশ।
- কপিলমুনি, অতীশ দীপঙ্কর, রঘুনাথ শিরোমনি, জয়দেব প্রমুখের কীর্তি বাঙালির ধর্মবিজয়ের উদাহরণ।
- বরভূধর বা ওঙ্কারধাম নির্মাণ বাঙালির স্থাপত্য, বিটপাল আর ধীমানের কীর্তি বাঙালির ভাস্কর্যকে উজ্জ্বল করেছে। কীর্তন, বাউল গান বাঙালির হৃদয় কথাকে প্রকাশ করেছে। জগদীশ বসুর বিজ্ঞান সাধনা বিবেকানন্দের আধুনিক ধর্মদর্শন বা বিশ্বকে নতুন পথ দেখিয়েছে।
- কবির প্রত্যয় অতীতের এই সাফল্যের ওপরেই ভবিষ্যতের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

নিরুদ্দেশ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

- প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) লেখা 'নিরুদ্দেশ' ছোটোগল্পটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সামনে চড়াই' গল্প সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়।
- নিরুদ্দেশের অনেক বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ির দিকে ইঙ্গিত করে গল্পকথক তার বন্ধু যদিও সোমেশকে বোঝাতে চেয়েছিল যে এই সব বিজ্ঞাপন অনেক সময়ই অর্থহীন ও লঘু। তবু সোমেশ এই নিরুদ্দেশ ও ফিরে আসা সংক্রান্ত এক ভয়ানক ট্র্যাজেডির গল্প গল্পের মধ্যে বলেছে।
- শোভন নিরুদ্দিষ্ট হলে তার বাবা খবরের কাগজে কাতর আবেদনে তাকে ফেরানোর বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন। শোভন দুবছর পর ফিরে এলে বাড়ির নায়েবমশাই তাকে চিনতে পারে না এবং তাদের কাছে খবর আছে শোভন সাতদিন আগে মারা গেছে। শোভনের বৃদ্ধ পিতাও শোভনকে তার আসল ছেলে বলে চিনতে ব্যর্থ হন এবং শোভনকে চলে যেতে বলেন।
- সোমেশের গল্প এখানেই শেষ হয়। গল্পকথক সোমেশের কানের কাছে একটা জরুল রয়েছে একথা জানালে সোমেশ জানান এই সাদৃশ্যের জন্যই তাঁর পক্ষে গল্প বানানো সহজ হলো।

রাধারাণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

- ‘রাধারাণী’ রচনাংশটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) রচিত ‘রাধারাণী’ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদ।
- ‘রাধারাণী’ উপন্যাসের নাম চরিত্র রাধারাণী এবং তার মায়ের জীবন সংগ্রাম পাঠ্যাংশের প্রথমে বর্ণিত। একদা অবস্থাপন্ন রাধারাণীর মা জ্ঞাতির সাথে মামলা মোকদ্দমায় সবকিছু হারিয়ে বালিকা রাধারাণীকে নিয়ে কোনোমতে দিন চালাত।
- মাতা অসুস্থ হলে রাধারাণী মায়ের পথ্যের জন্য ফুলের মালা গেঁথে মাহেশের রথের মেলায় বিক্রির জন্য গেলে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে পথ হারিয়ে ফেলে। এই সময়ই অবস্থাপন্ন অজানা এক ব্যক্তি দয়ার অবতার হয়ে রাধারাণীকে বাড়ি পৌঁছে দেন এবং রাধারাণীর দুঃখের কথা শুনে কাপড়/শাড়ি, টাকার নোট ইত্যাদি কৌশলে দান করে যান। কিন্তু সেই নোট রাধারাণীর মা ভাঙাতে না দিয়ে বরং প্রদানকারী রুক্মিনী কুমারের সন্ধান করতে বের হন।
- রাধারাণী ও তার মায়ের দারিদ্র্য সত্ত্বেও নির্লোভ, সৎ, নীতিপরায়ণ চরিত্রকে তুলে ধরাই গল্পকারের লক্ষ্য।

চন্দ্রনাথ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

- ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের (১৮৯৮-১৯৭১) ‘আগুন’ উপন্যাসের অন্তর্গত চন্দ্রনাথ রচনাংশ।
- পাঠ্যাংশে নামচরিত্র চন্দ্রনাথ, তার দাদা নিশানাথ, সহপাঠী হীরু ও গল্পকথক নরেশ (নরু), তাদের স্কুলের হেডমাস্টার চরিত্রের উল্লেখ পাই।
- গল্প দীর্ঘাকৃতি সুস্থ, সবল, নির্ভীক দৃষ্টির কিশোর চন্দ্রনাথের ছবি গল্পকথকের মনে বারবার ফুটে ওঠে। চন্দ্রনাথের চরিত্র যেন কালপুরুষ নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল ও একাকী।
- ছাত্রাবস্থাতেও বিদ্যালয়ের হীরুকে পরীক্ষার নম্বর পাইয়ে প্রথম স্থানাধিকারী করার প্রতিবাদ করে চন্দ্রনাথ সেকেন্ড প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করেছে। একারণে দাদা তার সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং অধিকাংশ সহপাঠী তখন তাকে ভুল বোঝে।
- হীরুর বাড়িতে প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পেয়েও চন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করে চিঠি লিখে অবলীলায় জানিয়ে দিয়েছিল স্কলারশিপ পাওয়া এত বড়ো কিছু ব্যাপারও নয়। এভাবেই গল্পকথকের মনে এখনও চন্দ্রনাথ যেন পথপ্রান্তরকে পিছনে ফেলে লাঠির প্রান্তে পোটলা বেঁধে জনহীন পথে একলা প্রতিবাদী চরিত্ররূপে হেঁটে চলেছে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : পদ্ধতি ও প্রয়োগ

১. সমীক্ষা (Survey) :

কোনো একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা পূর্ব-নির্দেশিত অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে যখন তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের ফলে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত অর্জনে সাহায্য করে, আমরা সেই প্রক্রিয়াটিকেই সমীক্ষা বলে থাকি (ডেভিন কোয়ালজ্‌ক, ২০১৩)। অন্তর্বর্তী প্রস্তুতীকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমীক্ষার প্রক্রিয়াটি বিষয়-কেন্দ্রিক, সুতরাং তা সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটায়। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সচেতন তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা সংগৃহীত তথ্য এবং বিশ্লেষণের নিরিখে শিখন-সহায়ক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সমর্থ হয়।

২. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study) :

কোনো একটি ঘটনা/গল্প বা পরিপ্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে ক্ষেত্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটিকে গড়ে তোলা হয়। সাধারণত এই ঘটনা/গল্প বা পরিপ্রেক্ষিত শিক্ষার্থীদের সামনে একটি বাস্তবগ্রাহ্য, জটিল এবং দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই ঘটনাক্রমের মধ্যে নিহিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীরা তাঁদের অর্জিত সামর্থ্য প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ বা সমাধানে তৎপর হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট বিষয় বা পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেমন গভীরভাবে ভাবতে শেখে, ঠিক তেমনই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা অর্জন করে। এই ক্ষেত্রে কোনো একটি শিখন-একক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তলিয়ে ভাবার গুরুত্বকে যেমন উপলব্ধি করে, তেমনই একইভাবে বিষয় নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতটির অবস্থা-পরিস্থিতি বা মূল্যবোধের যাথার্থ্যকে অনুধাবন করতে অনুপ্রাণিত হয়।

৩. প্রকৃতি পাঠ (Nature Study) :

প্রকৃতিপাঠকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ভাবলে বলা যায়, কোনো কিছুকে আমরা যেভাবে দেখি এবং সেই দেখার নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে যে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হই, প্রকৃতিপাঠ সেই পদ্ধতিটিরই নির্যাস (হাইড বেইলি, ১৯০৪)। শিখনের অঙ্গ হিসেবে চারপাশের গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষের কার্যকলাপ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার দক্ষতা প্রকৃতিপাঠের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই প্রকৃতিপাঠের মাধ্যমে যুক্তি-নির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং নিজের পারিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতনতার সার্থক সমন্বয় ঘটে।

৪. মডেল নির্মাণ (Model Making) :

মডেল হলো একটি কাঠামো বা নমুনা বা খসড়া (যা বস্তুর প্রকৃত আকারের থেকে ছোটো বা বড়ো হতে পারে)। আবার বাস্তব জিনিস ছাড়াও মডেল একটি সম্পূর্ণ মানস-পরিকল্পিত গঠনও হতে পারে (ম্যুলার সায়েন্স, ১৯৭১)। মানব মনের কোনো ধারণা বা কাল্পনিক চিন্তার যুক্তিসিদ্ধ প্রকাশ ঘটে মডেল নির্মাণের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে কোনো বিমূর্ত ধারণা বা চিন্তাকে বাস্তবগ্রাহ্য মূর্তরূপ দিতে শেখে। কোনো বিমূর্ত ধারণার দ্বি-মাত্রিক বা ত্রি-মাত্রিক রূপ মডেলের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। মডেল নির্মাণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যেমন সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৃষ্টিশীল চিন্তা ভাবনা গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে, তেমনই সমস্যা সমাধানে দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্যও অর্জিত হয়।

৫. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing) :

সৃষ্টিশীল রচনার মাধ্যমে মৌলিক চিন্তা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে বিষয়-কেন্দ্রিক বিভিন্ন শিখন-সামর্থ্য অর্জনের প্রক্রিয়া হিসাবে, 'সৃষ্টিশীল রচনা' পদ্ধতিটির প্রয়োগ ঘটবে। শিক্ষার্থীদের মৌলিক চিন্তা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারিক চর্চা তাঁর বহুমুখী শিখন-পরিকল্পনাকে যথার্থ রূপ দেয়। শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির লিখিত প্রকাশে যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পরিস্ফুট হয়, তখন সে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সহায়তায় সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়টির নান্দনিক মূল্যকে মূল্যায়নের সামর্থ্য অর্জন করে।

৬. পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation) :

এই শিখন প্রক্রিয়াটি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। শিখনের মূল উদ্দেশ্য যে নীতিকে অবলম্বন করে সার্থকতা লাভ করে,পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটিতেও তার প্রতিফলন ঘটে। শ্রেণিশিখনের যথাযথ আদান প্রদান এবং সার্বিক অংশগ্রহণও এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিবেচ্য। তাই অর্জিত শিখন সামর্থ্যের চর্চা কিংবা প্রতিফলনেই এটি সীমাবদ্ধ থাকে না, শিখন-দক্ষতাকে নানান ভাব ও রূপে কাজে লাগানোর এবং প্রকাশ করার সামর্থ্যেরও মূল্যায়ন ঘটে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বহুমাত্রিক শিখন-পরিকল্পনা গ্রহণে দক্ষ হয়ে ওঠে—যেমন সে একাধিক পাঠ্যবিষয়ের তাৎপর্যবাহী অংশটি আবিষ্কার করতে শেখে, তেমনই অতিরিক্ত বা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশকে পরিহার করতে প্রয়াসী হয়। ফলস্বরূপ সে একাধিক পাঠের অন্যান্য তথ্য-তত্ত্বের বেড়াজাল ডিঙিয়ে, সংশ্লিষ্ট পাঠটির কেন্দ্রীয় ভাবনা বা ধারণাটির মর্মোদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিসমূহ ও প্রয়োগকৌশল

পাঠক্রম কেন্দ্রিক ও শ্রেণিশিখন নির্ভর

পদ্ধতির নাম (Name of the Method)	পদ্ধতি বিষয়ক (About the Method)		প্রকরণ-প্রক্রিয়া (Process-Methodology)	নমুনা Example
	শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective)	প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্য (Expected Learning Outcome)	শ্রেণিশিখনের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়া (Methodology)	বিষয়ভিত্তিক নমুনা (Subject-specific Example)
১. সমীক্ষা (Survey)	● নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের নিরিখে পরিচিত এবং অপরিচিত উপাদানের তথ্য সংগ্রহ। ● কাজের পর্যায়ক্রম নির্ধারণ ও অনুসরণ করা। ● সংগৃহীত তথ্যের একত্রীকরণ ● একত্রিত তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। ● সিদ্ধান্ত নথিবদ্ধকরণ এবং মূল্যায়ন।	● তথ্যসংগ্রহ। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামার্থ্য অর্জন।	● শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত দেওয়া হবে। সেই প্রেক্ষিতের নিরিখে শিক্ষার্থীরা দলগত/এককভাবে তথ্যসংগ্রহ করবে। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ -মূল্যায়ন সম্বলিত নথি শিক্ষিকা/শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
২. প্রকৃতিপাঠ (Nature Study)	● চারপাশের পরিবেশ (গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষের কার্যকলাপ সম্বলিত বিভিন্ন ঘটনা) পর্যবেক্ষণ। ● পঞ্জিকরণ। ● পঞ্জিকৃত তথ্যের অনুধাবন।	● পর্যবেক্ষণ এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।	● শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয় দেওয়া হবে। তারা সেই বিষয়ের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে দলগত/এককভাবে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের কাছে তা জমা দেবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৩. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)	● নির্দিষ্ট ঘটনার নিরিখে সমস্যা বা বিচার্য বিষয় উপলব্ধি। ● সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলি নির্ধারণ। ● পরিস্থিতির বিচারে সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধানটি নিরুপণ।	● দলগত / এককভাবে সমস্যা বা বিচার্য বিষয় বিশ্লেষণ। ● সমাধান নির্ণয়। ● সমাধানসূত্র আদান-প্রদানের সামর্থ্য অর্জন।	● প্রদত্ত অবস্থা / ঘটনা / প্রেক্ষিত / পরিস্থিতি-র ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা দলগত / এককভাবে সমস্যা সমাধানের সচেষ্ট হবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিসমূহ ও প্রয়োগকৌশল

পাঠক্রম কেন্দ্রিক ও শ্রেণিশিখন নির্ভর

পদ্ধতির নাম (Name of the Method)	পদ্ধতি বিষয়ক (About the Method)		প্রকরণ-প্রক্রিয়া (Process-Methodology)	নমুনা Example
	শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective)	প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্য (Expected Learning Outcome)	শ্রেণিশিখনের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়া (Methodology)	বিষয়ভিত্তিক নমুনা (Subject-specific Example)
৪. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing)	● সৃষ্টিশীল ভাবনার পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও লিখিত মৌলিক প্রকাশ।	● কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা / বিষয়ে শিক্ষার্থী তার মৌলিক ধারণা ও ভাবনার সৃজনশীল প্রকাশ / বর্ণনার অর্জন করবে।	● শিক্ষার্থীরা কাল্পনিক সংলাপ, অনুচ্ছেদ, আখ্যান ইত্যাদি রচনা করবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৫. মডেল নির্মাণ (Model Making)	● বিমূর্ত ভাবনা বা ধারণাকে মূর্ত করা। ● সৃষ্টিশীল এবং পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়কে বিশদে ব্যাখ্যা করা।	● উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত সহযোগে কোনো নির্দিষ্ট ধারণাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার সক্ষমতা।	● শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রকমের মডেল, কাঠামো, চার্ট, সময়-সারণী (দ্বি-মাত্রিক / ত্রি-মাত্রিক) প্রভৃতি করবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৬. পাঠ্য পুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evalution)	● কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের নিরিখের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং তার কার্যকর ব্যবহার। ● কোনো ঘটনার মর্মার্থ অনুধাবন করে, সেই অনুসারে কাজ করা।	● সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ঘটনাকে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা অর্জন। ● প্রদত্ত প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালনের দক্ষতা অর্জন	● শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত পাঠ-সম্ভারের ভিত্তিতে নির্মিত প্রশ্নাবলির (প্রায়োগিক সিদ্ধান্তমূলক ও মূল্যবোধ-সম্পর্কিত) উত্তর অনুসন্ধান করবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের কয়েকটি নমুনা

● সমীক্ষা (Survey)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দাম' ছোটোগল্পটি আজকের সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত পাঠ। শিক্ষার্থীদের পাঁচটি দলে গোটা শ্রেণিকক্ষকে ভাগ করে নেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা 'বাংলা শব্দভাণ্ডার' পড়েছে। 'দাম' ছোটোগল্প থেকে পাঁচটি দলের কাজ হলো তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি এবং সংকর শব্দের নমুনা চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন, শ্রেণিকরণ, শব্দের পরিমাণ নির্ণয় ও আদানপ্রদান। এই সঙ্গে তারা এককভাবে প্রস্তুত মৌলিক দৃষ্টান্তসহ সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নির্দেশমতো তৈরি করবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

দলগতভাবে নমুনা চিহ্নিতকরণ এবং শ্রেণিকরণের কাজ। শ্রেণিকরণের নিরিখে গল্পে ব্যবহৃত ঐ শ্রেণির নির্ণয়। প্রতিটি দলের শিক্ষার্থী নিজের ধারণা থেকে একটি বা দুটি করে বিভিন্ন শ্রেণির নমুনাসহ প্রতিবেদন শিক্ষকের কাছে জমা দেবে। প্রতিটি দল একটি করে শ্রেণির শব্দ নিয়ে কাজ করবে এবং সেই দলের সব সমস্যা অন্য শ্রেণির শব্দ নিয়ে কাজ করবে। সেই দলের সব সদস্য অন্য শ্রেণিগুলি থেকে ব্যক্তিগতভাবে শব্দের উদাহরণ লিপিবদ্ধ করবে বা কোনো একটি শ্রেণি বিষয়ে তিন-চারটি বাক্য লিখবে।

একইভাবে, যদি সেই পর্যায়ে সন্ধি পড়ানো হয়, তাহলে কাজটি হবে বাক্য থেকে সন্ধিবদ্ধ পদ খুঁজে বের করা এবং পরবর্তীতে দলগতভাবে স্বর / ব্যঞ্জন/বিসর্গসন্ধি নির্ণয় ও সন্ধিবদ্ধ পদ বিশ্লেষণ করে তালিকা নির্মাণ, পাঠ্যে ব্যবহৃত পদের পরিমাণ নির্ণয়। এভাবে ব্যাকরণের পাঠ্যসূচি অনুসারে যে কোনো ধরনের বিষয় (যেমন উপসর্গ, প্রত্যয় প্রভৃতি) এক্ষেত্রে দেওয়া যেতে পারে।

[নির্ধারিত সময়:৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● প্রকৃতিপাঠ (Nature Study)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'দাম' গল্পের কথক সুকুমার গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। গল্প থেকে তাঁর কার্যকলাপের একটি ঘটনামুহূর্ত নির্বাচন করা হবে। শিক্ষার্থীরা সেই অংশটি পাঠ করে ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা করবে।

'দাম' গল্পের নিম্নলিখিত অংশটি শিক্ষিকা / শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেবেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, ভারী চমৎকার বলেছেন আপনি, যেমন সারগর্ভ, তেমনি সুমধুর।

আমি বিনীত হাসিতে বললুম, আজ শরীরটা তেমন ভালো নেই, তাই মনের মতো করে বলতে পারলুম না।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেরা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল।

শরীর ভালো নেই, তাতেই এরকম বললেন স্যার, শরীর ভালো থাকলে তো —

অর্থাৎ প্রলয় হয়ে যেত। আমি উদার হাসি হাসলুম। যদিও মনে মনে জানি, এই একটি সর্বার্থসাধক বক্তৃতাই আমার সম্বল, রবীন্দ্র জন্মোৎসব থেকে বনমহোৎসব পর্যন্ত এটাকেই এদিক ওদিক করে চালিয়ে দিই।

- বক্তা সুকুমার শরীর ভালো না থাকার ভান করেছেন কেন বলে তোমার মনে হয়?
- একটি বক্তৃতাই এদিক ওদিক করে বিভিন্ন জায়গায় চালিয়ে দেওয়া চরিত্রের কোন দিককে প্রকাশ করে?
- উদ্ধৃত অংশে সামগ্রিকভাবে বক্তার চরিত্রের কোন্ দিক ফুটে উঠেছে?

[নির্ধারিত সময়:৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'দাম' গল্প পাঠের পর এই গল্পের চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। চরিত্রের সেই বিশেষত্বগুলি বজায় রেখে একটি কাল্পনিক ঘটনামুহূর্তের নিরিখে চরিত্রগুলির ভূমিকা বা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মতামত গঠন। তাই 'দাম' গল্পের নিরিখে একটি কাল্পনিক অনুচ্ছেদ রচনা করে দু-একটি প্রশ্নের মাধ্যমে বিচার্য বিষয়টিকে শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করে নিজেদের মতামত লিখতে পারছে কিনা তা দেখে নিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

সুকুমারের মাস্টারমশাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্রদের শেখাতেন। তাঁর অঙ্কে অসামান্য দক্ষতা ছিল। কিন্তু ছেলেদের অঙ্ক না পারা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাই সব পড়ুয়াই তাঁর ক্লাসে তটস্থ হয়ে থাকত। স্কুলের বার্ষিক পত্রিকায় একবার একটি ছেলে ছদ্মনামে মাস্টারমশাইয়ের কড়া শাসনের বিভীষিকার কথা জানিয়ে একটি গল্প লিখল। মাস্টারমশাই ছাত্রের বেনামে লেখা সেই গল্পটি পড়লেন।

প্রশ্ন: (১) অঙ্ক কষতে না পারার ব্যাপারটিকে মাস্টারমশাই মন থেকে মেনে নিতে পারতেন না কেন?

(২) গল্পটি পড়ার পর মাস্টারমশাইয়ের প্রতিক্রিয়া ও আচরণ কেমন হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?

[নির্ধারিত সময়:৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'দাম' গল্পটি পাঠ করার পরে সেই গল্পের ভিত্তিতে একটি সৃষ্টিশীল, কাল্পনিক সংলাপ লিখতে দেওয়া হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

'আমি তাঁকে দশ টাকায় বিক্রি করেছিলুম। এ অপরাধ আমি বইব কী করে, এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব।'

'দাম' গল্পের শেষে বক্তা সুকুমারের অপরাধবোধ, লজ্জা ও অনুশোচনার কথা পাঠক হিসাবে আমরা অনুভব করি। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের কাছে এই অনুশোচনা প্রকাশের কথা গল্পে নেই। শিক্ষার্থীরা সুকুমারের অনুতাপের কথা কল্পনা করে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সুকুমার কথা বলছে — এমন পরিস্থিতির কথা কথোপকথনের আকারে ১০টি বাক্যে লিখবে।

[নির্ধারিত সময়:৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● মডেল নির্মাণ (Model Making)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'দাম' গল্পটির নিরিখে কথকের মানসিকতার বিবর্তনের কয়েকটি ঘটনাক্রম চিহ্নিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত ঘটনাগুলি পড়ে চরিত্রের মানসিক অবস্থান / বিবর্তন বিষেয়ে নিজেদের মতামত লিখবে। প্রয়োজনে দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

ঘটনা	মতামত
১. 'ছবির মতো অঙ্কটা সাজিয়ে দিয়েছেন'	মাস্টারমশাই অঙ্কে অসামান্য দক্ষ ছিলেন।
২. 'পুরুষ মানুষ হয়ে অঙ্ক পারিসনে' ভালোবাসা ছিল। তাঁর কাছে পৌরুষের অর্থই ছিল অঙ্কে	অঙ্কে নিবেদিতপ্রাণ মাস্টারমশাইয়ের বিষয়টির প্রতি প্রগাঢ় পারদর্শিতা।
৩. 'অহেতুক তাড়না করে কাউকে শিক্ষা দেওয়া যায় না।'	
৪. 'কিন্তু আমি খুশি হতে পারলুম না।'	
৫. 'দেখলুম মাস্টারমশাইয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।'	

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation)

শিক্ষক / শিক্ষিকাদের জন্য

'দাম' গল্পটিতে সুকুমার স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়েছে। একই বিষয় পড়ানোর ক্ষেত্রে একজন অন্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি আরেক রকম হতে পারে। এই দুইয়ের তুলনামূলক আলোচনার সাপেক্ষে এবং প্রশ্নোত্তরের নিরিখে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন মতামত এবং মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

একটু পরে মাখনলাল সুর স্কুলে এসে ক্লাসে বেড়াতে বেরুলেন। মাখনলাল সুর দু-তিনটি তেলের কলের মালিক। কালো, মোটাসোটা চেহারা, মুখখানাতে দাম্ভিকতা মাখানো। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না, টাকার জোরে স্কুলের সেক্রেটারি হয়েছেন বলে শিক্ষকদের ওপর প্রভুত্ব বেশি করে খাটান। ...

যদুবাবুর ক্লাস। ইতিহাস পড়াচ্ছেন যদুবাবু, মন দিয়ে শিবাজির জীবনী বর্ণনা করছেন ছেলেদের কাছে।

মাখন সুর এক অবান্তর প্রশ্ন করে বসলেন — বলো দিকি, দাশু রায় পাঁচলি লিখেছিলেন কত সালে? মাস্টার বলে দাও না ওদের। দাশু রায় — আহা, অমন গান আর কেউ বাঁধতে পারবে না —

তারপরে নারায়ণবাবুর ক্লাস। নারায়ণবাবু মশগুল হয়ে গিয়েছেন অধ্যাপনায়; কিন্তু তিনি অঙ্ক ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছেন ক্লাসে। মাখন সুর ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন — আপনি না অঙ্কের মাস্টার। আমি শুনেচি আপনি ক্লাসের পড়া না করিয়ে ছেলেদের কাছে বাজে গল্প করেন।

নারায়ণবাবু বললেন — কথাটা উঠল কিনা, আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাং বোধদপি গরীয়সী বিশেষত কবিতার। তাই আবৃত্তির নিয়মটা ওদের —

— তা শেখবার কোনো দরকার নেই। আপনি যে জন্যে, আছেন, তাই করুন। ...

বললেন — আপনি কোনো কাজ করেন না ক্লাসে — ছেলেদের যা পড়ান তা সিলেবাসের বাইরে। সেকেন্ড ক্লাসে অ্যালজেব্রা কতদূর করিয়েছেন দেখি এ বছর। মোটে সিম্পল ইকোয়েশান ধরাচ্ছেন? তা হলে কবে কোর্স শেষ করবেন আপনি? আপনাকে নিয়ে বড়ো মুশকিল হল দেখছি। আপনার পুরোনো রোগ গেল না। সেই বাজে গল্প করা। (অনুসন্ধান : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

- যদুবাবু ক্লাসে কী পড়াচ্ছিলেন?
- মাখনলাল সুর নামক মানুষটিকে কেমন বলে তোমার মনে হলো?
- অঙ্কের মাস্টারমশাই নারায়ণবাবু ক্লাসে কী পড়াচ্ছিলেন?
- নারায়ণবাবু ক্লাসে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে গিয়ে যেভাবে পড়ানোর চেষ্টা করছিলেন, তা কতটা গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে করো? তোমার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

একটি পাঠ্যবিষয়কে অবলম্বন করে এখানে ছয়টি পদ্ধতি-সম্পর্কিত ছয়টি উদাহরণ দেওয়া হলো। এটি নমুনা মাত্র। এভাবে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় অবলম্বনে যেকোনো পর্যায়ক্রমিকের পাঠ্যসূচি (ব্যাকরণ ও প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রিসহ) অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতির চর্চা করা যাবে। নির্দিষ্ট কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সবলতা ও সামর্থ্যের নিরিখে কাঠিন্যমাত্রার তারতম্য ঘটানো যেতে পারে।

সংযোজিত নমুনা

● সমীক্ষা (Survey)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'আমরা' কবিতাটি আজকের সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত পাঠ। শিক্ষার্থীদের পাঁচটি দলে গোটা শ্রেণিকক্ষকে ভাগ করে নেওয়া হলো। শিক্ষার্থীরা 'আমরা' কবিতাটি পড়েছে। পাঁচটি দলের কাজ হবে কবিতাটিতে বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নানান দিকগুলির নমুনা চিহ্নিতকরণ, নির্বাচন, শ্রেণিকরণ ও আদানপ্রদান। এই সঙ্গে তারা এককভাবে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নির্দেশমতো তৈরি করবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

প্রতিটি দলের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিবেদন শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।

[নির্ধারিত সময়:৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● প্রকৃতিপাঠ (Nature Study)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'ধীবর-বৃত্তান্ত' নাট্যাংশে বিভিন্ন চরিত্রের কথাবার্তায় সামাজিক পরিস্থিতির অনুপুঙ্খ বর্ণনা ফুটে উঠেছে। নাট্যাংশ থেকে একটি ঘটনামুহূর্ত নির্বাচন করা হবে। শিক্ষার্থীরা সেই অংশটি পাঠ করে বিভিন্ন চরিত্রের প্রকৃতি ও সামাজিক পরিস্থিতি নিরূপণের চেষ্টা করবে।

'ধীবর-বৃত্তান্ত' নাট্যাংশের নির্বাচিত অংশটি শিক্ষিকা / শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেবেন।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অংশটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

দুই রক্ষী—(তাড়না করে) ওরে ব্যাটা চোর, বল্—মণিখচিত, রাজার নাম খোদাই করা এই (রাজার) আংটি তুই কোথায় পেলি?

পুরুষ—(ভয় পাওয়ার অভিনয় করে) আপনারা শান্ত হন। আমি এরকম কাজ (অর্থাৎ চুরি) করিনি।

প্রথম রক্ষী—তবে কি তোকে সদ্ ব্রাহ্মণ বিবেচনা করে রাজা এটা দান করেছেন?

পুরুষ—আপনারা অনুগ্রহ করে শুনুন। আমি একজন জেলে, শক্রাবতারে আমি থাকি।

দ্বিতীয় রক্ষী—ব্যাটা বাটপাড়, আমরা কি তোর জাতির কথা জিজ্ঞাসা করেছি?

শ্যালক—সূচক, একে পূর্বাপর সব বলতে দাও। মধ্যে বাধা দিয়ো না।

দুই রক্ষী—তা আপনি যা আদেশ করেন। বল্, কী বলছিলি।

পুরুষ—আমি জাল, বড়শি ইত্যাদি নানা উপায়ে মাছ ধরে সংসার চালাই।

শ্যালক—(হেসে) তা তোর জীবিকা বেশ পবিত্র বলতে হয় দেখছি।

পুরুষ—শুনুন মহাশয়, এরকম বলবেন না।

যে বৃত্তি নিয়ে যে মানুষ জন্মেছে, সেই বৃত্তি নিন্দনীয় (ঘৃণ্য) হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বভাবে দয়াপরায়ণ হলেও যজ্ঞীয় পশুবধের সময় নির্দয় হয়ে থাকেন।

শ্যালক—তারপর, তারপর?

পুরুষ—একদিন একটা রুই মাছ যখন আমি খণ্ড খণ্ড করে কাটলাম, তখন সেই মাছের পেটের মধ্যে মণিমুক্তায় ঝলমলে এই আংটিটা দেখতে পেলাম। পরে সেই আংটিটা বিক্রি করার জন্য যখন লোককে দেখাচ্ছিলাম তখন আপনারা আমায় ধরলেন। এখন মারতে হয় মারুন, ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিন। কীভাবে এই আংটি আমার কাছে এল—তা বললাম।

শ্যালক—জানুক, এর গা থেকে কাঁচা মাংসের গন্ধ আসছে। এ অবশ্যই গোসাপ-খাওয়া জেলে হবে। তবে আংটি পাবার ব্যাপারে যা বলল তা একবার অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। সুতরাং রাজবাড়িতেই যাই।

দুই রক্ষী—তবে তাই হোক। চল রে গাঁটকাটা!

- উল্লিখিত অংশে রাজ-শ্যালকের কোন্ ভূমিকা তুমি লক্ষ করলে?
- অংশটিতে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির কিরূপ পরিচয় ফুটে উঠেছে?

[নির্ধারিত সময়:৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)

শিক্ষক/শিক্ষিকার জন্য

'রাধারাণী' পাঠ্যাংশটি পড়ে চরিত্রগুলির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। চরিত্রের সেই বিশেষত্বগুলি বজায় রেখে একটি কাল্পনিক ঘটনামুহূর্তের নিরিখে চরিত্রগুলির ভূমিকা বা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মতামত গঠন করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

পরদিন মাতায় কন্যায়, রুক্মিণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্তু শ্রীরামপুরে বা নিকটবর্তী কোনো স্থানে রুক্মিণীকুমার রায় কেহ আছে, এমত কোনো সন্ধান পাইল না। নোটখানি তাহারা ভাঙাইল না—তুলিয়া রাখিল—তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।

মনে করো, রাধারাণী এবং তার মা শ্রীরামপুরে রুক্মিণীকুমার রায়ের সন্ধান পেলেন। সেই পরিস্থিতিতে —

- রাধারাণী রুক্মিণীকুমারকে কী বলবে তা কল্পনা করে লেখো।
- রাধারাণীর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রুক্মিণীকুমারের সম্ভাব্য উত্তরটি কী হতে পারে তা আলোচনা করো।

[নির্ধারিত সময়:৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing)

নবম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'-এর চতুর্থ পাঠের অন্তর্ভুক্ত 'আবহমান' কবিতাটির কীভাবে 'রূপময় প্রকৃতি ও কল্পনা' ভাবমূলের সঙ্গে সম্পর্কিত সে বিষয়ে দলে আলোচনা করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী এককভাবে দশটি বাক্যে প্রতিবেদন রচনা করবে।

[নির্ধারিত সময়:৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● মডেল নির্মাণ (Model Making)

শিক্ষার্থীরা প্রতিক্ষেত্রে উদাহরণযোগে প্রদত্ত তালিকাটি সম্পূর্ণ করবে।

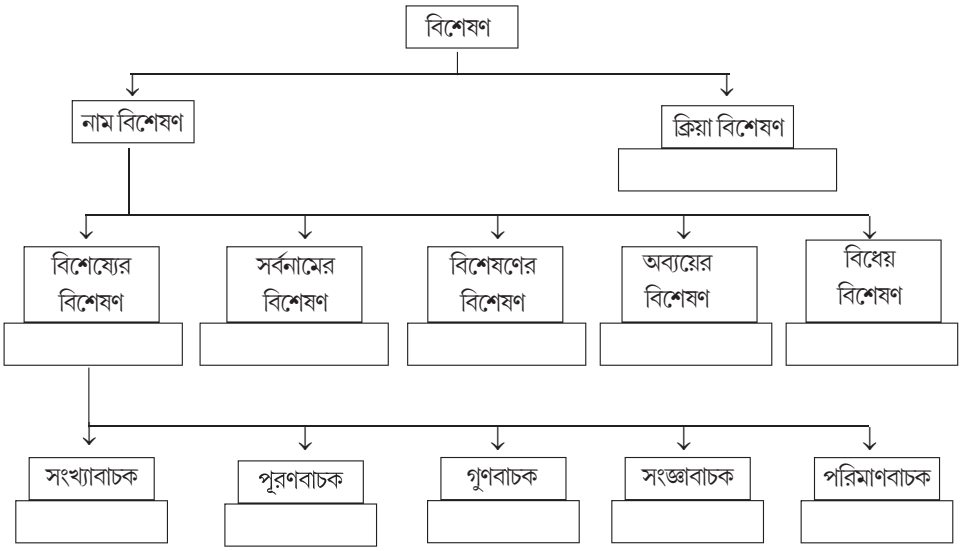

[নির্ধারিত সময়:৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

● পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation)

শিক্ষক / শিক্ষিকাদের জন্য

শিক্ষার্থীরা কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত 'কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি' কাব্যাংশটি পড়েছে। কবি মোহিতলাল মজুমদার রচিত 'কালবৈশাখী' কবিতাটির নির্বাচিত অংশ তাদের দেওয়া হবে। এই দুইয়ের তুলনামূলক আলোচনার সাপেক্ষে এবং প্রশ্নোত্তরের নিরিখে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন মতামত এবং মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য

নীচের অংশটি পড়ে প্রশ্নটির উত্তর দাও :

কালবৈশাখী

মোহিতলাল মজুমদার

মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে!
ধরণীর' পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে!
কানন-আনন পাণ্ডুর করি'
জল-স্থলের নিঃশ্বাস হরি'
আলয়ে-কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিলে কে!

আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ,
নিমেষ গণিছে তাই কি তাহার সারি-সারি নিস্পন্দ
মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ
এখনি ব্যাকুলি' তুলিয়াছে প্রাণ?
পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্রঘোষণ ছন্দ?

হরি যে হোথায় আকাশ-কটাহে ধূম্র-মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীম-কুণ্ডল জটা!
অথবা ও কি রে সচল-অচল —
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিছে মিহিরে, ছিঁড়িয়া রশ্মিছটা!

ওই শোন তার ঘোর নির্ঘোষ, দুলিয়া উঠিল জটাভার
শুরু হয়ে গেছে গুরু-গুরু রব — নাসা গর্জন ঝঙ্কার!
পিঙ্গল হল গল-তলদেশ,
ধূলি-ধূসরিত উন্মাদ বেশ —
দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণীবন্ধন সন্ধ্যার!

অঙ্কুশ কার ঝলসিয়া উঠে দিক হ'তে দিক অন্তে —
দিগ্ বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে নভ দন্তে!
বাজে ঘন ঘন রণ-দুন্দুভি,
ঝড়ে সে আওয়াজ কভু যায় ডুবি',
যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে!

বঙ্কিম-নীল অসির ফলকে দেহ হল কার ভিন্ন?
অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা কে করিল নিশ্চিহ্ন?
নেমে আসে যেন বাঁধ-ভাঙা জল,
ম্লান হয়ে আসে মেঘ - কজ্জল,
আলোকের মুখে কালো যবনিকা এতখনে হ'ল ছিন্ন।

(নির্বাচিত অংশ)

- 'কলিঙ্গদেশে ঝড়-বৃষ্টি' শীর্ষক কাব্যাংশে এবং 'কালবৈশাখী' কবিতা থেকে নির্বাচিত অংশে ঝড়-বৃষ্টির যে প্রসঙ্গ রয়েছে তার তুলনামূলক আলোচনা করো।

[নির্ধারিত সময়: ৪৫/৪০ মিনিট — কাজটি সকলের সঙ্গে আদানপ্রদানের জন্য ১০ মিনিট + কাজটি দলগত/একক ভাবে করার জন্য ২৫ মিনিট + সামগ্রিক আদানপ্রদান ১০/৫ মিনিট]

ব্যাকরণ

১. ধ্বনি ও তার প্রকারভেদ

ধ্বনি → প্রতীক = প্ + র্ + অ + ত্ + ঈ + ক্ = ৬টি ধ্বনি

- কাগজ = ক্ + আ + গ্ + জ্ = ৪টি ধ্বনি
- লিপি = ল্ + ই + প্ + ই = ৪টি ধ্বনি

- ভাষা আসলে মানুষের বাগ্‌যন্ত্র (organs of speech/vocal organs) দ্বারা উচ্চারিত বাগ্‌ধ্বনির সমষ্টি।
- যে-কোনো ভাষার ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য একক হল সেই ভাষার ধ্বনি।
- ধ্বনির চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ। অর্থাৎ, লিপির মাধ্যমে ভাষাকে চিহ্নরূপ দেওয়ার সময়, ভাষার প্রতিটি ধ্বনিকে যে চিহ্ন বা প্রতীকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হল, তাকে বলা হয় বর্ণ। বিপরীতভাবে বলা যায়, বর্ণেরই উচ্চারণগত প্রকাশ হল ধ্বনি।
- একটি শব্দের মধ্যে যে-ক'টি বর্ণ রয়েছে, শব্দটির বর্ণবিশ্লেষণ করলেই আমরা সেই বর্ণগুলিকে পাবো। আবার সেই বর্ণগুলি দেখলেই বোঝা যাবে, শব্দগুলির মধ্যে ক'টি ধ্বনি রয়েছে। যেমন— ধরা যাক, 'লেখা' শব্দটি। একে ভাঙলে আমরা পাই, ল্+এ+খ্+আ। অর্থাৎ, এখানে চারটি বর্ণ রয়েছে এবং সেই সূত্রে বলা যায়, 'লেখা' শব্দটিতে চারটি ধ্বনি রয়েছে।

ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

ধ্বনি
- স্বরধ্বনি
- ব্যঞ্জনধ্বনি

স্বরধ্বনি : যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিভ মুখবিবরের কোথাও স্পর্শ করে না, তাকে স্বরধ্বনি বলে।

বাংলায় স্বরবর্ণের মোট সংখ্যা ১১টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ)। কিন্তু মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ৭টি (অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা)।

ব্যঞ্জনধ্বনি : যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিভ মুখবিবরের মধ্যে কোনো না কোনো বাগ্‌যন্ত্রকে স্পর্শ করে তাকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি।

বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণের মোট সংখ্যা ৩৯টি (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ৎ, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ)।

স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

বাগ্‌যন্ত্রের অবস্থান ও আকৃতি অনুসারে

- জিভের অবস্থান অনুসারে
  - জিভের ওঠা-নামা অনুসারে
  - জিভের এগোনো-পিছোনো অনুসারে
- মুখবিবরের আয়তন অনুসারে
- ঠোঁটের আকৃতি অনুসারে

ধ্বনির মৌলিকতা অনুসারে

- মৌলিক স্বরধ্বনি : যে স্বরধ্বনিগুলিকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে বলে মৌলিক স্বরধ্বনি। (অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা)
- যৌগিক স্বরধ্বনি : একাধিক মৌলিক স্বর জুড়ে যে স্বরধ্বনিগুলি তৈরি হয়, তাকে বলে যৌগিক স্বরধ্বনি। (ঐ, ঔ)

- জিভের ওঠা-নামা অনুসারে স্বরধ্বনিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

  ১. উচ্চ (ই, উ) ২. উচ্চ-মধ্য (এ, ও) ৩. নিম্ন-মধ্য (অ্যা, অ) ৪. নিম্ন (আ)
- জিভের এগোনো-পিছোনো অনুসারে স্বরধ্বনিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়।

  ১. সম্মুখ (ই, এ, অ্যা) ২. পশ্চাৎ (উ, ও, অ) ৩. কেন্দ্রীয় (আ)
- মুখবিবরের আয়তন অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

  ১. সংবৃত (ই, উ) ২. অর্ধ-সংবৃত (এ, ও) ৩. অর্ধ-বিবৃত (অ্যা, অ) ৪. বিবৃত (আ)
- ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়।

  ১. প্রসারিত (ই, এ, অ্যা, আ) ২. কুঞ্চিত/বর্তুল (উ, ও, অ)

ব্যঞ্জনধ্বনি

স্পর্শধ্বনি

উচ্চারণ স্থান	ধ্বনির শ্রেণি	অঘোষ		ঘোষ		
		অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্প প্রাণ	মহাপ্রাণ	অনুনাসিক অল্পপ্রাণ
কণ্ঠ	কণ্ঠধ্বনি	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	তালব্যধ্বনি	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	মূর্ধন্যধ্বনি	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	দন্ত্যধ্বনি	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্যধ্বনি	প	ফ	ব	ভ	ম

অন্তঃস্থ ধ্বনি: য র ল ব

উষ্ম ধ্বনি: শ ষ স হ

অযোগবাহ: ং ঃ

তরল ধ্বনি: ল

তাড়নজাত ধ্বনি: ড় ঢ়

স্পর্শধ্বনি → 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনধ্বনিকে বলা হয় স্পর্শধ্বনি।

'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত এই পঁচিশটি ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার সঙ্গে বাগযন্ত্রের কোনো-না-কোনো অংশের অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ-র স্পর্শ ঘটে, তাই এই ধ্বনি স্পর্শধ্বনি।

কণ্ঠধ্বনি, ক-বর্গ → ক, খ, গ, ঘ, ঙ

তালব্যধ্বনি, চ-বর্গ → চ, ছ, জ, ঝ, ঞ

তালব্যধ্বনি, ট-বর্গ → ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

দন্ত্যধ্বনি, ত-বর্গ → ত, থ, দ, ধ, ন

ওষ্ঠধ্বনি, প-বর্গ → প, ফ, ব, ভ, ম

অল্পপ্রাণ ধ্বনি → বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম ধ্বনি

এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় শ্বাসের বেগের দরকার হয় না।

ক, চ, ট, ত, প, গ, জ, ড, দ, ব, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম

মহাপ্রাণ ধ্বনি → বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি

এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জোরে শ্বাসের দরকার হয়।

খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ন

অঘোষ ধ্বনি → বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি

এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় গলার স্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু হয়।

ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ,

ঘোষ ধ্বনি → বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধ্বনি

এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় গলার স্বর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হয়।

গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম

আনুনাসিক ধ্বনি → বর্গের পঞ্চম ধ্বনি

বা নাসিক্যধ্বনি এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় মুখের ভেতরের বাতাস মুখ ও নাক উভয় পথেই বের হয়।

ঙ, ঞ, ণ, ন, ম

উষ্ম ধ্বনি → এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য থাকে।

শ, ষ, স, হ

শ, ষ, স হলো শিসধ্বনি

অন্তঃস্থ ধ্বনি → এই ধ্বনিগুলি স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির মাঝে অবস্থিত

য, র, ল, ব

তাড়নজাত ধ্বনি → এই ধ্বনিগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বাগ্র উলটে গিয়ে দন্তমূলে আঘাত করে

ড়, ঢ়

অযোগবাহ ধ্বনি → এই ধ্বনিগুলি অন্য ধ্বনির সংযোগ ব্যতীত উচ্চারিত হতে পারে না। অন্য ধ্বনির সঙ্গে বসে উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটায়

ং, ঃ

নিজে করো

১। নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে সঠিক উত্তর চিহ্নিত করো :

১.১ ধ্বনি হলো—

ক) লেখার বিষয় খ) দেখার বিষয়

গ) শোনার বিষয় ঘ) লেখা ও দেখার বিষয়

১.২ ধ্বনির লিখিত রূপ হলো—

ক) স্বর খ) বর্ণ

গ) শব্দ ঘ) বাক্য

১.৩ যৌগিক স্বরধ্বনি হলো—

ক) এ, ও খ) অ, আ

গ) ঐ, ঔ ঘ) কোনোটিই নয়

১.৪ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি—

ক) খ, ছ, ঠ, থ, ফ খ) ক, চ, ট, ত, প

গ) ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ ঘ) ং, ঃ

২। **নীচের উত্তর গুলি লেখা :**

২.১ অল্পপ্রাণ আনুনাসিক ধ্বনি : _____

২.২ স্বরবর্ণ _____ টি কিন্তু স্বরধ্বনি _____

২.৩ দন্ত্যধ্বনি : _____

২.৪ দীর্ঘস্বর : _____

২.৫ শিসধ্বনি : _____

২.৬ অল্পপ্রাণ ধ্বনি : বর্গের _____ ধ্বনি

২. দল

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে কোনো শব্দের যেটুকু অংশ উচ্চারিত হয়, তাকে দল বা অক্ষর (Syllable) বলে। এখানে স্বল্পতম প্রয়াসের অর্থ হলো, ঝোঁক। অর্থাৎ একটি শব্দ উচ্চারণ করার সময় যতবার ঝোঁকের প্রয়োজন হয়, তাতে ততগুলি দল বা অক্ষর থাকে। আবার কোনো কোনো শব্দ একবারেই উচ্চারিত হয় বা একটিই ঝোঁক থাকে; অর্থাৎ তাদের মধ্যে একটিই দল বা অক্ষর থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক— যেমন : 'ব্যাকরণ' শব্দটি উচ্চারণ করতে তিনবার ঝোঁক দিতে হয়, ব্যা-ক-রণ্। ঠিক একইভাবে—

মাছ— মাছ্ (একটি দল)	
দল— দল্	(একটি দল)
ছন্দ— ছন্-দ	(দুটি দল)
বাংলা— বাং-লা	(দুটি দল)
সম্মোহন—সম্-মো-হন্	(তিনটি দল)
কলকাতা—কল্-কা-তা	(তিনটি দল)
ভারতবর্ষ— ভা-রত্-বর্-ষ	(চারটি দল)
রবীন্দ্রনাথ— র-বীন্-দ্র-নাথ্	(চারটি দল)
বিবেকানন্দ—বি-বে-কা-নন্-দ	(পাঁচটি দল)

উপরের উদাহরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এক বা একাধিক দল নিয়ে শব্দ গড়ে ওঠে। আর শব্দ যেমন একদল বিশিষ্ট হয়, তেমনই বহুদল বিশিষ্টও হয়ে [যেমন : পাখি (দুটি দল বিশিষ্ট), ধান (একদল বিশিষ্ট)] থাকে। এই দলকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — ১. মুক্তদল (Open Syllable),২. রুদ্ধদল (Closed Syllable)।

১. **মুক্তদল :** যে দলের শেষে একটি স্বরধ্বনি বা যে দলে একটিই স্বরধ্বনি, তাকে মুক্তদল বলে। যেমন : আসে — আ-সে—এখানে দুটি দলই মুক্তদল। শেষে স্বরধ্বনি থাকায় এদের উচ্চারণ প্রলম্বিত হয়, তাই এরা মুক্তদল।

২. **রুদ্ধদল :** যে দলের শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি বা যৌগিক স্বরধ্বনি থাকে তাকে রুদ্ধদল বলে। যেমন : দুষ্ট — দুষ্-ট— এখানে 'দুষ্'- রুদ্ধ দল এবং ট - মুক্তদল। একইভাবে 'মন্', 'মাছ্', 'বল্', 'চল্', 'রাগ্' প্রভৃতি সব কয়টিই রুদ্ধদল। রুদ্ধদলের পরে আর কোনো ধ্বনি যুক্ত করা যায় না, তাহলেই দুটো দল হয়ে যায়। যেমন : মন্ + টা = মনটা (দুটি দল, মন্ - রুদ্ধদল/টা - মুক্তদল)

স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে অ, আ প্রভৃতি পূর্ণস্বর মুক্তদলের এবং আই, আউ, আও প্রভৃতি যুক্তস্বর রুদ্ধদলের মধ্যে পড়ে অন্যভাবে বলা যায়, যে দলে পূর্ণস্বরের শেষে কোনো খণ্ডস্বরকে জায়গা দেওয়া যায় তা মুক্তদল। কিন্তু যে দলে পূর্ণস্বরের শেষে কোনো খণ্ডস্বর থাকায় আর কোনো খণ্ডস্বরকে জায়গা দেওয়া যায় না তা রুদ্ধদল। যেমন- 'দা' দলে খণ্ডস্বর হিসেবে 'ও' যুক্ত হতে পারে। তাই 'দা'-মুক্তদল। কিন্তু 'দাও'- দলে খণ্ডস্বর হিসেবে আর কোনো ধ্বনি যুক্ত হতে পারে না। তাই 'দাও' রুদ্ধদল। (দলে দুটি স্বরধ্বনির যোগ ঘটলে পূর্ণভাবে উচ্চারিত প্রথমটি পূর্ণস্বর, অর্ধভাবে উচ্চারিত দ্বিতীয়টি অর্ধস্বর বা খণ্ডস্বর)

এবার বিভিন্ন শব্দের দলের সংখ্যা এবং শ্রেণিবিভাগ নির্ণয় করা যাক :

আমার	→	আ - মার্ (দুটি দল : আ - মুক্তদল, মার্ - রুদ্ধদল)
আশৈশব	→	আ - শৈ - শব্ (তিনটি দল : আ - মুক্তদল, শৈ - রুদ্ধদল, শব্ - রুদ্ধদল)
গ্রামবাসী	→	গ্রাম্ - বা - সী (তিনটি দল : গ্রাম্ - রুদ্ধদল, বা - মুক্তদল, সী - মুক্তদল)
চন্দ্রবদনা	→	চন্ - দ্রো - ব - দ- না (পাঁচটি দল : চন্ - রুদ্ধদল, দ্রো - মুক্তদল, ব -মুক্তদল, দ- মুক্তদল, না - মুক্তদল)
নির্মূল	→	নির্ - মূল্ (দুটি দল : নির্ - রুদ্ধদল, মূল্ - রুদ্ধদল)
ভৈরব	→	ভৈ-রব্ (দুটি দল : ভৈ - রুদ্ধদল, রব্ - রুদ্ধদল)
ভুল	→	ভুল্ (একটি দল : ভুল্ - রুদ্ধদল)
মনচোরা	→	মন্ - চো - রা (তিনটি দল : মন্ - রুদ্ধদল, চো - মুক্তদল, রা - মুক্তদল)

৩. শব্দ ও শব্দের শ্রেণিবিভাগ

১. শব্দগঠন : মৌলিক শব্দ ও সাধিত শব্দ

সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ আগে কথা বলতে শিখেছে। লিখতে শিখেছে আরো অনেক পরে। একটি শিশুও তাই প্রথমে অন্যদের কথা শোনে। তারপর তার অনুকরণ করে কিছু কিছু উচ্চারণ করতে চায়। লিখতে এবং পড়তে শেখে একটু একটু করে বড়ো হলে।

কথা বলার **শব্দ**গুলি তাই তৈরি হয় মুখের ভাষার **ধ্বনি** দিয়ে। এগুলি দু-রকম : **স্বরধ্বনি** ও **ব্যঞ্জনধ্বনি**।

লেখার ভাষার **শব্দ**গুলি প্রকাশ করতে হয় সেইসব ধ্বনির লিপিরূপ দিয়ে। এগুলিকে বলা হয় **বর্ণ**।

একটি শব্দের গঠনে একটি ধ্বনি যেমন থাকতে পারে, তেমনি একাধিক ধ্বনিও থাকতে পারে।

আবার এমনও শব্দ হয় যেগুলিকে ভাঙলে একের বেশি শব্দ কিংবা অর্থবহ ধ্বনি/ধ্বনিগুচ্ছ পাওয়া যাবে।

যেমন : ও, এ (এক ধ্বনি)

মা, বাবা, গাছ, নদী (একাধিক ধ্বনি)

গাছপালা, নদনদী, কোলাহল, চঞ্চলতা (যে সব শব্দকে ভাঙা যায়)

শব্দকে গঠন অনুসারে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

শব্দ

মৌলিক শব্দ

যে শব্দকে আর ভাঙা যায় না, তাকে বলে মৌলিক শব্দ। যেমন— হাত, পা, ঘড়ি, বাড়ি ইত্যাদি।

সাধিত শব্দ

শব্দের পরে প্রত্যয় জুড়ে অথবা সমাসের মাধ্যমে শব্দ জুড়ে তৈরি হয় সাধিত শব্দ। যেমন— পড়ন্ত, পাগলামি, সচেতন ইত্যাদি।

প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দের প্রথম অংশে যে ধাতু বা শব্দ থাকে, তাকে প্রকৃতি বলে।

শব্দের অর্থগত শ্রেণিবিভাগ

শব্দ

যৌগিক শব্দ

যে শব্দের অর্থ ও তার প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ একই, তা হলো যৌগিক শব্দ। যেমন : গায়ক

রূঢ় শব্দ

যে শব্দের প্রচলিত অর্থের সঙ্গে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থের কোনো সম্পর্ক নেই সেইগুলি রূঢ় শব্দ। যেমন : হরিণ, মণ্ডপ। হরিণ বলতে একটি পশুকে বুঝি কিন্তু প্রকৃতি-প্রত্যয় গত অর্থ যে হরণ কর।

যোগরূঢ় শব্দ

যে শব্দের প্রচলিত অর্থের সঙ্গে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সম্পর্ক থাকলেও অন্য অর্থ গুলির থেকে একটি অর্থই প্রধানরূপে প্রতিভাত হয় তাই হলো যোগরূঢ় শব্দ। যেমন : পঙ্কজ। পঙ্কজ কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা পাঁকে জন্মায় কিন্তু পঙ্কজ হলো পদ্মফুল।

শব্দদ্বৈত — ধ্বন্যাত্মক শব্দ

শব্দদ্বৈত

কথা বলার সময় কোনো শব্দকে আমরা অন্য অর্থ দুবার ব্যবহার করি। যদি বলি, 'আকাশটা লাল হয়ে আছে'— তাহলে বোঝায় যে সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের কারণে আকাশে লাল রঙের ছটা লেগেছে। কিন্তু এই 'আকাশ' শব্দটাকে দুবার বলি, যেমন, 'আকাশে আকাশে আজ আনন্দ ছড়িয়ে আছে' বললে শুধু 'আকাশ' বোঝায়, সমগ্র প্রকৃতি পরিবেশ যেন ধরা পড়ে এই বাক্যে। 'ঘরে ঘরে মৃত্যুর জন্য হাহাকার' বললে কোনো একটা ঘর যেমন বোঝায় না, তেমনি সব ঘরও বোঝায় না; বোঝায় অনেক ঘর বা পরিবারের দুর্দশার কথা। একটি বিশেষ শব্দের দুবার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে অর্থের ও ভাবের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হলে, শব্দের এই প্রয়োগকে শব্দদ্বৈত বলে।

শব্দদ্বৈত প্রয়োগের মাধ্যমে নানারকম অর্থের সৃষ্টি হয়। নীচে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হলো :

- ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খেতে হয়।— নিয়মিত অর্থে
- মিনিটে মিনিটে গোল দিল জার্মানি।— দ্রুত অর্থে
- লাখ লাখ টাকা খরচ হয়ে গেল।— বহুলতা বোঝাতে
- আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ ছড়িয়ে।— বহুলতা বোঝাতে
- গলায় গলায় ভাব।— গভীরতা বোঝাতে
- হাতে হাতে কাজটা এগিয়ে দাও।— সাহায্য অর্থে
- বাচ্চারা চোর-চোর খেলছে।—অনুকরণ অর্থে
- বাড়িটার অবস্থা পড়ো-পড়ো।— আসন্ন অর্থে
- তখন থেকে যাই যাই করছ কেন?— আসন্ন অর্থে

তবে একই শব্দ দুবার ব্যবহার হলে যেমন অর্থ বা ভাবের বৈচিত্র্য সাধন হয়, তেমনি একই ধরনের শব্দ বা সমার্থক, প্রায়-সমার্থক এমনকী বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে যুগ্মশব্দ তৈরি করে শব্দদ্বৈতের মতো প্রয়োগ করা হয়।

যেমন : 'ডাক্তার-বৈদ্য' শব্দদ্বৈতের ক্ষেত্রে 'ডাক্তার' ও 'বৈদ্য' সমার্থক। এইরকম দুই সমার্থক শব্দ দিয়ে তৈরি শব্দদ্বৈত আমরা অনেক সময়েই ব্যবহার করি। 'এখানে কোনো ডাক্তার-বৈদ্য নেই।'

একইভাবে :

- এখানকার বাড়িঘর দেখলে মনে হয় পাড়াটা প্রাচীন।
- মাঠেময়দানে এখন শুধুই বিশ্বকাপ ফুটবলের আমেজ।
- বয়স হচ্ছে, একটু ঠাকুরদেবতার কথা ভাবো।

আবার একেবারে সমার্থক না হলেও দুটি প্রায় সমার্থক শব্দ দিয়েও শব্দদ্বৈত তৈরি করা হয়। যেমন 'হাসা' বা 'খেলা' সমার্থক শব্দ নয়, কিন্তু দুটির মধ্যে আনন্দের যোগ আছে। তাই 'হাসিখেলা' বা 'হেসেখেলে' আমাদের ভাষার অত্যন্ত পরিচিত শব্দদ্বৈত।

উদাহরণ :

- জীবনটা হেসেখেলে কেটে গেলেই হলো।
- রেখে ঢেকে কথা বলো না।
- ধারে কাছে কোনো বাজার আছে নাকি?

সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক নয়, একেবারে বিপরীত অর্থ বহনকারী দুটি শব্দ মিশে গিয়েও শব্দদ্বৈতের সৃষ্টি হয়। আমাদের কথায় এধরনের শব্দদ্বৈতের ব্যবহার প্রচুর। যেমন— ভালোমন্দ, হাসিকান্না, শত্রুমিত্র, ভূতভবিষ্যৎ, যাওয়াআসা, অল্পবিস্তর ইত্যাদি।

- আজ রাতের খাওয়ায় ভালোমন্দ জুটবে মনে হচ্ছে।
- যাওয়াআসাই হচ্ছে, কাজের কাজ হচ্ছে না।

আরেক রকমের শব্দদ্বৈত আমরা পাই, যেখানে কোনো শব্দের ছায়ায় বা সেই শব্দের বিকৃতির ফলে আরেকটি অংশের সৃষ্টি হয়। এই বিকৃত বা ছায়া শব্দটির কোনো অর্থ নেই, কিন্তু অর্থপূর্ণ অংশটির সঙ্গে থেকে অর্থের বৈচিত্র্য ঘটায়। যেমন 'চা-টা'। 'চা' শব্দের অর্থ থাকলেও 'টা' শব্দের কোনো অর্থ নেই। কিন্তু 'টা' শব্দটি 'চা'-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে, শুধু 'চা' নয়, 'চা' এর সঙ্গে অন্য খাবারের অনুষঙ্গ তৈরি করে। যেমন :

- তোর সঙ্গে তো বিখ্যাত লোকদের আলাপসালাপ আছে।
- বাচ্চারা দুষ্টুমি করে, তার জন্য বকাঝকা করা উচিত নয়।
- সব মাপজোক করা আছে, কাজ শুরু করলেই হয়।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

শব্দের মাধ্যমে কোনো বাস্তব আওয়াজ বা ধ্বনিকেও বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। আমরা কানে যেমন শুনি, তাকে অনুকরণ করে তার কাছাকাছি কোনো শব্দ দিয়ে সেই ধ্বনিরূপ লিখি। যেমন- **ঢং ঢং** করে ঘণ্টা বাজল। ঘণ্টা বাজার যে আওয়াজ বা ধ্বনি, তাকে অনুকরণ করে এই 'ঢং ঢং' শব্দটা তৈরি হয়েছে।

সুতরাং যে সব শব্দের মাধ্যমে কোনো বাস্তব বা বাহ্যবস্তুর ধ্বনি বা কোনো অনুভূতিগ্রাহ্য কোনো অবস্থার দ্যোতনা ফুটে ওঠে, তাদের ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। উপরের 'ঢং ঢং' শব্দটি নিঃসন্দেহে ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ।

ধ্বন্যাত্মক শব্দে মনের বিশেষ অনুভূতির কথাও প্রকাশিত হয়; যেমন : ফাঁকা বাড়িতে গা ছম ছম করে। এই ছম ছম শব্দটি মনের একটি বিশেষ অবস্থার কথা বলে। তাই ধ্বন্যাত্মক শব্দকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি —

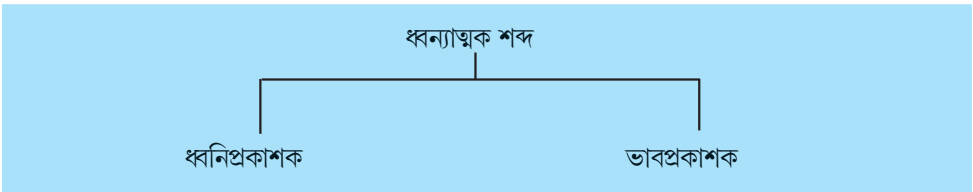

ধ্বন্যাত্মক শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

সবাই হো হো করে হাসছে।

দুম করে একটা শব্দ হলো।

ঝির ঝির করে বাতাস বইছে।

রাতে দরজায় কে যেন খট খট করে শব্দ করল!

টুং টাং করে পিয়ানো বাজছে।

ভাবপ্রকাশক ধ্বন্যাত্মক শব্দের কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

আচমকা তোমার ছায়া দেখে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে।

রসগোল্লার রস লেগে হাতটা চট চট করছে।

অত বড়ো মাঠটা খাঁ খাঁ করছে।

নিজে করো

১) বাক্যে প্রয়োগ করো : রকম সকম, মিনিটে মিনিটে, রেখে ঢেকে, আবোল তাবোল, থই থই, ধব্‌ধবে্

২) কোন্‌টি কোন্ প্রকার ধন্যাত্মক শব্দ ও শব্দদ্বৈত লেখো—

কানাকানি, খাঁখাঁ , টুংটাং, দেখতে দেখতে, সাজগোজ, বনবন, আজে বাজে, গলায় গলায়, ভূত ভবিষ্যৎ, মাঠে ময়দানে, ঢংঢং, চলাফেরা

৪. শব্দ গঠন : উপসর্গ ও অনুসর্গ

উপসর্গ

শব্দ বা ধাতুর আগে শব্দাংশ জুড়েও নতুন শব্দ গঠন করা যায়। প্রথমে কয়েকটা এমন শব্দ নেওয়া যাক যেগুলি কীভাবে গঠিত হয় তা আমরা এর মধ্যে জেনে গেছি। এরকম কয়েকটা শব্দ হলো: বেলা, বৃষ্টি, ডাল, নজর, ছাগল, পেট।

এবার এগুলির প্রত্যেকটির বাঁদিকে একটা করে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যোগ করে দেখব।

(অ) বেলা = অবেলা

(অনা) বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি

(আব) ডাল = আবডাল, (মগ) ডাল = মগডাল

(কু) নজর = কুনজর

(রাম) ছাগল = রামছাগল

(ভর) পেট = ভরপেট

এই বাঁদিকে অর্থাৎ শব্দের আগে যুক্ত (অ-, অনা-, আব-, কু-, রাম-, ভর-) অংশগুলিকে বা শব্দখণ্ডগুলিকে বলা হয় উপসর্গ। ইংরেজি ভাষায় Prefix কথাটা যেমন বোঝায় আগে সংযুক্ত উপাদান, বাংলায় উপসর্গও ঠিক তাই। শব্দগুলি যা ছিল, আর উপসর্গ লাগানোর পর যা হয়েছে, তাতে করে দেখো অনেকক্ষেত্রে অর্থও বদলে গেছে।

তাহলে উপসর্গ হলো সেইসব বর্ণ বা বর্ণচিহ্ন যেগুলি শব্দের আগে সংযুক্ত হয়ে শব্দটির অর্থকে আংশিকভাবে বা পুরোপুরি বদলে দিয়ে থাকে। উপসর্গগুলিকে অন্য নামে ডাকা হয়। সেই নামটি হলো আদ্যপ্রত্যয়। উপসর্গগুলি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ তৈরি করে, কখনো শব্দের নির্দিষ্ট অর্থের ব্যাপ্তিও বোঝায়, আবার কখনো শব্দের অর্থকে সংকুচিতও করে। একটিই উপসর্গ অনেকরকম অর্থের তাৎপর্যও বোঝায়।

বাংলায় উপসর্গগুলিরও কয়েকটি শ্রেণি রয়েছে।

(১) বাংলার নিজস্ব উপসর্গ (২) সংস্কৃত থেকে গৃহীত উপসর্গ (৩) বিদেশি উপসর্গ

এবারে এই উপসর্গগুলিকে চিনে নেব। প্রত্যেকটার উদাহরণ আর অর্থেরও উল্লেখ করব।

৪.১ বাংলা উপসর্গ

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
অ -	অনড়, অমিল, অকেজো, অবেলা, অধর্ম, অকর্মা, অকথ্য	না-সূচক, খারাপ
অজ -	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ	নিতান্ত
অনা -	অনাহার, অনাবৃষ্টি, অনাচার, অনাসৃষ্টি, অনামুখো	না-সূচক, মন্দতা
* আ -	আছোলা, আচমকা, আগাছা, আঘাটা, আকাল, আকথা, আলুনি	না-সূচক, অপকর্ষতা
আড় -	আড়চোখ, আড়মোড়া	বাঁকা, অর্ধেক
আন -	আনকোরা, আনমনা, আনচান	না-সূচক, বিক্ষিপ্ত
আব -	আবছায়া, আবডাল	অস্পষ্টতা
কু -	কুকথা, কুকাজ, কুনজর, কুলক্ষণ, কুডাক, কুচক্র	খারাপ
* নি -	নিপাট, নিখরচা, নিখাদ	না-সূচক
না -	নাছোড়, নাবালিকা, নামঞ্জুর	না-সূচক
স -	সজোর, সপাট, সটান, সখেদ	সঙ্গে
ভর -	ভরসন্ধে, ভরপেট, ভরদুপুর	পূর্ণতা
পাতি -	পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতিনেবু, পাতিপুকুর	ছোটো
রাম -	রামদা, রামছাগল	বড়ো
গণ্ড -	গণ্ডগ্রাম	বড়ো
হা -	হাভাতে, হাপিত্যেশ, হাঘরে, হাপুস	অভাব

৪.২ সংস্কৃত থেকে গৃহীত উপসর্গ (একই উপসর্গ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়)

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
প্র -	প্রকৃষ্ট, প্রজ্ঞা, প্রশংসা, প্রগতি — প্রবল, প্রতাপ, প্রচণ্ড, প্রগাঢ়, প্রখর —	উৎকর্ষ, আধিক্য
পরা -	পরাজয়, পরাভব, পরাহত, পরাস্ত — পরাকাষ্ঠা, পরায়ণ, পরাক্রান্ত —	বৈপরীত্য, আতিশয্য
অপ -	অপমান, অপকৃষ্ট, অপলাপ, অপচয় — অপসংস্কৃতি,অপহরণ, অপরাধ, অপকর্ম —	বৈপরীত্য, নিন্দা
সম্ -	সংযোগ, সংবাদ, সংকলন, সম্মিলন — সম্পূর্ণ, সমাকীর্ণ, সমাগত, সম্প্রীতি —	সন্নিবেশ, সম্যক
* নি -	নিবিষ্ট, নিনাদ, নিগূঢ়, নিদারুণ — নিকৃষ্ট, নিগ্রহ, নিপাত, নিকৃত —	আতিশয্য, নিন্দা
অব -	অবনতি, অবক্ষয়, অবজ্ঞা, অবমাননা — অবসান, অবরোধ, অবকাশ, অবসর —	অধোগামিতা, বিরতি
অনু -	অনুসরণ, অনুকরণ, অনুশীলন, অনুতাপ — অনুকূল, অনুমতি, অনুকম্পা, অনুদান —	পশ্চাৎ, অভিমুখী
নির্ -	নির্দোষ, নির্লোভ, নির্বোধ, নিঃস্বার্থ — নির্ঝর, নির্গমন, নিঃসরণ, নিষ্ক্রান্ত —	অভাব, বহির্মুখিতা
দুর্ -	দুষ্প্রাপ্য, দুর্গম, দুরূহ, দুরারোহ — দুর্ভাগ্য, দুশ্চিন্তা, দুর্মূল্য, দুঃসময় —	কষ্টসাধ্য, মন্দ
বি -	বিকর্ষণ, বিপক্ষ, বিকৃতি, বিতৃষ্ণা — বিশ্রী, বিগুণ, বিজন, বিজিত —	বৈপরীত্য, অভাব
অধি -	অধীশ্বর, অধিপতি, অধিকার, অধিবাসী —	প্রাধান্য
সু -	সুসিদ্ধ, সুসংবাদ, সুগম, সুলভ — সুতীব্র, সুতীক্ষ্ণ, সুদূর, সুকঠিন —	ভালো, আতিশয্য
উৎ -	উন্নতি, উদ্‌বোধন, উত্থান, উৎকৃষ্ট — উৎপীড়ন, উৎকট, উদ্দাম, উৎকণ্ঠা —	উপরের দিক, আতিশয্য

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
পরি -	পরিক্রমা, পরিবৃত, পরিভ্রমণ — পরিপূর্ণ, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পরিত্যাগ —	চতুর্দিক, সম্পূর্ণতা
প্রতি -	প্রতিপক্ষ, প্রতিহিংসা, প্রতিক্রিয়া, প্রতিকূল — প্রতিকৃতি, প্রতিবিম্ব, প্রতিমা, প্রতিমূর্তি —	বৈপরীত্য, সাদৃশ্য
অভি -	অভিমুখ, অভিষেক, অভিগত — অভিজ্ঞ, অভিনন্দন, অভিনিবেশ —	সম্মুখ, সম্যক
অতি -	অতিরঞ্জন, অতিলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, অত্যুক্তি, অত্যাচার, অত্যধিক, অতিরিক্ত	আতিশয্য
অপি -	অপিচ, অপিনিহিতি	অতিরিক্ত
উপ -	উপকূল, উপকণ্ঠ, উপনগরী — উপভাষা, উপগ্রহ, উপনদী, উপকথা —	সামীপ্য, অপ্রধান,
* আ -	আনত, আভাস, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা — আগমন, আজীবন, আমরণ, আকণ্ঠ — আসমুদ্রহিমাচল, আপাদমস্তক, আবালবৃদ্ধবনিতা —	সম্যক, পর্যন্ত ব্যাপ্তি

৪.৩ বিদেশি উপসর্গ (ফারসি, আরবি ও ইংরেজি)

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
খোশ - (ফা)	খোশমেজাজ, খোশখবর, খোশগল্প	আনন্দদায়ক
কার - (ফা)	কারখানা, কারচুপি, কারবার, কারসাজি	কাজ
দর - (ফা)	দরদালান, দরকচা, দরপাট্টা, দরপত্তনি	নিম্নস্থ
না - (ফা)	নারাজ, নাচার, নাপাক, নালায়েক	নয়
ফি - (ফা)	ফিহপ্তা, ফিবছর, ফিরোজ	প্রত্যেক
ব - (ফা)	বমাল, বকলম	সঙ্গে
বে - (ফা)	বেওয়ারিশ, বেহুঁশ, বেআদব, বেমক্কা, বেচাল, বেআক্কেল, বেবাক, বেঘোর, বেপাত্তা	নিন্দাসূচক, ভিন্ন
বদ - (ফা)	বদরাগি, বদনাম, বদখেয়াল, বদমেজাজ, বদতমিজ, বদমাইশ, বদহজম	খারাপ, উগ্র

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
নিম - (ফা)	নিমরাজি	অর্ধেক
হর - (ফা)	হরদিন, হররোজ, হরবোলা, হরবখত, হরকিসিম, হরেকরকম	প্রত্যেক
আম - (আ)	আমজনতা, আমদরবার, আমসড়ক	সার্বজনীন, নির্বিশেষ
খাস - (আ)	খাসজমি, খাসকামরা, খাসদখল, খাসমহল, খাসখবর	ব্যক্তিগত, বিশেষ
গর - (আ)	গরহাজির, গররাজি, গরঠিকানা, গরমিল	নয়
লা - (আ)	লাপাত্তা, লাখেরাজ	নয়
ফুল - (ইং)	ফুলবাবু, ফুলপ্যান্ট, ফুলহাতা	পুরো
হাফ - (ইং)	হাফটিকিট, হাফহাতা, হাফনেতা, হাফমোজা, হাফআখড়াই, হাফথালা	অর্ধেক
হেড - (ইং)	হেডআপিস, হেড মিস্ত্রি, হেডপণ্ডিত, হেডস্যার, হেড-দিদিমণি	প্রধান

* নি-আর * আ-এই দুটো উপসর্গ বাংলা উপসর্গের সঙ্গে সংস্কৃত থেকে নেওয়া উপসর্গের দুটি তালিকাতেই আছে। সেখানে সংস্কৃত তালিকার শব্দগুলো পুরোনো বা তৎসম; কিন্তু বাংলা তালিকার শব্দগুলো তদ্ভব বা দেশজ শব্দ।

একই উপসর্গের পরে শব্দ বসিয়ে আমরা দেখলাম যে, বাংলায় এরকম কত শব্দ তৈরি হয়েছে। এবার একটা উলটো পরীক্ষা করো। একই শব্দের আগে নানারকম উপসর্গ বসিয়ে দেখো, কত বিভিন্ন অর্থের শব্দ তৈরি হচ্ছে। যেমন —

- আহার, বিহার, প্রহার, পরিহার, উপহার, অনাহার।
- প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি, সুকৃতি, নিষ্কৃতি, অনুকৃতি, দুষ্কৃতি, প্রতিকৃতি
- আগত, প্রগত, বিগত, পরাগত, সংগত, নির্গত, অবগত, অনুগত, দুর্গত, অধিগত
- বিনত, প্রণত, পরিণত, অবনত, আনত
- আবাদ, প্রবাদ, অপবাদ, সংবাদ, অনুবাদ, বিবাদ, সুবাদ, পরিবাদ, প্রতিবাদ

আগের শব্দগুলির প্রায় সবই সংস্কৃত উপসর্গ সংযুক্ত করেই তৈরি হয়েছে। বাংলা বা বিদেশি উপসর্গ দিয়ে এত বেশি শব্দরূপ পাওয়া সম্ভব নয়।

সবশেষে আমরা সবকটি বিভাগ থেকেই কিছু কিছু উপসর্গযুক্ত শব্দ বাক্যে কেমনভাবে প্রয়োগ করা হয় তা দেখব।

অ : **অকেজো** লোকগুলি এক একটা **অকর্মার** ঢেঁকি!

আড় : দুজনেই **আড়চোখে** দুজনকে দেখছে আর **আড়মোড়া** ভাঙছে, তবু বিছানা ছাড়ছে না।

ভর : সারাদিন কিছু না খেয়ে এখন **ভরসন্ধ্যায়** এমনভাবে কেউ **ভরপেট** খায়!

পাতি : **পাতিপুকুরের** ঘোলা জল থেকে **পাতিহাঁস**গুলি মাছ ধরে খাচ্ছে।

হা : বন্যায় সব ভেসে গিয়ে **হাঘরে** লোকটি **হাভাতের** মতো একটু খাবারের আশায় **হাপিত্যেশ** করে বসে আছে।

অবেলায় লোকগুলি **পাতকুয়োর** জল খেয়ে **রামদা** নিয়ে **আগাছা** কেটে **ভরপেট** খাবার খাবে।

উপরের বাক্যটায় দেখো : পাঁচটা বাংলা উপসর্গজাত শব্দ একই বাক্যে ব্যবহার হয়েছে। তার আগের পাঁচটা উপসর্গও বাংলার নিজস্ব উপসর্গ। এবার দেখব সংস্কৃত উপসর্গের দ্বারা তৈরি বাংলা শব্দের বাক্যে প্রয়োগ।

পরা : ওনার **পরামর্শ** অনুযায়ী খেললে **পরাজয়** অনিবার্য।

অপ : এতগুলো টাকা বছর বছর **অপসংস্কৃতির** পিছনে **অপব্যয়** করছ?

অনু : কেবলই **অনুকরণ** করে চললে একদিন **অনুতাপ** করতে হবে।

দুর : **দুর্ভিক্ষের** দিনগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস **দুর্মূল্য** হবার পরও **দুষ্প্রাপ্য** ছিল।

উপ : **উপকার** করলে কি কেউ **উপহার** প্রত্যাশা করে?

আসমুদ্রহিমাচল যার **অধিকারে** ছিল তিনি দেশের **উন্নতির** জন্য **সম্প্রীতির** বার্তা **প্রতিবেশী**_দেশগুলিতে ছড়িয়ে দিয়ে সবার **প্রশংসা** পেলেন।

এবারে সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত ছটা শব্দ একই বাক্যে দেখা গেল। সবশেষে বিদেশি উপসর্গের পালা।

ফি : **ফি-বছর** ওরা শীতকালে পিকনিক করে; **ফি-হপ্তাতে** বেড়াতে যায়।

বদ : খাবার **বদহজম** হলে লোক কি **বদমেজাজি** হয়ে যায়?

গর : অনেক লোক **গরহাজির** থাকায় হিসেবে **গরমিল** হয়ে গেল।

বে : **বেআক্কেলে** ছেলেটা **বেহুঁশ** হয়ে ফুটপাথে ঘুমোচ্ছে।

হেড : **হেডআপিসের** বন্ধ পাখাটা সারাতে **হেডমিস্ত্রির** ডাক পড়ল।

বেওয়ারিশ বাড়ির বাসিন্দা যে ছেলেটা ভালো হরবোলার ডাক ডাকত, **খাসজমির** দখল নিয়ে দু-দলের মারামারির মাঝে পড়ে বেচারা **বেঘোরে** প্রাণ হারাল।

অনুসর্গ

বাক্যে ব্যবহার করতে হলে শব্দগুলো শব্দবিভক্তি জুড়ে পদ হয়। তবুও অনেকসময় দেখা যায় যে বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে সেই শব্দবিভক্তি জোড়াটাও যথেষ্ট হচ্ছে না।

দুর্গামূর্তির **মুখের দিকে** ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

হাত দিয়ে দাবা খেল আর **পা দিয়ে ফুটবল**?

ওই **মেয়েটির কাছে,** সন্ধ্যাতারা আছে।

কেন চেয়ে আছ গো মা, **মুখপানে**?

খাবারের **দাম বাবদ** খুব বেশি দিতে হলো না।

এই কটা মাত্র **টাকা বই** তো নয়!

এই বাক্যগুলিতে দিকে, দিয়ে, কাছে, পানে, বাবদ, বই—এই যে শব্দগুলো বসেছে সেগুলোর সঙ্গে তার ঠিক আগের শব্দগুলোর প্রত্যক্ষ যোগ আছে। এমনিতে আলাদা পদ হিসেবে এগুলোর গুরুত্ব নেই যদি না আগের শব্দবিভক্তিযুক্ত পদগুলির সঙ্গে এরা বসে। এরাও ঠিক সেই ধরনের কাজই করছে, শব্দবিভক্তিগুলি যেমন কাজ করত। এগুলিকেই **অনুসর্গ** বা শব্দের পরে বসে বলে **পরসর্গ** (ইংরেজিতে post position) বলে।

বিভক্তি আর অনুসর্গ দুটোই সম্পর্কযুক্ত শব্দ বা পদের পরে বসে; দুইয়ের কাজও অনেকটা একই রকম। কিন্তু বিভক্তি হলো ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ জাতীয় শব্দখণ্ড, আর অনুসর্গ হলো সম্পূর্ণ এক একটি শব্দ।

আগের শব্দবিভক্তি নিয়ে আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম যে, বাংলায় শব্দবিভক্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়। **তাই বিভক্তিযুক্ত পদের পরে বা বিভক্তির বদলে সম্পর্কযুক্ত পদটির পরে যে শব্দগুলি বসে বিভক্তিরই মতো কাজ করে (অর্থাৎ অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে) সেগুলিকে অনুসর্গ বলে। অনু (পশ্চাৎ) সর্গ নাম থেকেই বোঝা যায় এগুলি পরে বসবে।**

- অনুসর্গের আরো কয়েকটি প্রচলিত নাম আছে : **পরসর্গ, সম্বন্ধীয়, কর্মপ্রবচনীয়**।
- বৈয়াকরণ অনুসর্গগুলিকে অব্যয় জাতীয় পদ বলতে চেয়েছেন। কারণ তাঁদের মতে অনুসর্গ শব্দগুলির যে চেহারা বা রূপ, তার সঙ্গে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ জুড়তে পারে না। তাই অনুসর্গগুলির রূপ অটুট থাকে। কিন্তু দেখো : মানুষের **সঙ্গেই** মানুষের বিবাদ হয়। উহাদের **সহিতই মিশিবে না।**

  নদীর **পাশেই** ঘনবসতি। কিছুক্ষণের **মধ্যেই** অনুষ্ঠান শুরু হবে।

  তোমার ভুলের **জন্যই** সর্বনাশটা হলো। মনের **ভিতরে** কী আছে কে জানে?

তাহলে সঙ্গে, পাশে, মধ্যে এরকম অনুসর্গগুলির পরেও কিন্তু শব্দবিভক্তি লাগানো যাচ্ছে।

- বিভক্তিগুলির যেমন দুটো ভাগ : **শব্দবিভক্তি** ও **ধাতুবিভক্তি**

  অনুসর্গগুলিরও তেমন দুটো রূপ : **শব্দজাত অনুসর্গ** ও **ধাতুজাত অনুসর্গ**

এই অধ্যায়ে আমরা শব্দজাত অনুসর্গগুলোকে কেবল চিনব। পরের অধ্যায়ে রইল ধাতুজাত অনুসর্গ।

৩.১ শব্দজাত অনুসর্গ

শব্দজাত অনুসর্গগুলিকে কেউ **নাম অনুসর্গ** বা কেউ **বিশেষ্য অনুসর্গ**ও বলে থাকেন। বাংলায় এই অনুসর্গগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

(১) সংস্কৃত বা তৎসম অনুসর্গ (২) বিবর্তিত, রূপান্তরিত বা তদ্ভব অনুসর্গ (+ দেশি অনুসর্গ) (৩) বিদেশি অনুসর্গ

(১) সংস্কৃত বা তৎসম অনুসর্গ

এই অনুসর্গগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে পাওয়া। এর মধ্যে কতগুলি কেবল বাংলা সাধুভাষাতেই ব্যবহার হয়, চলিত বাংলা ভাষায় এগুলির ব্যবহার নেই।

১. **দ্বারা :** তোমার **দ্বারা** কিছুই হবে না।

২. **কর্তৃক :** বঙ্কিমচন্দ্র **কর্তৃক** এইসব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল।

৩. **ব্যতীত :** জল **ব্যতীত** মাছের জীবন অসম্ভব।

৪. **দিকে :** ঘড়ির **দিকে** তাকিয়ে বসে আছি।

৫. **ন্যায় :** গোপাল ভাঁড়ের **ন্যায়** রসিক কটি আছে?

৬. **নিমিত্ত :** বিশ্রামের **নিমিত্ত** এই কক্ষটি নির্মিত।

৭. **পশ্চাতে :** মরীচিকার **পশ্চাতে** ছুটলে মৃত্যুই পরিণতি।

৮. **সমীপ :** প্রহরী রাজার **সমীপে** চোরটিকে পেশ করল।

৯. **অভিমুখে :** নদীগুলি যায় সাগরের **অভিমুখে।**

১০. **মধ্যে :** বাংলায় দশের **মধ্যে** দশ পেয়েছে।

এগুলি ছাড়াও এই শাখাটিতে অন্য অনুসর্গগুলি হলো : **অপেক্ষা, উপরে, কারণে, জন্য, নিকট, প্রতি, সঙ্গে, সম্মুখে, সহিত, নীচে, অন্তরে, অবধি।**

(২) বিবর্তিত, রূপান্তরিত বা তদ্ভব অনুসর্গ এবং দেশি অনুসর্গ

তদ্ভব শব্দের মতো এই অনুসর্গগুলি সংস্কৃত থেকে রূপান্তরিত বা বিবর্তিত হয়ে তৈরি হয়েছে।

১. **বিনা :** শিক্ষা **বিনা** গতি নাই।

২. **তরে :** কীসের **তরে** এত আক্ষেপ?

৩. **মাঝে :** এ কলকাতার **মাঝে** আরেকটা কলকাতা আছে।

৪. **সঙ্গে :** ফুলটির **সঙ্গে** ভ্রমরের বন্ধুত্ব।

৫. **ছাড়া :** এই বৃষ্টিতে ছাতা **ছাড়া** বার হওয়া অসম্ভব।

৬. **আগে :** সবার **আগে** প্রয়োজন দেশের উন্নতি।

৭. **পাশে :** গরিবদের **পাশে** না দাঁড়ালে মানুষই নও।

৮. **কাছে :** তোমার **কাছে** যে কলম আছে, আমার **কাছেও** সে কলমই আছে।

৯. **সুদ্ধ :** বাচ্চাগুলোর উৎসাহ বড়োদের **সুদ্ধ** মাতিয়ে তুলেছে।

১০. **বই :** মানুষটা ঢের পড়াশোনা করে **বই** কি।

এই দশটি ছাড়াও এই ধারার অন্য অনুসর্গগুলি হলো : **সামনে, ভিতর, আশে, পানে। এর মধ্যে তরে, সাথে, মাঝে, পানে**—এই অনুসর্গগুলি শুধু কবিতাতেই ব্যবহার করা হয়।

(৩) বিদেশি অনুসর্গ

এই অনুসর্গগুলির মধ্যে প্রথম চারটি ফারসি ভাষা থেকে এবং পরের দুটি আরবি ভাষা থেকে বাংলায় গ্রহণ করা হয়েছে।

১. **বরাবর :** এই সোজা রাস্তায় নাক **বরাবর** চললেই পৌঁছে যাবে।

২. **বনাম :** মোহনবাগান **বনাম** ইস্টবেঙ্গলের খেলায় বরাবরই প্রচুর দর্শক হয়।

৩. **দরুন :** ঠান্ডার **দরুন** অবস্থা বেশ করুণ!

৪. **বাদে :** আর কিছুক্ষণ **বাদে** নাটকটা শুরু হবে।

৫. **বাবদ :** সামান্য এই কটা জিনিসের দাম **বাবদ** এতগুলি টাকা গচ্চা গেল!

৬. **বদলে :** নাকের **বদলে** নরুন পেলাম, টাক ডুমাডুমডুম!

নিজে করো

ii) বিপরীত অর্থে ‘বি’, ‘প্রতি’ ও ‘পরা’ উপসর্গ দিয়ে পৃথক বাক্য গঠন করো।

iii) ‘হেড’, ‘পতি’, ‘ভর’, ‘নিম’— এই উপসর্গগুলি দিয়ে দুটি করে শব্দ গঠন করো।

iv) অনুসর্গ খুঁজে বার করো :

ক) সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু।

খ) মূর্খ দ্বারাই এ কাজ সম্ভব হলো।

গ) গাছ থেকে ফল মাটিতে পড়ল।

ঘ) নাকের বদলে নরুণ পেলাম।

ঙ) ঘরের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলছিল।

৫. শব্দের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ

শব্দ হলো ভাষার অপরিহার্য সম্পদ। কোনো ভালো জিনিসের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকাই সমৃদ্ধির লক্ষণ। বাংলা শব্দভাণ্ডারে শব্দই হলো সম্পদ। দেশি, বিদেশি, সংস্কৃত, লোকমুখে প্রচলিত বা মিশ্রিত সবরকমভাবেই বাংলা শব্দভাণ্ডার তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

বাংলা শব্দভাণ্ডারকে ভালো করে জানতে হলে আমাদের বাংলা শব্দের উৎসগত শ্রেণিবিভাগগুলিকে জানতে হবে। এসো, আমরা একটা ছকের মাধ্যমে দেখে নিই।

বাংলা শব্দভাণ্ডার

খাঁটি দেশি শব্দ	তৎসম শব্দ	তদ্ভব শব্দ	অর্দ্ধতসম শব্দ	আগন্তুক শব্দ		মিশ্র বা সংকর শব্দ
				বিদেশি শব্দ	প্রতিবেশী শব্দ	
আর্যরা ভারতে আসার আগে যারা ভারতে বাস করত তাদেরভাষা থেকেও কিছু শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে নেওয়া হয়েছে। কোল, ভিল, মুণ্ডা, শবর, নিষাদ, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের	যে-সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে অপরিবর্তিত-ভাবে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, তাদের তৎসম শব্দ বলা হয়। **উদাহরণ :** মাতা, পিতা, আকাশ, পর্বত, সূর্য, চন্দ্র, প্রভাত, রাত্রি, নদী, গ্রাম, বন, স্ত্রী, ছাত্র, শিক্ষা,	যে-সমস্ত সংস্কৃত শব্দ ভাষার বিবর্তনের পথ ধরে প্রাকৃত, প্রাকৃত-অপভ্রংশ স্তরের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দরূপে গৃহীত হয়েছে,	যে-সমস্ত তৎসম শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হবার পরও লোকমুখে উচ্চারণের সময় কিছুটা বিকৃত হয়ে নতুন রূপে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, তাদের	বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ইত্যাদি যোগাযোগের কারণে বহু বিদেশি যেমন আরবি, ফরাসি, ইংরেজি পর্তুগিজ, চিনা, জাপানিসহ বহু জাতি এদেশে	ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেই শব্দগুলিকে প্রাদেশিক বা প্রতিবেশী শব্দ বলে। **উদাহরণ:**	তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ইত্যাদি এক ভাগের শব্দের সঙ্গে অপর ভাষার শব্দ বা উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দকে সংকর শব্দ বা মিশ্র শব্দ

বাংলা শব্দভাণ্ডার

খাঁটি দেশি শব্দ

ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত শব্দগুলিই হলো দেশি শব্দ।

● **উদাহরণ :** ধামা, ঢোল, বাবা, খোকা, চাল, ঝাঁটা, খোপা, ডিঙি, টোপর, ঘুড়ি, ঝিঙা, ঢিল, পেট, ডাব, ফিঙে, তেঁতুল, চিংড়ি, ঘোমটা, মুড়ি, কলা ইত্যাদি

তৎসম শব্দ

শিক্ষক, সাগর, মানব, বৎসর ইত্যাদি।

● বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের সংখ্যা প্রচুর। আনুমানিক ৫০-৬০ হাজার

তদ্ভব শব্দ

তাদের তদ্ভব শব্দ বলে।

● **উদাহরণ :**

সংস্কৃত > প্রাকৃত > বাংলা

অদ>অজ্জ>আজ

কার্য>কজ্জ>কাজ

চন্দ্র>চান্দ>চাঁদ

হস্ত>হস্থ>হাত

মৎস্য>মচ্ছ>মাছ

দুগ্ধ>দুধ্ধ>দুধ

কৃষ্ণ>কান্হ>কানু

উষ্ট্র>উট্ট>উট

সন্তার>সান্তার >সাঁতার

ভ্রান্ত>ভুল্ল>ভুল

অর্দ্ধতৎসম শব্দ

অর্দ্ধতৎসম শব্দ বলা হয়।

উদাহরণ :

তৎসম > অর্দ্ধতৎসম

কৃষ্ণ > কেষ্ট

বৃহস্পতি > বেস্পতি

শ্রী > ছিরি

রাত্রি > রাত্তির

রৌদ্র > রোদ্দুর

গ্রাম > গেরাম

গৃহিণী > গিন্নি

প্রণাম > পেন্নাম

বৈদ্য > বদ্দি

গৃহস্থ > গেরস্ত

আগন্তুক শব্দ

বিদেশি শব্দ

এসেছে। তাদের ভাষা থেকে যে-সমস্ত শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেই শব্দগুলিকেই আমরা বিদেশি শব্দ বলি।

● **উদাহরণ :**

আরবি : হাওয়া, মতলব, হিসেব, সাহেব আসামী, নবাব, খারাপ, জিনিস ইত্যাদি

ফরাসি : কাফে, কুপন, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি

ফারসি : হাজার, চেহারা, শিকার, রাস্তা চশমা, ময়দা চাকরি ইত্যাদি

ইংরেজি : ট্রাম, বাস, টেবিল, চেয়ার, গ্লাস, রিপোর্ট, মাস্টার, বেঞ্চ, প্লাস,

প্রতিবেশী শব্দ

হিন্দি: পয়লা, দোসরা, কচুরি, তাগড়া, চিঠি, কাহিনি, ঠিকানা ইত্যাদি

মারাঠি : চৌথ, বর্গ ইত্যাদি

পাঞ্জাবি : চাহিদা, শিখ ইত্যাদি

তামিল : চুরুট, কুলি, ভিটা ইত্যাদি

মিশ্র বা সংকর শব্দ

বলে।

● **উদাহরণ :**

তৎসম + তদ্ভব

মায়াকান্না, শ্বেতপাথর পিতাঠাকুর

তদ্ভব + তৎসম

কাজললতা, কাজকর্ম

তৎসম+বিদেশি

জলহাওয়া

বিদেশি+তৎসম

হেডপণ্ডিত , আইনসম্মত

তদ্ভব+বিদেশি

হাটবাজার, কাজকারবার

বিদেশি+তদ্ভব

মাস্টারমশাই, ডাক্তার-বদ্যি রেলগাড়ি

বিদেশি+বিদেশি

কাগজ-পেন্সিল

বাংলা শব্দভাণ্ডার

- খাঁটি দেশি শব্দ
- তৎসম শব্দ
- তদ্ভব শব্দ
- অর্দ্ধতৎসম শব্দ
- আগন্তুক শব্দ
  - বিদেশি শব্দ
    - স্টেশন, স্কুল, কলেজ, অফিস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি
    - **চিনা :** চা, চিনি, লিচু, লুচি ইত্যাদি
    - **পর্তুগিজ :** পিস্তল, আলপিন, চাবি, পেয়ারা, আতা, পেঁপে কামিজ, বোতাম ইত্যাদি
    - **জাপানি :** রিক্‌শা, সুনামি, সুডোকু ইত্যাদি
    - **তুর্কি :** বাবা, বন্দুক, বোম, দারোগা ইত্যাদি
  - প্রতিবেশী শব্দ
- মিশ্র বা সংকর শব্দ
  - হেডমিস্ত্রি, দরজা-জানালা
  - **বিদেশি প্রত্যয়যোগে মিশ্র শব্দ :** পণ্ডিতগিরি, বাড়িওয়ালা, চালবাজ, ডাক্তারখানা, বাবুয়ানা ইত্যাদি
  - **বিদেশি উপসর্গ যোগে মিশ্রশব্দ:** বেকসুর, বেহদ্দ, গরমিল, হরেক, ফুলবাবু ইত্যাদি

নিজে করো

১। কোন্‌টি কোন্ শ্রেণির শব্দ নির্ণয় করো :

সূর্য, আনারস, ডাব, কাল, গেরাম, চিংড়ি, ঝাঁটা, গরহাজির, ঠিকানা, বাজিকর, মন্তর, গা, ছিদাম, ঘড়ি, ঢেঁকি বর্ষা, কাঠ, হেডপণ্ডিত, আকাশগাঙ, ঠাকুর, বন্দুক, তেসরা যজ্ঞি।

২। তৎসম ও অর্দ্ধতৎসম শব্দের পার্থক্য একটি করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩। উদাহরণ দাও :

প্রতিবেশী শব্দ, তদ্ভব শব্দ, সংকর শব্দ, বিদেশি উপসর্গ সংকর শব্দ, তৎসম শব্দ, খাঁটি দেশি শব্দ

৬. শব্দ তৈরির কৌশল : প্রত্যয়

আমরা জানি যে বাক্যের মধ্যে থাকে শব্দ আর যদি বলি শব্দের মধ্যে কী থাকে? তোমরা বলবে 'বর্ণ', যেমন 'গন্তব্য' শব্দের মধ্যে গ্ + অ + ন্ + ত্ + অ + ব্ + য্ + অ — এই বর্ণগুলো এইভাবে পাশাপাশি আছে। ঠিকই, কিন্তু শব্দের গঠন যেমন বর্ণ দিয়ে বা ধ্বনি দিয়ে হয়, তেমনি আরেকভাবে শব্দ তৈরি হতে পারে। 'গন্তব্য', 'গত', 'গম্য' — এই শব্দগুলির মধ্যে একটা সাধারণ (Common) দিক আছে, এবং তা হলো 'যাওয়া'। কীভাবে তা দেখাই :

গন্তব্য	:	যেখানে যাওয়া উচিত
গত	:	যা গেছে
গম্য	:	যেখানে যাওয়া যায়

অর্থাৎ এই শব্দগুলির মধ্যে এমন একটা শিকড় আছে যেখান থেকে নানা শাখা বেরিয়েছে :

এই শব্দগুলির মধ্যে 'গম্' বলে একটা সাধারণ বিষয় আছে, যার সঙ্গে নানা কিছু যুক্ত হয়ে এই শব্দগুলি তৈরি করেছে। শব্দতৈরির এই কৌশলই আমরা এবার শিখে নেব।

অর্থগত দিক থেকে কতরকমের শব্দ হয় তোমরা জানো। গঠনগত দিক থেকে বাংলা শব্দকে দুভাগে ভাগ করা যায় :

শব্দ
- মৌলিক
- সাধিত

মৌলিক শব্দ হলো, যে শব্দকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। যেমন বাবা, মা, হাত ইত্যাদি। আর সাধিত শব্দ হলো যে শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায়; যেমন — করা (কর্ + আ), পাগলাটে (পাগলা + টে) গুণপনা (গুণ + পনা) ইত্যাদি। সুতরাং এই সব আলোচনা আর উদাহরণ দেখে বুঝতে পারছ যে শব্দ তৈরি বলতে আমরা সাধিত শব্দের কথাই বলছি।

প্রথমেই বলি সাধিত শব্দের মধ্যে সাধারণত দু-ধরনের শিকড় থাকে। ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই শিকড়কে বলা হয় ধাতু প্রকৃতি (যেমন, 'গম্' একটি ধাতু)। আর ক্রিয়া ছাড়া অন্য ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে তার নাম হলো শব্দ-প্রকৃতি।

এই ধাতু-প্রকৃতি বা শব্দ-প্রকৃতির সঙ্গে যা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন আগের উদাহরণগুলিতে তা দেখেছ। তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি—

গম্	+	তব্য	=	গন্তব্য
গম্	+	ক্ত	=	গত
গম্	+	যৎ	=	গম্য
ধাতু- প্রকৃতি	+	প্রত্যয়	=	গঠিত শব্দ

আবার

ভূগোল	+	ষ্ণিক	=	ভৌগোলিক
শব্দ - প্রকৃতি	+	প্রত্যয়	=	গঠিত শব্দ

তাহলে 'প্রত্যয়' যুক্ত হয় কখনো ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে, কখনো বা শব্দ-প্রকৃতির সঙ্গে। এই দিক থেকে প্রত্যয়েরও দুটো ভাগ আছে :

প্রত্যয়
- কৃৎ-প্রত্যয় (যা যুক্ত হয় ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে)
  - সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়
  - বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়
- তদ্ধিত-প্রত্যয় (যা যুক্ত হয় শব্দ প্রকৃতির সঙ্গে)
  - সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
  - বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে প্রত্যয়যুক্ত হলে প্রত্যয়ের চেহারা পালটে যায়। এই বিষয়টিকে আমরা একটা কারখানার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এই কারখানাকে শব্দ তৈরির কারখানাও বলতে পারো :

এই কারখানার কাঁচামাল হলো 'গম্' ধাতু আর 'যৎ' প্রত্যয়। যখন শব্দ তৈরি হলো তখন 'যৎ' প্রত্যয়ের 'ৎ' অংশটি নষ্ট হয়ে ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে গেল, আর 'য' যুক্ত হয়ে গেল 'গম্' - এর সঙ্গে। শেষপর্যন্ত তৈরি হলো 'গম্য' শব্দটি। ব্যাকরণে এই নষ্ট হয়ে যাওয়াকে বলে 'ইৎ'।

ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যখন প্রত্যয় যুক্ত হয় তখন শব্দের মধ্যে স্বরের পরিবর্তন ঘটে। যেমন:

(১) √সিচ্ + অনট্ = সেচন, √কৃ + অনট্ = করণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ই/ঈ -এর জায়গায় এ-কার (বা অয়্) , উ / ঊ -এর জায়গায় ও - কার (বা অব্), ঋ-এর স্থানে অর্ হয়। এই ধরনের পরিবর্তনকে বলে স্বরের গুণ।

(২) ভূত + য্ণিক = ভৌতিক, অদিতি + য্ণ্য = আদিত্য, ইত্যাদির ক্ষেত্রে অ/আ-এর জায়গায় আ-কার, ই/ঈ-এর জায়গায় ঐ-কার বা আয়্ , উ/ঊ-এর জায়গায় ঔ-কার (বা আব্), ঋ-এর জায়গায় 'আর্' হওয়াকে বলে স্বরের বৃদ্ধি।

(৩) ব > উ (যেমন, √বচ্ + ক্ত = উক্ত), য > ই (√যজ্ + ক্তি = ইষ্টি), র > ঋ √গ্রহ্ + ক্ত = গৃহীত) হলে তাকে স্বরের সম্প্রসারণ বলে।

পরিবর্তনের এই তিন ধারাকে একত্রে অপকর্ষ বলে।

এই কারণে প্রত্যয়ের নাম এক আর রূপ অন্য। আবার কখনো নাম আর রূপ একই হয়।

কৃৎ প্রত্যয়

ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাই হলো কৃৎ-প্রত্যয়। বলা বাহুল্য যে 'গম্' ধাতুর শব্দে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে, সেগুলি কৃৎ-প্রত্যয়। সংস্কৃতে অনেকগুলি কৃৎপ্রত্যয় আছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলি যুক্ত হয়।

- করা উচিত বা করার যোগ্য বোঝাতে অনেকক্ষেত্রে তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্ — এই সব প্রত্যয় ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

  √ বচ্ + তব্য = বক্তব্য
  √ দৃশ্ + তব্য = দ্রষ্টব্য
  √ স্মৃ + অনীয় = স্মরণীয়
  √ মান্ + অনীয় = মাননীয়
  √ কৃ + ণ্যৎ (য) = কার্য (ণ্ ও ৎ ইৎ)
  √ শ্রু + ণ্যৎ (য) = শ্রাব্য
  √ রম্ + যৎ (য) = রম্য (ৎ ইৎ)
  √ দৃশ্ + ক্যপ্ (য) = দৃশ্য (ক্ ও প্ ইৎ)

- ক্রিয়া বা কাজটি যদি চলছে বা হচ্ছে বোঝায় তাহলে শতৃ বা শানচ্ প্রত্যয় ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

  √ মহ্ + শতৃ (অৎ) = মহৎ (শ্ ও ঋ ইৎ)
  √ বৃৎ + শানচ্ (আন) = বর্তমান (শ্ ও চ্ ইৎ)
  √ বৃধ্ + শানচ্ (আন) = বর্ধমান

- কোনো কাজ আগে শুরু হয়ে এখন শেষ হয়েছে বোঝাতে ক্ত (ত) প্রত্যয় হয়।

  √ স্না + ক্ত (ত) = স্নাত (ক্ ইৎ)
  প্র - √নী + ক্ত (ত) = প্রণীত (ণত্ব বিধি অনুযায়ী)
  √ লিখ্ + ক্ত (ত) = লিখিত

- কাজ বা ক্রিয়ার অবস্থা বা ভাব বোঝাতে ক্তি (তি) প্রত্যয় হয়

  √ স্থা + ক্তি (তি) = স্থিতি (ক্ ইৎ)
  √ ভী + ক্তি (তি) = ভীতি
  √ গম্ + ক্তি (তি) = গতি

- স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য বোঝাতে ইষ্ণু, ক্বিপ্, আলু, উক, বর এই প্রত্যয়গুলি ধাতু-প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয় :

  √ চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু √ সহ্ + ইষ্ণু = সহিষ্ণু

  সম্ -√ পদ্ + ক্বিপ্ = সম্পদ (সবটাই ইৎ, তাই এই প্রত্যয়কে শূন্য প্রত্যয় বলে)

  √দয়্ + আলু = দয়ালু √ ভূ (চিন্তা করা) + উক = ভাবুক

  √ স্থা + বর = স্থাবর

- কোনো ক্রিয়া বা কাজ যিনি করেন বোঝাতে ণক, যক, তৃচ্, তৃন্ এই প্রত্যয়গুলি যুক্ত হয়।

  √ গৈ + ণক = গায়ক (ণ্ ইৎ) √ পঠ্ + ণক = পাঠক

  √ নৃৎ + যক = নর্তক (য্ ইৎ) √ পা + তৃচ্ = পিতৃ (পিতা) (চ্ ইৎ)

  √ মা + তৃচ্ = মাতৃ (মাতা) √ দা + তৃন্ = দাতৃ (দাতা) - (ন্ ইৎ)

তদ্ধিত প্রত্যয়

শব্দ-প্রকৃতির সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়। অপত্য অর্থে ষ্ণ, ষ্ণি, ষ্ণ্য, ষ্ণেয়, ষ্ণায়ন প্রত্যয়; রচয়িতা, দক্ষতা, জীবিকা, সম্বন্ধ, জাত বা যোগ্য অর্থে ষ্ণিক, ষ্ণীয়, ঈন, ইত প্রত্যয়; ব্যাপ্তি বা স্বরূপ অর্থে ময়ট্ প্রত্যয়; কোনো কিছু অস্তিত্ব আছে বোঝাতে মতুপ্, ইন্, বিন্, শালিন্ ইত্যাদি প্রত্যয় শব্দ-প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়।

অপত্য অর্থে

মনু + ষ্ণ = মানব
শিব + ষ্ণ = শৈব } (য্, ণ্ ইৎ, অ থাকে)

দশরথ + ষ্ণি = দাশরথি (য্, ণ্ ইৎ, ই থাকে)

দিতি + ষ্ণ্য = দৈত্য (য্, ণ্ ইৎ, য থাকে)

গঙ্গা + ষ্ণেয় = গাঙ্গেয় (য্, ণ্ ইৎ, এয় থাকে)

দ্বীপ + ষ্ণায়ন = দ্বৈপায়ন (য্, ণ্ ইৎ, আয়ন থাকে)

রচয়িতা, দক্ষতা পাণ্ডিত্য, জীবিকা অর্থে

নৌ + ষ্ণিক = নাবিক
সাহিত্য + ষ্ণিক = সাহিত্যিক
ব্যবহার + ষ্ণিক = ব্যবহারিক } (য্, ণ্ ইৎ, ইক থাকে)

সম্বন্ধ জাত বা যোগ্য অর্থে

মানব + ষ্ণীয় = মানবীয়

দেশ + ষ্ণীয় = দেশীয়

তৎকাল + ঈন = তৎকালীন

সর্বাঙ্গ + ঈন = সর্বাঙ্গীণ

ব্যথা + ইত = ব্যথিত

পুষ্প + ইত = পুষ্পিত

ব্যাপ্তি বা স্বরূপ অর্থে	মৃৎ + ময়ট্ = মৃন্ময় (ট্ ইৎ) পৃথিবী + ময়ট্ = পৃথিবীময় মহিমা (মহিমন্) + ময়ট্ = মহিমময় (মহিমাময় নয়)
কোনো কিছু আছে বা অস্তিত্ব আছে বোঝাতে	শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমৎ (শ্রীমান) শিখি + ইন্ = শিখিন্ (শিখী) মেধা + বিন্ = মেধাবিন্ (মেধাবী) বিত্ত + শালিন্ = বিত্তশালিন্ (বিত্তশালী)

বাংলা প্রত্যয়

এতক্ষণ যে প্রত্যয়গুলির নাম ও উদাহরণ দেওয়া হলো, সেগুলি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষার নিজস্ব ধাতুর সঙ্গে বাংলা প্রত্যয়যুক্ত হয়ে প্রচুর খাঁটি বাংলা শব্দের সৃষ্টি হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। বাংলা শব্দতৈরির কৌশল জানতে হলে তাই বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় এবং বাংলা তদ্ধিত-প্রত্যয় সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন।

প্রথমেই আসি বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়ের কথায় :

অ : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য তৈরিতে ধাতুর সঙ্গে 'অ' প্রত্যয়টি যুক্ত হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই 'অ' -এর উচ্চারণ লুপ্ত হয়ে যায়।

√ বাড়্ + অ = বাড় (ওর বড়ো বাড় বেড়েছে।)

√ চল্ + অ = চল (এইসব প্রথার আজ আর চল নেই।)

আ : 'অ' প্রত্যয়ের মতো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সৃষ্টিতে, আবার ভাববাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রেও 'আ' প্রত্যয়ের যোগ হয়। ক্রিয়াত্মক বিশেষণের ক্ষেত্রেও 'আ' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

√ চল্ + আ = চলা (পথে চলা),

√ খা + আ = খাওয়া √পা + আ = পাওয়া

√ রাঁধ্ + আ = রাঁধা (রাঁধা ভাত) ইত্যাদি

অন, অনা, না : এই প্রত্যয়গুলি থেকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য তৈরি হয়।

√বাড়্ + অন = বাড়ন, √ কাঁদ্ + অন = কাঁদন, √নাচ্ + অন = নাচন

√ রাঁধ্ + না = রান্না, √ বাজ্ + অনা = বাজনা

উনি : এই প্রত্যয়ের চেহারা বহুক্ষেত্রে অনি > উনি হয়ে যায়।

√ রাঁধ্ + অনি (উনি) = রাঁধুনি, √ জ্বল্ + অনি (উনি) = জ্বলুনি

√ নাচ্ + অনি (উনি) = নাচুনি ইত্যাদি

আই/আও : ক্রিয়ার ভাব বোঝাতে এই প্রত্যয়গুলো যুক্ত হয়। যেমন :

√ বাঁধ্ + আই = বাঁধাই (এখানে বই বাঁধাই করা হয়।)

√ বাছ্ + আই = বাছাই, (√ ঘির্ + আও = ঘেরাও ইত্যাদি।)

ই : একই কারণে 'ই' প্রত্যয়টিও যুক্ত হয়। যেমন :

√ হাস্ + ই = হাসি, √ ডুব্ + ই = ডুবি ইত্যাদি।

ইয়ে , আরি : কোনো কাজে দক্ষ বা পেশা বোঝাতে এই প্রত্যয় দুটি ব্যবহৃত হয়। যেমন :

√ বাজ্ + ইয়ে = বাজিয়ে, √গা + ইয়ে = গাইয়ে,

√ লিখ্ + ইয়ে = লিখিয়ে,

√ ডুব্ + আরি = ডুবুরি ইত্যাদি।

আকু : √ লড়্ + আকু = লড়াকু

ইয়া > এ : √ বল্ + ইয়া (> এ) = বলিয়া > বলে

√খেল্ + ইয়া (> এ) = খেলিয়া > খেলে ইত্যাদি

অন্ত : কোনো কাজ চলছে বোঝাতে 'অন্ত' প্রত্যয় যোগ হয়। যেমন :

√চল্ + অন্ত = চলন্ত, √ বাড়্ + অন্ত = বাড়ন্ত

√ পড়্ + অন্ত = পড়ন্ত, √ জ্বল্ + অন্ত = জ্বলন্ত ইত্যাদি

আন : √ মানা + আন = মানান (সই) (এই জামাটা বেশ মানানসই হয়েছে।)

√ চাল্ + আন = চালান (বস্তাটা চালান করে দাও।)

আনো : √ জানা + আনো = জানানো (ঘটনাটা ওকে জানানো দরকার।)

√ পড়্ + আনো = পড়ানো (এই বইটা তোমাকে পড়ানো প্রয়োজন।)

তা : √জান্ + তা = জান্তা (সবজান্তা লোক),

√পড়্ + তা = পড়তা (গরপড়তা), √বহ্ + তা = বহতা (বহতা নদী)

তি : √কাট্ + তি = কাটতি (এ বছর এ জিনিসটার খুব কাটতি।)

√ঘাট্ + তি = ঘাটতি (বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ অনেক।)

উয়া > ও : √পড়্ + উয়া = পড়ুয়া (পোড়ো)

√ উড়্ + উয়া (> ও) = উড়ুয়া (উড়ো , উড়োচিঠি)

উক : স্বভাব অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়।

√ নিন্দ্ +উক = নিন্দুক, √ মিশ্ + উক = মিশুক

ক : √ মুড়্ + ক = মোড়ক, √ চড়্ + ক = চড়ক

এবারে আসি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের কথায় :

আ : কখনো সাদৃশ্য অর্থে, যেমন :

হাত + আ = হাতা বাঘ + আ = বাঘা

কোনো কিছু তৈরি বা আগত অর্থে :

পশ্চিম + আ = পশ্চিমা চিন + আ = চিনা

অনাদরে নামের বিকৃতি ঘটিয়ে :

গোপাল + আ = গোপলা কেষ্ট + আ = কেষ্টা নেপাল + আ = নেপলা

বিশেষ কোনো বস্তু আছে বা তার অস্তিত্ব বোঝাতে :

নুন + আ = নোনা জল + আ = জলা তেল + আ = তেলা

আই : কোনো কিছুর ভাব বোঝাতে, যেমন : চিকনের ভাব বোঝাতে চিকন + আই = চিকনাই। তেমনই , বড়ো + আই = বড়াই। সম্বন্ধ বোঝাতেও এই প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন :

ভোর + আই = ভোরাই চোর + আই = চোরাই মোগল + আই = মোগলাই

আম (> আমো) : ভাব বা কর্ম অর্থে—

পাকা + আম (> আমো) = পাকামো

ন্যাকা + আম (> আমো) = ন্যাকামো

নষ্ট + আম (> আমো) = নষ্টামো

আমি : যে করে অর্থে —

পাকা + আমি = পাকামি ন্যাকা + আমি = ন্যাকামি নষ্ট + আমি = নষ্টামি

আল, আলো :

কাজ বা পেশা বোঝাতে : লাঠি + আল = লাঠিয়াল

সম্পর্ক বোঝাতে : পাঁক + আল = পাঁকাল

দাঁত + আল = দাঁতাল

রস + আলো = রসালো

ধার + আলো = ধারালো

জমক + আলো = জমকালো

ওয়ালা, আলি : পেশা বা বৃত্তি অর্থে এই প্রত্যয়গুলি ব্যবহৃত হয় :

বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা > বাড়িওলা

ফেরি + ওয়ালা = ফেরিওয়ালা > ফেরিওলা

স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দে ‘ওলা’র জায়গায় ‘উলি’ হয়। যেমন: বাড়িউলি।

ঘটক + আলি = ঘটকালি শাঁখ + আরি = শাঁখারি কাঁসা + আরি = কাঁসারি

ই : আছে বা বৃত্তি বা দক্ষতা বোঝাতে :

তেজ + ই = তেজি দাম + ই = দামি

ঢাক + ই = ঢাকি সেতার + ই = সেতারি

যা দিয়ে, যে জায়গায় তৈরি বা কোনো রঙের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝাতে :

রেশম + ই = রেশমি পশম + ই = পশমি বাদাম + ই = বাদামি

আকাশ + ই = আকাশি কাশ্মীর + ই = কাশ্মীরি বেনারস + ই = বেনারসি

ইয়া (> এ) : নানা অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন :

পাথর + ইয়া (> এ) = পাথুরিয়া 〉 পাথুরে (‘আছে’ অর্থে)

জোগাড় + ইয়া (> এ) = জোগাড়ে (বৃত্তি অর্থে)

কাগজ + ইয়া (> এ) = কাগুজে (সাদৃশ্য অর্থে)

উয়া (> ও) : মাছ + উয়া (> ও) = মাছুয়া > মেছো (বৃত্তি অর্থে)

টাক + উয়া (> ও)= টেকো (আছে অর্থে)

ভাত + উয়া (> ও) = ভেতো (সম্বন্ধ বোঝাতে)

স্বভাব বা গুণ দোষ বা সম্বন্ধ অর্থে অনেকগুলি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন:

টিয়া > টে : ঝগড়া + টিয়া > টে = ঝগড়াটে

পনা : ন্যাকা + পনা = ন্যাকাপনা, সতী + পনা = সতীপনা

উড়িয়া > উড়ে : ফাঁস + উড়ে = ফাঁসুড়ে

চি : তবলা + চি = তবলচি

পানা : রোগা + পানা = রোগাপানা,

পারা : পাগল + পারা = পাগলপারা ইত্যাদি।

বিদেশি প্রত্যয়

বাংলা শব্দভাণ্ডারের আলোচনায় তোমরা দেখেছ যে প্রচুর বিদেশি শব্দ আছে আমাদের বাংলা ভাষায়; এর সঙ্গে আছে প্রচুর সংকর শব্দ। বিশেষ করে ফারসি, আরবি, তুর্কি শব্দের তদ্ধিত প্রত্যয় বাংলার নিজস্ব শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সংকর শব্দের সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি উদাহরণ তোমাদের জন্য রইল।

পেশা, দক্ষতা বা আচরণ অর্থে আনা (আনি), গিরি, নবিশ, বাজ, গর ইত্যাদি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; বাবু + আনা (আনি) = বাবুয়ানা (বাবুয়ানি)।

একইরকমভাবে সাহেবিয়ানা, মুন্সিয়ানা ইত্যাদি। আবার,

গোয়েন্দা + গিরি = গোয়েন্দাগিরি, দারোগা + গিরি = দারোগাগিরি — পেশা বোঝাতে

নকল + নবিশ = নকলনবিশ —লেখক অর্থে

মামলা + বাজ = মামলাবাজ
ফাঁকি + বাজ = ফাঁকিবাজ } — আচরণ/ দক্ষতা অর্থে

বাজি + গর = বাজিগর
জাদু + গর = জাদুগর } — বৃত্তি অর্থে

এছাড়া স্থান বোঝাতে ‘স্তান’ (হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান), ‘খানা’ (ডাক্তারখানা, বৈঠকখানা), আধার বোঝাতে ‘দান’ বা ‘দানি’ (বাতিদান, ধূপদানি), আসক্তি বোঝাতে ‘খোর’ (নেশাখোর, ঘুষখোর) ইত্যাদি প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে।

নিজে করো

১. ‘শব্দ মাত্রই পদ নয়’— কারণ কী?

২. নিম্নরেখ পদ কী লেখ:

২.১ কেন তোমরা আমায় ডাকো?

২.২ কী গাব আমি কী শোনাব, আজি এ আনন্দধামে।

২.৩ বিপদে মোরে রক্ষা করো।

২.৪ সবারে করি আহ্বান।

২.৫ নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা।

২.৬ স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?

৭. পদ পরিচয় : বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম-অব্যয়-ক্রিয়া

বাক্যের মধ্যে আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি তার প্রতিটিই হলো এক একটি পদ। এই পদ তৈরি হয় শব্দের সঙ্গে শব্দবিভক্তি আর ধাতুবিভক্তি যুক্ত হয়ে। তাহলে পদ হলো শব্দের পরিবর্তিত একটি রূপ, যা দিয়ে আমরা বাক্যগঠন করি এবং মনের ভাবটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করি। যেমন—

জয়ের মাথা ধরেছে।

—এই বাক্যটিতে আমরা তিনটি পদের ব্যবহার লক্ষ করছি। যেগুলি তৈরি হয়েছে এভাবে—

শব্দ +	**শব্দবিভক্তি/ধাতুবিভক্তি**	**= পদ**
জয় +	এর	= জয়ের
মাথা +	শূন্য	= মাথা
ধরা +	ইয়াছে/এছে	= ধরেছে

বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত এই পদগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাঁচ ধরনের পদ লক্ষ করি। যেমন— বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া ও অব্যয়।

এবার আমরা একে একে এই পাঁচটি শ্রেণি পদ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা ও তা ব্যবহারের বিশিষ্টতাগুলি নিয়ে চর্চা করব।

বিশেষ্য

গান্ধিজি হলেন জাতির জনক।

এই বাক্যে 'গান্ধিজি' পদটি দিয়ে একটি বিশেষ নামকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোনো পদের দ্বারা আমরা যদি কোনো কিছুর নাম বোঝাতে চাই তাকেই বলে বিশেষ্য পদ। একে নাম বা নামপদও বলা হয়। যেমন —

গোরু গৃহপালিত পশু।

নজরুল দুই বাংলারই অবিস্মরণীয় কবি।

ভারতের উত্তরে **হিমালয়** পর্বতের অবস্থান।

গঙ্গা ভারতের দীর্ঘতম নদী।

ওপরের চারটি বাক্যের স্থূলাক্ষর পদগুলি হলো বিশেষ্য পদ।

এইভাবে ব্যক্তি, বস্তু, দ্রব্য, স্থান, কাল, পাত্রের নাম বোঝালেই বিশেষ্য পদ হবে।

বিশেষ্য পদকে আবার নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন—

- **ব্যক্তি/সংজ্ঞাবাচক :** ভারত, দামোদর, কলকাতা, রামায়ণ ইত্যাদি।
- **শ্রেণিবাচক :** পশু, পাখি, মানুষ, হিন্দু, মুসলমান,
  মাটি, পাথর, লোহা, সোনা, চাল, গম ইত্যাদি।
- **গুণবাচক / অবস্থাবাচক :** সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, শৈশব, যৌবন, সততা, মহত্ত্ব ইত্যাদি।
- **সমষ্টিবাচক :** সমিতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, সমাজ, জনতা, দল ইত্যাদি।
- **ক্রিয়াবাচক :** ভ্রমণ, কাজ, রন্ধন, খাওয়া, পড়া ইত্যাদি।
  (বিশেষ্যের উদাহরণগুলো বাক্যে লিখে চিহ্নিত করলে ভালো।)

সর্বনাম পদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার দেশের গৌরব।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান ভারতের জাতীয় সংগীত।

ওপরের বাক্য চারটিতে বারবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এইভাবে নাম ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে তিনি বা তাঁর শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। এমন ব্যবহারে অর্থের পরিবর্তন ঘটে না, সেইসঙ্গে বাক্যগুলি শ্রুতিমধুর হয়। যেমন —

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার দেশের গৌরব।
তিনি জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁর বাবার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তাঁর লেখা গান ভারতের জাতীয় সংগীত।

এইভাবে সাধারণত নামের বা বিশেষ্যের (আগে উল্লেখ করা হয়েছে এমন) পরিবর্তে যে পদ আমরা বাক্যে ব্যবহার করি তাকেই বলে সর্বনাম। যেমন— আমি, তুমি, সে, তাকে, ইনি, ওটা ইত্যাদি।

বাংলায় নানাধরনের সর্বনাম-এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। যেমন—

- **পুরুষবাচক :** আমি, তুমি, সে ইত্যাদি।
- **সাকল্যবাচক :** সব, সকল, উভয় ইত্যাদি।
- **সাপেক্ষবাচক :** যে, যিনি, যা, যিনি-তিনি, যাকে-তাকে ইত্যাদি।
- **প্রশ্নসূচক:** কে, কারা, কী ইত্যাদি।
- **আত্মবাচক :** নিজ, নিজে, আপনি ইত্যাদি।
- **অন্যাদিবাচক :** অন্য, পর, অপর ইত্যাদি।
- **ব্যতিহারিক :** আপনা-আপনি ইত্যাদি।
- **সামীপ্যবোধক নির্দেশক :** এ, এটা, ইনি ইত্যাদি।
- **পরোক্ষবোধক নির্দেশক :** ও, ওটা, উনি ইত্যাদি।
  (সর্বনামের উদাহরণগুলো বাক্যে লিখে চিহ্নিত করলে ভালো।)

বিশেষণ

খোঁপায় বেঁধেছে **হলুদ** গাঁদার ফুল।

ওপরের বাক্যটিতে গাঁদা ফুলটির একটা বিশেষ গুণ উল্লেখিত হয়েছে। গুণটি হলো 'হলুদ'। যা কিনা গাঁদা ফুলকে এক বিশিষ্ট পরিচয় দান করেছে। এইভাবে বাক্যে ব্যবহৃত যেপদ কোনো কিছুকে বিশিষ্ট করে তাকেই বলে বিশেষণ। বিশেষণ শুধু যে বিশেষ্যকেই বিশেষিত করে তা নয়, অন্যান্য অর্থাৎ সর্বনাম, ক্রিয়া ইত্যাদি পদকেও বিশেষিত করে।

বাংলা ভাষায় বহু ধরনের বিশেষণের প্রয়োগ আমরা লক্ষ করি। যাকে আবার মূল চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেমন—

- **বিশেষ্যের বিশেষণ :** **পাকা** বাড়ি। **পোষা** কুকুর। **অনেক** লোক। **অল্প** চুল।
  দু রাত। **তিন** বেলা। **প্রথম** শ্রেণি। **বিংশ** শতক।
  ধবধবে চাদর। **ঝিরঝিরে** বৃষ্টি।
- **সর্বনামের বিশেষণ : পণ্ডিত** তিনি। **বোকা** সে। **বুদ্ধিমান** তুমি। **জ্ঞানী** আপনি।

- **বিশেষণের বিশেষণ :** **খুব** ভালো নাটক। **কনকনে** ঠান্ডা বাতাস।
- **ক্রিয়া বিশেষণ : জোরে** হাঁটো। **এখানে** আচ্ছি। **ক্রমাগত** চলছে। **এখন** এলাম।

ক্রিয়া

বরুণ ছবি **আঁকছে**।

বাক্যটিতে 'আঁকছে' পদটি দ্বারা একটি কাজ করা বোঝাচ্ছে। এই বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এও দেখতে পাব যে, এখানে 'বরুণ' সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে। এইভাবে বাক্যে যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় সে হলো উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে যা বলা হয় তা হলো বিধেয়। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য 'বরুণ' হচ্ছে কর্তা আর তার হওয়া বা কোনো কিছু করা যে শব্দ দ্বারা বোঝানো হলো তা হচ্ছে ক্রিয়া। যেহেতু এখানে 'আঁকছে' পদটি দিয়ে 'বরুণ'-এর কোনো কাজ করা বোঝানো হয়েছে তাই এই পদটি হলো ক্রিয়া।

এই ক্রিয়া বাক্যের বিধেয় অংশে থাকে। যেমন—

পাখি **ওড়ে**। সূর্য **ওঠে**। জল **পড়ে**।

বাক্যগুলিতে বিধেয় অংশে থাকা 'ওড়ে', 'ওঠে', 'পড়ে'-এই পদগুলি যথাক্রমে পাখি, সূর্য ও জলের কোনো কাজ করা বোঝাচ্ছে, তাই এরা একএকটি ক্রিয়াপদ।

ধাতুর পরিচয়

ক্রিয়াপদের মূলকে ধাতু বলা হয়। ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ তৈরি হয়।

কয়েকটি উদাহরণ—

নাচ্ (ধাতু) + ছে (ক্রিয়া বিভক্তি) = নাচছে

কর্ (ধাতু) + বেন (ক্রিয়া বিভক্তি) = করবেন

চল্ (ধাতু) + ই (ক্রিয়া বিভক্তি) = চলি

কর্ (ধাতু) + লে (ক্রিয়া বিভক্তি) = করলে

বল্ (ধাতু) + লাম (ক্রিয়া বিভক্তি) = বললাম

সমাপিকা ক্রিয়া

'খোকা ঘুমাল
পাড়া জুড়াল
বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কীসে?'

ওপরের কবিতাংশে 'খোকা **ঘুমাল**' 'পাড়া **জুড়াল**' 'বর্গি **এল** দেশে' 'বুলবুলিতে ধান **খেয়েছে**' 'খাজনা **দেব** কীসে' এই একটি বাক্যে ক্রিয়াপদগুলির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে মনের ভার প্রকাশ পাচ্ছে। কোনো কিছু বলার বা শোনার বাকি থাকছে না।

ওপরের বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলি সমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ।

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা কোনো বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

করছে, বলছে, ঘুমাচ্ছে, চলি, বলি, আছি, হই, হলাম, এসেছি, জানি, গাইলাম, বসি প্রভৃতি সমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ।

অসমাপিকা ক্রিয়া

সে বাড়ি **এসে**
সালাম মাঠে **গিয়ে**

ওপরের বাক্যাংশে **এসে, গিয়ে** ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের অর্থ পূর্ণ হচ্ছে না।

এইভাবে যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

খেয়ে, যেয়ে, বলে, মেরে, থামলে, থাকতে প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

এ, লে, তে প্রভৃতি বিভক্তি যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।

অব্যয়

সুতপা মেধাবী মেয়ে **কিন্তু** ভীষণ অহংকারী।

কামাল পড়তে বসল **এবং** তপন খেলতে গেল।

ওপরের বাক্যদুটি লক্ষ করলে দেখব মোটা শব্দগুলি একটু নতুন ধরনের। দুটি বাক্যের মধ্যে 'কিন্তু', 'এবং',-এই শ্রেণির পদগুলির কোনো অবস্থাতেই রূপের পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ বাক্যে মধ্যে এই পদগুলির ব্যবহার সবসময় একই রকম থাকে। এদের কোনো ক্ষয় বা ব্যয় নেই বলেই এরা 'অব্যয়' নামে চিহ্নিত। তাই বলা যায়, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও বিভক্তি ভেদে যে পদের কোনোরকম পরিবর্তন হয় না, তাদের অব্যয় বলে।

যেমন : কিংবা, এবং, কেননা, আহা, মতো, তো, নচেৎ, কিন্তু, বরং, সুতরাং ইত্যাদি। অব্যয়কে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন— সংযোজক অব্যয়, আবেগসূচক অব্যয় এবং আলংকারিক অব্যয়।

(১) সংযোজক অব্যয়

আমি ভুটান যাব **এবং** তিনদিন থাকব।

মেঘলা **ও** তুমি আমার প্রিয় বন্ধু।

ওপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে **'এবং'**। দ্বিতীয় বাক্যে মেঘলা ও তুমি এই দুটি পদের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে **'ও'**। এইভাবে **এবং, ও** পদদুটো বাক্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ ঘটায় বলে এদের সংযোজক বলে।

যে পদ একাধিক বাক্য বা পদের মধ্যে সংযোগ ঘটায় তাদের সংযোজক অব্যয় পদ বলে। সংযোজক হলো — ও, এবং, আর, বা, যদি।

(২) আবেগসূচক অব্যয়

বাঃ, কী চমৎকার তোমার গানের গলা!

ইস্, একটুর জন্য ট্রেনটা ধরতে পারলাম না।

বাঃ, ইস্ প্রভৃতি পদে দিয়ে আবেগ প্রকাশ করা হয়েছে, তাই বাংলা ভাষায় এদের **আবেগসূচক অব্যয় পদ** বলে।

অব্যয়ের আরো কিছু উদাহরণ—

উহ্ কী ঠান্ডা। **ধেৎ,** লোডশেডিং হয়ে গেল। **শাবাশ,** দারুণ খেলেছ।

(৩) আলংকারিক অব্যয়

যাও **না,** কোনো অসুবিধে নেই।

আগে **তো** এসো, তারপর মেলায় যাবার কথা ভাবব।

ওপরের বাক্যমধ্যে **না, তো**— এই পদগুলি বাক্যের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এ যেন বাড়তি অলংকার। অলংকার যেমন দেহের সৌন্দর্য বাড়ায় তেমনই অলংকার বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং বাক্যটিকে শ্রুতিমধুর করে।

বলা যায়— **যে সমস্ত অব্যয় বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাদের আলংকারিক অব্যয় পদ বলে।**

(৪) প্রশ্নবোধক অব্যয়

অব্যয়টি দিয়ে ক্রিয়াকে প্রশ্ন করলে উত্তরে হ্যাঁ/না আসে।

তোমরা যাচ্ছ **কি**? সূর্য দেখা যাচ্ছে **তো**? ওরা আজ আসছে **না**?

নিজে করো

১. **রেখাঙ্কিত পদগুলি কী ধরনের বিশেষ্য পদ লেখো।**

১.১ একগোছা চাবি নিয়ে সে দোকানে গেল।

১.২ দয়া একটি মহৎ গুণ।

১.৩ মন থেকে হতাশা দূর করো।

১.৪ অধিক ভোজন করো না।

১.৫ গঙ্গা আমাদের পবিত্র নদী।

২. **সঠিক উত্তরটি বেছে লেখো :**

২.১ সবে মিলি করি কাজ। এটি—

(ক) প্রশ্নবাচক সর্বনাম (খ) সাপেক্ষ সর্বনাম

(গ) সাকল্যবাচক সর্বনাম (ঘ) আত্মবাচক সর্বনাম

২.২ সে তো রেগেই আগুন। এটি—

(ক) সংশয়সূচক অব্যয় (খ) আলংকারিক অব্যয়

(গ) বৈকল্পিক অব্যয় (ঘ) আবেগসূচক অব্যয়

২.৩ ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে। এটি—

(ক) বিশেষ্যের বিশেষণ (খ) বিশেষণের বিশেষণ

(গ) সম্বন্ধ বিশেষণ (ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ

২.৪ তোমার মতো বোকা ছেলে ও নয়। এটি—

(ক) অব্যয় পদ (খ) বিশেষ্য পদ

(গ) সর্বনাম পদ (ঘ) ক্রিয়া পদ

২.৫ খাজনা দেব কীসে?

(ক) অকর্মক ক্রিয়া (খ) সমাপিকা ক্রিয়া

(গ) বিশেষ্য পদ (ঘ) অসমাপিকা ক্রিয়া

৩. **বাক্যে প্রয়োগ করে উদাহরণ দাও :**

৩.১ সাপেক্ষ সর্বনাম

৩.২ দ্বিকর্মক ক্রিয়া

৩.৩ আবেগসূচক অব্যয়

৩.৪ পারস্পরিক সর্বনাম

৩.৫ পূরণবাচক বিশেষণ

৩.৬ সংখ্যাবাচক বিশেষণ

৩.৭ জাতিবাচক বিশেষ্য

৩.৮ অসমাপিকা ক্রিয়া

৩.৯ ক্রিয়া বিশেষণ

৩.১০ সম্মতিসূচক অব্যয়

পঞ্চম অধ্যায়

নির্মিতি

১. প্রবন্ধ

প্রবন্ধ বা Essay সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র শিল্পরীতি। 'প্রবন্ধ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'প্রকৃষ্ট বন্ধন' হলেও এ বন্ধন আসলে ভাব ও ভাষার বাঁধন। কোনো বিষয়গত মননশীল ভাব কিংবা তথ্য বা তত্ত্ব উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে যুক্তি পরম্পরায় সুসংহতভাবে প্রকাশিত হলে তাকে আমরা প্রবন্ধ বলি। প্রবন্ধ বস্তুগত হওয়ার পাশাপাশি অনুভূতিপ্রধান, আবেগধর্মী বা অন্তরঙ্গ চিন্তাধর্মীও হতে পারে।

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে :

- যে বিষয়টি নির্বাচন করবে লেখার জন্য তার স্পষ্ট ধারণা তোমাদের থাকতে হবে।
- উল্লেখ না করলেও উপবিভাগ বা বিভাগ করবে। (যেমন— ভূমিকা/সূচনা, বিস্তার, উপসংহার)
- যুক্তিশৃঙ্খলা, পারম্পর্য বজায় রাখবে।
- অযথা তথ্য ও তত্ত্বের ভার যেন না থাকে।
- ব্যক্তিগত মত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে, তবে তা বিষয় ও যুক্তিকেন্দ্রিক হতে হবে।
- ভাষায় সাধু চলিত মিশ্রণ ঘটাবে না।

মানবসভ্যতায় বিজ্ঞানের ভূমিকা

- ✶ ভূমিকা
- ✶ বিজ্ঞানের দান
- ✶ বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ
- ✶ উপসংহার

ভূমিকা :

সমাজবদ্ধ হওয়ার পরে সভ্যতার প্রথম যুগে মানবজীবনকে সৃষ্টিশীল, কল্যাণকর পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিল ধর্ম। কিন্তু সেই ধর্মই যেদিন মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথরোধ করে দাঁড়াল, মানুষ তার সমস্ত বিশ্বাসটুকু অর্পণ করল বিজ্ঞানের হাতে। তারপর থেকে দীর্ঘযুগ ধরে সভ্যতার অগ্রগতির পথে ছুটে চলেছে বিজ্ঞানরূপী অশ্বমেধের ঘোড়া। বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি মানবসভ্যতার কপালে এঁকে দিয়েছে অমরত্বের তিলক। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানসমুদ্রের সুদীর্ঘ মন্থনের শেষে এবারে যেন উঠে আসছে হলাহল। সেই বিষ মানবসভ্যতার বুকে ছড়িয়ে পড়ছে অনিবার্য ধ্বংসের রূপ ধরে। তাই আজ প্রশ্ন উঠছে, বিজ্ঞান কি সত্যিই আশীর্বাদ, নাকি আশীর্বাদের ছলনায় মূর্তিমান অভিশাপ!

বিজ্ঞানের দান :

বিজ্ঞান মানবসভ্যতাকে দান করেছে প্রচণ্ড গতিবেগ। পৃথিবীকে সে এনে দিয়েছে হাতের মুঠোয়। ঘরের সীমানা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের মানচিত্র জুড়ে। জাতীয়তাবোধের গণ্ডি-পার করে মানুষ আচ্ছন্ন হয়েছে আন্তর্জাতিকবোধে। একসময়ের ত্রাসসৃষ্টিকারী মারণরোগগুলি আজ বিজ্ঞানপ্রদত্ত ওষুধের মাধ্যমে বশ মেনেছে, হার মেনেছে চিরকালের মতো। মানুষের বিনোদনজগৎ আজ

বিজ্ঞানের জাদুকৌশলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বিচরণ করতে পারে সুন্দরতম স্বপ্নে। চাঁদ পার করে মঙ্গলের বুকে যেকোনোদিন পড়তে চলেছে মানবসভ্যতার পদচিহ্ন। বিপদের আশঙ্কার উদ্রেক হওয়ার আগেই তাকে প্রতিহত করার মতো শক্তি এবং ক্ষমতা মানুষকে দান করেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই অশেষ অবদানের কথা বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না। এককথায়, মানবসভ্যতার আজ ঘুম ভাঙে বিজ্ঞানের ডাকে এবং রাত্রে নিদ্রার প্রতিটি মূহুর্তেও বিজ্ঞান তার সঙ্গী হয়। মিত্ররূপে, ভৃত্যরূপে, সর্বক্ষণের সঙ্গীরূপে।

বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ :

আশীর্বাদরূপী বিজ্ঞানের অগ্রগতির দুরন্ত বেগকে সুসংহত ছন্দে বাঁধতে পারেনি মানবসভ্যতা। সবকিছু একসঙ্গে পাওয়ার তাগিদে মানুষ আজ হারিয়ে ফেলেছে জীবনের অকৃত্রিম আবেগকে। যান্ত্রিক ইচ্ছাশক্তির জল্লাদ আজ কোপ বসিয়েছে মানুষের শান্ত-সুন্দর- চিন্তাশীল জীবনধারায়। বিজ্ঞানের কল্যাণময়, সৃষ্টিশীল হাতে আজ উঠে এসেছে বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্র। বিজ্ঞানের আনন্দযজ্ঞ থেকে আজ উঠে আসছে শ্বাসরোধকারী দূষণের বিষাক্ত ধোঁয়া। নীল আকাশ থেকে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত কলঙ্কিত হচ্ছে সেই মৃত্যুনীল মরণবাতাসে। প্রকৃতিকে নির্মমভাবে হত্যা করার জন্য যে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিল মানবসভ্যতা, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনরূপী সেই বিজ্ঞান আজ দ্বিগুণ আক্রোশে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে সেই মানবসভ্যতাকেই।

উপসংহার :

বিজ্ঞানরূপী মহাকালের এই প্রলয় নৃত্য থামানোর সমস্ত দায়িত্ব নিতে হবে মানবসভ্যতাকেই। শান্তি, সৃষ্টি আর আদর্শের পথে সুসংহত করতে হবে বিজ্ঞানের গতিবেগকে। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজবদ্ধ জীবরূপে শুধু মানবসভ্যতাকে নয়, অবশিষ্ট পৃথিবীকেও সুন্দর করে সাজানোর এবং রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে পারে একমাত্র মানুষ। তাই মানবসভ্যতার শেষ চিহ্নরূপে পড়ে থাকুক কয়েকটি যন্ত্রমানব, এই দিনটি যদি মানুষ দেখতে না চায় তবে এখন থেকেই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে হবে সৃষ্টিধর্মী, কল্যাণকর কাজে। তার হাত থেকে ধ্বংসের কুঠার সরিয়ে নিয়ে সেখানে তুলে দিতে হবে মানবসভ্যতার সবথেকে শক্তিশালী অস্ত্রটি — যার নাম শুভ ইচ্ছা।

নিজে করো :

- তোমার দেখা একটি গ্রামীণ মেলা
- জনজীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা
- বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ
- বাংলার উৎসব
- সাময়িকপত্র পাঠের উপযোগিতা
- বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতা
- মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা
- চলচ্চিত্র ও মানবজীবন

২. ভাবসম্প্রসারণ

স্বল্প দৈর্ঘ্যের কবিতা বা কবিতাংশের যে গভীরভাব প্রচ্ছন্ন থাকে সেই ভাবকে বুঝে তাকে বিস্তারিত বা প্রসারিত করে হৃদয়গ্রাহী গদ্যে রূপ দেওয়াই হলো **ভাবসম্প্রসারণ**। অর্থাৎ কবিতাংশের ব্যঞ্জনাকে নিজের ভাষায় প্রস্ফুটিত করাই ভাবসম্প্রসারণের লক্ষ্য।

ভাবসম্প্রসারণের সময় যে বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে —

১. প্রদত্ত অংশটি ভালোভাবে পাঠ করে কবির ভাবকে অনুধাবন ও প্রকাশ করতে হবে।

২. একই ধারণার সম্প্রসারণ ঘটেছে, এমন সমধর্মী অন্যান্য রচনা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারো।

৩. ভাবসম্প্রসারণ দুটি অনুচ্ছেদে লেখা বাঞ্ছনীয়। প্রথম অনুচ্ছেদে মূল বক্তব্য এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদে মূল ভাবটিকে উদাহরণ ব্যাখ্যার মাধ্যমে সহজ, সরল ভাষায় প্রকাশ করা যাবে।

নমুনা :

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

কাঁটা দেখে পদ্মফুল আহরণ করা থেকে বিরত থাকলে চলবে না, কেননা একথা সর্বজনবিদিত যে দুঃখ ছাড়া এই পৃথিবীতে সুখ লাভ করা অসম্ভব এবং অলীক। আঘাত ও বিপদের ভয়ে কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকলে কেউই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। সুখ অধরা থেকে যায়।

সুখ-দুঃখের আবর্তেই জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। প্রতিটি মানুষের উচিত গতিময় জীবনে দুঃখ, আঘাত, যন্ত্রণাকে এড়িয়ে না গিয়ে তাকে পেরিয়ে যাওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করে। চলমানতাই জীবন, গতিহীনতাই মৃত্যু। আর তাই জীবনের কোনো পর্বেই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে, কুণ্ঠিত, ভীত, সন্ত্রস্ত না হয়ে জীবনকে সহজভাবেই নেওয়াই কাম্য।

নিজে করো :

১. যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে;
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।

২. মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াতে,
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও।

৩. ভাবার্থ

গদ্য বা কবিতার মূল ভাবকে সংক্ষিপ্ত আকারে এবং সহজ সরল ভাষায় প্রকাশই হলো **ভাবার্থ** রচনার লক্ষ্য। অর্থাৎ, ভাবার্থ রচনার সময় প্রদত্ত অংশের ভাবসত্য, মর্মকথা বা মূল বিষয়বস্তুকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করতে হবে।

ভাবার্থ লেখার সময় যে বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান হতে হবে —

1. সংক্ষিপ্ততা ভাবার্থের প্রাণ। সেকারণে মূল বক্তব্যটি চিহ্নিত করে নাও।
2. মূল অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত দৃষ্টান্ত, উদ্ধৃতি এবং বর্ণনা পরিহার করো।
3. একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে লেখার চেষ্টা করো।
4. উক্তি প্রত্যুক্তি থাকলে তা নিজের ভাষায় লেখো।
5. কোনো ক্ষেত্রেই লেখক বা কবির নাম উল্লেখ করবে না।

নমুনা :

ক. দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লৌষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন, পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচরণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি।...

ভাবার্থ : নাগরিক সভ্যতায় বস্তুভার প্রাণের সহজ বিকাশকে ব্যাহত করে। আরণ্যক সভ্যতায় মুখ্য ছিল প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের নিবিড় সংযোগ। সেখানে ছিল প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্তি। আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটার সুযোগ সেখানে ছিল। তাই আরণ্যক সভ্যতাকে মানুষ ফিরে পেতে চায়। সে চায় নিজের উৎসে ফিরে যেতে।

নিজে করো :

১. হাওয়াদের বাড়ি নেই, হাওয়াদের বাড়ি নেই,
নেই রে।
তারা শুধু কেঁদে মরে বাইরে।
সারা-দিন-রাত্রির বুক-চাপা কান্নায়
নিশ্বাস বয়ে যায় উত্তাল, অস্থির —
লে কোথায়, সে কোথায়, হায় রে
বলে তারা, পৃথিবীর সব জয়, সব তীর
ছুঁয়ে গেছি বার-বার দুর্বার ইচ্ছায়,
তবু নেই, সে তো নেই, নেই রে।
সব জল, সব তীর পাহাড়ের গম্ভীর
বন্দর, বন্দর, নগরের ঘন ভিড়
অরণ্য, প্রান্তর শূণ্য তেপান্তর —
সব পথে ঘুরেছি বৃথাই রে।

২. আমাদের জাতীয় সাহিত্য আমাদের মাতৃভাষা বাংলাতেই হইবে। কোনো জাতি কেবল বিদেশি ভাষার চর্চায় কখনও বড়ো হইতে পারে নাই। ইওরোপ যখন ল্যাটিন ছাড়িয়া দেশীয় ভাষা ধরিয়াছিল, তখন হইতেই ইওরোপের অন্ধকার যুগের অবসান হইয়া আধুনিক উজ্জ্বল যুগের আরম্ভ হইয়াছে। যেদিন ইংলন্ড নর্মানফ্রেঞ্চ ত্যাগ করিয়া এক সময়ের স্যাকসন ভাষাকে বরণ করিয়া লইল, সেইদিন ইংলন্ডের জাতীয় জীবনের তথা উন্নতির সূত্রপাত হইল। যখন হইতে জার্মানি ফরাসি ভাষার মোহপাশ কাটিয়া তাহার মাতৃভাষাকে পূজার স্থান দিল, তখন হইতে জার্মানির জাতীয় জীবনের উন্নতি হইল। সাহিত্যের দুই একটি শাখা বিদেশি মাটিতে বাঁচিতে পারে, কিন্তু সমগ্র সাহিত্য বিদেশি আবহাওয়ায় বাঁচিতে পারে না। সাহিত্য সাধনা যদি সম্পূর্ণ করিতে চাও; তবে তোমাকে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া সাহিত্য রচিতে হইবে।

৩. 'পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতির নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাববিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।'

৪. গল্পলিখন

এক ছিলেন রাজা — সঙ্গীতে ছিল আগ্রহ—রাজাদেশ এল সঙ্গীতসভায় গান শুনে মাথা দোলালো বা হাত পা নাড়া নিষেধ—সবাই পারল এক জন ছাড়া—পুরস্কৃত হল সে।

তোমরা দেখছ কতগুলো খণ্ড বাক্য বা বাক্যাংশ এগুলো। বাক্যগুলো কোনও গল্পকে নির্দেশ করছে কিন্তু সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। বাক্যগুলো জুড়ে পারম্পর্য স্থাপন করলে তা একটা গল্প হয়ে উঠবে। তাই গল্প লেখার সময়ে তোমরা মাথায় রাখবে —

ক. Story-line বা গল্পসূত্রকে অবলম্বন করতে গিয়ে ঘটনার মধ্যে পারম্পর্য স্থাপন বা কার্যকরণ শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হবে। উদাহরণ :

এক ছিলেন রাজা। রাজ্য চালনার পাশাপাশি তাঁর ছিল সঙ্গীত, চারুকলা, শিল্পকলার ভারি আগ্রহ। তাই মাঝে মধ্যেই তিনি বিভিন্ন সঙ্গীতসভা, প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন।

খ. কাহিনীভাগ বা Plot যাতে কাম্য অনিবার্যতায় পৌঁছে যায়, তার জন্য, গল্পের কাহিনিভারের সামঞ্জস্য বা balance বজায় রাখতে চরিত্রে সংলাপ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। Dialogue (দুই বা একাধিক চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন) বা Monologue (আত্মকথন) ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ. অর্থাৎ সংলাপ হবে ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী।

ঘ. কাহিনি অনুযায়ী ভাষার ব্যবহার করতে হবে।

ঙ. কাহিনির সূচনা, বিস্তার, পরিসমাপ্তি মেনে কাহিনি বিন্যাস যথাযথভাবে করবে।

চ. শব্দসীমা উল্লঙ্ঘন করবে না।

ছ. গল্পের একটা আকর্ষণীয় নামকরণ করবে।

প্রদত্ত গল্পসূত্রগুলি অবলম্বনে গল্প রচনা করো :-

১. এক শহরে বাবু নৌকায় নদী পার হচ্ছেন—বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে মাঝিকে অপদস্থ করছিলেন—মাঝিও আফশোস করে বাবুর মতো অত লেখাপড়া না জানার জন্য—এমন সময় ওঠে ঝড়—মাঝি বাবুকে সাঁতার জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন—মাঝি বলেন তাহলে তো জীবনের সবটাই ফাঁকি।

২. প্রাচীন কালে গুরুগৃহে ছাত্ররা বাস করত—গুরুবাক্য মেনে চলত—প্রচণ্ড বৃষ্টি হল একদিন—আশ্রমের সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হল— ফসল বাঁচাতে গুরু আদেশ দেন শিষ্যদের—আরুনি জীবন তুচ্ছ করে ফসল রক্ষা করল।

৫. সারাংশ

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে অনেক রচনাই বিভিন্ন কারণে দীর্ঘ হয়। সেখানে থাকে লেখকের বিষয় সংক্রান্ত নানা উদাহরণ, উপমা, দীর্ঘ বর্ণনা ইত্যাদি। এই বাহুল্য অংশকে বাদ দিয়ে মূল বিষয়কে সহজ সরল ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করাই হলো সারাংশ বা সারমর্মের মূল কথা।

গদ্যে ক্ষেত্রে সাধারণত **সারাংশ** কথাটি ব্যবহৃত হয় আর কবিতার ক্ষেত্রে সেটিই হলো **সারমর্ম**।

সারাংশ বা সারমর্ম লেখার কয়েকটি প্রয়োজনীয় সূত্র :

- প্রদত্ত অংশটি বারবার পড়ে মূল বক্তব্যটি চিহ্নিত করে নাও।
- বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে ব্যবহৃত উপমা-অলংকার-দৃষ্টান্ত বর্জন করো।
- একই কথার পুনরাবৃত্তি কোরোনা। কিন্তু খেয়ার রাখো প্রয়োজনীয় অংশ যেন বাদ না পড়ে।
- সারাংশ বা সারমর্ম সীমাবদ্ধ থাকবে একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে।
- ব্যক্তিগত মন্তব্য বা মতামত একেবারেই প্রকাশ করবে না।
- যে অংশটি সারাংশের জন্য নির্ধারিত হয়েছে তার কবি বা লেখকের কথা জানা থাকলেও উল্লেখ করো না
- সারাংশ হবে মূল লেখার এক তৃতীয়াংশ — এবিষয়টি মনে রাখবে।

নমুনা :

ক. একদিন অফুরন্ত এই কালির ফোয়ারা যিনি খুলে দিয়েছিলেন তার নাম—লুইস অ্যাডসন ওয়াটারম্যান। সেকালের আরও অনেক ব্যবসায়ীর মতো তিনি দোয়াত কলম নিয়ে কাজে বের হতেন। একবার গিয়েছেন আর একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করতে। দলিল কিছুটা লেখা হয়েছে এমন সময় দোয়াত হঠাৎ উপুড় হয়ে পড়ে গেল কাগজে। আবার তিনি ছুটলেন কালির সন্ধানে। ফিরে এসে শোনেন, ইতিমধ্যে আর একজন তৎপর ব্যবসায়ী সইসাবুদ সাঙ্গ করে চুক্তিপত্র পাকা করে চলে গেছেন। বিমর্ষ ওয়াটারম্যান মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন— আর নয়, এর একটা বিহিত তাঁকে করতেই হবে। জন্ম নিল ফাউন্টেন পেন।

আমার মনে পড়ে প্রথম ফাউন্টেন কেনার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পরের ঘটনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের একটা নামী দোকানে গিয়েছি একটা ফাউন্টেন পেন কিনব বলে। দোকানি জানতে চান, কী কলম। বাস, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। তিনি আউড়ে চলেছেন,— পার্কার? শেফার্ড? ওয়াটারম্যান? সোয়ান? পাইলট? কোনটার কী দাম সঙ্গে সঙ্গে তা-ও তিনি মুখস্থ বলতে লাগলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন আমার পকেটের অবস্থা।— তবে হ্যাঁ, শস্তার একটা পাইলট নিয়ে যাও। জাপানি কলম। কিন্তু দারুণ। বলেই মুখ থেকে খাপটা সরিয়ে ধাঁ করে কলমটা ছুড়ে দিলেন টেবিলের এক পাশে দাঁড়-করানো একটা কাঠের বোর্ডের উপর। সার্কাসে খেলোয়াড় যেমন একজন জ্যান্ত মানুষকে বোর্ডের গায়ে দাঁড় করিয়ে ধারালো ছুরি ছুড়ে দেয় তার দিকে, ভঙ্গিটি ঠিক সে-রকম। সার্কাসের খেলায় লোকটি শেষ পর্যন্ত অক্ষত থাকে। আমাকে অবাক করে তিনি কলমটি বোর্ড থেকে খুলে নিয়ে দেখালেন,— এই দেখো। নিব ঠিক আছে। দু'এক ছত্র লিখে দেখিয়ে দিলেন। আমি সেদিন সেই জাদু-পাইলট নিয়েই ঘরে ফিরেছিলাম।

সারাংশ :

জনৈক ব্যবসায়ীর সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করতে গিয়ে দোয়াতের কালি পড়ে গিয়েছিল লুইস অ্যাডসন ওয়াটারম্যানের। সুযোগ পেলেন অন্য একজন। সেই বিভ্রাটের সূত্রেই একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন ফাউন্টেন পেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশ কয়েকবছর পর একদিন কম দামের মধ্যে একটি ভালো ফাউন্টেন পেন কিনবেন বলে লেখক গিয়েছিলেন কলেজ স্ট্রিটের একটি দোকানে। পার্কার, শেফার্ড, ওয়াটারম্যান কিংবা সোয়ান তাঁর সাধ্যে কুলোয়নি। দোকানদারের কথায় কিনলেন অনবদ্য একটি জাপানি পাইলট। শস্তা, মজবুত, দুর্দান্ত কলম। লেখক সাদরে সেই জাদু-পাইলট নিয়ে ঘরে ফিরলেন।

নিজে করো :

ক. ইউরোপীয় অবস্থাপন্ন লোকের একটি স্টাডি অর্থাৎ পাঠাগার থাকে। সেখানে প্রবেশ করবার অর্থ এই—যেন কেউ না দেখে বা ঢোকে। যেমন আমাদের দেশের ঠাকুরঘর। ভক্ত সেখানে আপন মনে সাধনা করেন, হৃদয়দেবতাকে ভক্তির অর্ঘ্য দান করেন—কিন্তু তা লোকচক্ষুর অন্তরালে—আর কেহ দেখে না। আমাদের পাঠাগারকে ঠাকুরঘরের পবিত্রতায় মণ্ডিত করতে হবে, তাকে নিভৃতে স্থাপন করতে হবে—যেন চপলতার গোলমাল সেখানে না পৌঁছায়।

আমাদের দেশে অনেক ছাত্র বাড়িতে থাকেন, আবার অনেক মেসে থাকেন। এখানে ছাত্রের প্রধান বিপদ এই যে তার কোনো স্বতন্ত্র পাঠাগার থাকে না। বড়ো লোকে বড়ো বাড়িতে থাকেন—নানাকার্যের বন্দোবস্তের জন্য তাঁদের অনেক ব্যয় করতে হয়। কিন্তু বাড়ির ছেলে কীরূপে কোলাহলের বাইরে নির্জনে বসে পড়বে সাধারণত কোনো বাড়িতেই তার বন্দোবস্ত থাকে না—এরূপ বন্দোবস্ত যে থাকা দরকার তাও ভালো করে উপলব্ধি করেন না। আর মেসের তো কথাই নেই। আমাদের দেশে কথা আছে—'একে উসখুস দুয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল চারে হাট।' মেসে অনেক একত্র জোটে—কাজেই প্রত্যেকে হাটের মধ্যে গিয়ে পড়ে। হাটে হয় হট্টগোল,সরস্বতী সেখানে টিকতে পারেন না; মন্দিরে যেরূপ ভক্তের জপতপ আরাধনা—পাঠাগারে সেইরূপ ছাত্রের অধ্যয়ন ও সাধনা। ছাত্রের প্রধান কর্তব্য অধ্যয়ন; আর এই অধ্যয়ন তপস্যা ব্যতীত আর কিছু নয়। একাগ্রচিত্ততা এই তপস্যায় সিদ্ধি দান করে।

খ. সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলে কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই — এদের কাছে কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।... তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি, আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মালিকা-মালতি-জাতী-যূথী, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল, তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটল না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকে পেয়েছি বলে প্রকাশ করার ধৃষ্টতাও আমি করিনি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ

প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি

সহায়ক পাঠ কী ও কেন?

'বই তো পড়ো টই পড়ো কি?
তাই তো কাটি ছড়া,
বই পড়া সব মিছেই যদি
না হলো টই পড়া।'

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বই-টই' [সপ্তম শ্রেণি - সাহিত্য মেলা] তো পড়েছো, দেখেছ তো বই-য়ের সঙ্গে টই-টা পড়তেই হবে। না হলে মূল পাঠ্যবইতে তোমরা যেসমস্ত কবিতা, গল্প, নাট্যাংশ ইত্যাদি পড়ো তার মাধ্যমে তোমাদের ভাষাজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না, মনের পড়ার ক্ষিদেটাও মেটে না। তাই সহায়ক পাঠের উদ্দেশ্য হল —

- তোমাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র পাঠের বিকাশ ঘটানো
- আরো বই পাঠ করার আকাঙ্ক্ষার উদ্বেগ ঘটানো।

বিগত শ্রেণিগুলিতে কখনো তোমরা সহায়ক পাঠগুলির বিষয়বস্তুতে পেয়েছ —

সোনা-টিয়ার অ্যাডভেঞ্চার, কখনো বা একটি বালকের ডাগর চোখ দিয়ে চেনা পৃথিবীতে অচেনা জগতের খোঁজ।

সত্যজিৎ রায়ের প্রফেসর শঙ্কুর ডায়রি বহিরঙ্গে বা প্রকরণগত দিক থেকে ডায়রি, অন্তরঙ্গে তা science fiction বা কল্পবিজ্ঞানের গল্প।

এবার প্রশ্ন আসে ডায়রি এবং কল্পবিজ্ঞান কি?

ডায়রি/দিনলিপি —

ষষ্ঠ শ্রেণিতে 'বাংলা ভাষাচর্চা' বইতে তোমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'দিনলিপি' লিখতে শিখেছো, জেনেছো। সপ্তম শ্রেণির (VII- এর) Blossoms বইতেও page 114 lesson 12 My Diary by Anne Frank পড়েছো [পুনরায় পড়ো]।

- দিনলিপি লেখা মানে সাল-তারিখ উল্লেখ করে, প্রতিদিনের ঘটনাবলির পরম্পরা জেনে লিখে ফেলো। দিনলিপি শব্দটিতেই নিয়মিত লেখার আভাস রয়েছে।
- দিনলিপি নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার পরিসর, আড়াল গোপনীয়তা এখানে থাকে না।
- অসংকোচে নিজের কথা বলা।
- অনেক সময় আত্মকথা বা আত্মজীবনীর মূল উপাদান দিনলিপিতে থাকে।

শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য —

ষষ্ঠ শ্রেণির 'দিনলিপি' অধ্যায়

সপ্তম শ্রেণির Blossoms - My Diary, সাহিত্যমেলা - সুকুমার রায়ের 'নোটবুক' কবিতাটির মূলভাব দেখে নিতে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করবেন।

সেতু বন্ধন : সপ্তম শ্রেণির সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মেঘচোর', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পাগলা গণেশ' পড়বে। লীলা মজুমদারের 'মাকু' উপন্যাসের 'মাকু' ও বিধুশেখরের মতো একটি যন্ত্রমানব, মাকুও পড়ে নেবে।

বিজ্ঞানমূলক গল্পের লক্ষণ শঙ্কুর সমস্ত গল্পেই লক্ষ করা যায়। গল্পরস গল্পগুলির প্রধান আকর্ষণ। বাবা সুকুমার রায়ের 'হেঁশোরাম হুঁসিয়ারের ডায়রি'র পদাঙ্ক অনুসরণ করে সত্যজিৎ রায় তার শঙ্কুর গল্পগুলি লিখেছেন।

কোভিড পরবর্তীকালে কল্পবিজ্ঞানের গল্পপাঠ ছাত্রছাত্রীদের মানসপট উন্মোচন করবে ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে উৎসাহিত করে তুলবে।

যে কথা জানতেই হবে :-

- শঙ্কুর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' ১৯৬১ সালের 'সন্দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয়েছিল।
- গিরিডি শহরে নিজের বাড়ির ল্যাবরেটরিতে একা কাজ করেন তবে প্রফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুকে এক ডাকে সারা পৃথিবী চেনে। বিজ্ঞানের ভাষা আন্তর্জাতিক বলেই শঙ্কুর বিভিন্ন কাহিনিতে উঠে আসে ভ্রমণ।
- Science-Fiction - এর বিচারে শঙ্কুর গল্পগুলিতে উঠে এসেছে :

১. ব্যোমযাত্রীর ডায়রি	বিধুশেখর (পরবর্তীকালে অনুকূল গল্পেও যন্ত্রমানব এসেছে), মঙ্গলগ্রহের অদ্ভুত প্রাণী, রকেট, নস্যাস্ত্র, মার্জারিন, ইত্যাদি যাত্রাস্থল : মঙ্গলগ্রহ, টাফা
২. কর্ভাস	জাগতিক প্রাণী একটি কাকের মধ্যে অতিজাগতিক লক্ষণ। সাধারণের সীমা ছাড়িয়ে অসাধারণ সে। অর্নিথন — পাখিদের ট্রেনিং দেবার যন্ত্র যাত্রাস্থল - সান্তিয়াগো, চিলি
৩. স্বর্ণপর্ণী	জাগতিক উদ্ভিদে অতিজাগতিক শক্তি, মিরাকিউরল ওষুধ। যাত্রাস্থল - কালকা, লন্ডন,বার্লিন

- শঙ্কুর সর্বমোট ৩৮টি পূর্ণাঙ্গ গল্প লিখে যেতে পেরেছেন সত্যজিৎ রায়। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচিত্র স্বাদের সে সব আখ্যান।
- শঙ্কুর গল্পমালায় যে জীবনদর্শন উঠে আসে তা অবশ্যই সত্যজিৎ রায়ের। ফেলুদার মতো শঙ্কুও গোয়েন্দাগিরি করেন মাঝে মধ্যে।

অনুসন্ধিৎসা : নির্ধারিত পাঠ্যবস্তুর বাইরে শঙ্কুর গল্পগুলি পড়ে ফেলো। একবার শুরু করলে শেষ না হওয়া অবধি তোমরা ছাড়তেই পারবে না।

Scientice - Fiction বৈশিষ্ট্য

১. উদ্ভট কল্পনা, রহস্য রোমাঞ্চ ভরা পরিবেশ, সময়- সাল/ Time Machine-এ চড়ে যাতায়াত,অতিজাগতিক প্রাণীর দেখা পাওয়া।

২. এ জাতীয় কাহিনিতে থাকে অভিযান, থাকে বিজ্ঞানের কিছু যুগান্তকারী আবিষ্কারের বর্ণনা।

৩. Fantasy -এর একটি ধরন এ জাতীয় কাহিনি।

৪. গল্পভাগে রোজকার পরিচিত গল্প থাকে না বরং পরিচিতের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যাবার ইচ্ছাই প্রবল।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে Science fiction ধরন গেছে বদলে। জুল ভার্নের গল্প বা H. G. Wells এর Time Machine উপন্যাসের সময়পর্ব পেরিয়ে Science fiction মাঝেমধ্যেই পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে থাকল। যেমন - ব্যোমযাত্রীর ডায়রিতে প্রফেসর শঙ্কু মঙ্গল গ্রহ অভিযান করেছেন, পাগলা গনেশের স্ত্রী থাকেন অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জে। আসলে উদ্দেশ্য হচ্ছে চেনা পৃথিবীকে অচেনার মাধ্যমে বারবার তুলনামূলক পরীক্ষা করা। তাই বারে বারে আসে মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান কিছু অপার্থিব প্রাণী।

পাঠভিত্তিক প্রশ্নাবলী

কলিঙ্গদেশে ঝড়বৃষ্টি

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ 'মেঘে কৈল অন্ধকার' — এর ফলাফল ছিল—

ক) কেউ অন্যকে দেখতে পাচ্ছিল না
খ) কেউ নিজের শরীর দেখতে পাচ্ছিল না
গ) সবাই রাত হয়েছে ভেবে ভয় পাচ্ছিল
ঘ) সবাই বাড়িতেই বসেছিল।

১.২ 'চন্ডীর আদেশ পান' — চন্ডীর আদেশ পেয়েছিল —

ক) জাম্বুবান
খ) বীর হনুমান
গ) কলিঙ্গবাসী
ঘ) গুজরাটবাসী।

১.৩ 'ভাঙি করে খান খান' — ভেঙে খান খান করা হয় —

ক) মঠ-অট্টালিকা
খ) গৃহ - অট্টালিকা
গ) গৃহ - প্রাসাদ
ঘ) মন্দির - মঠ।

১.৪ 'ধুলে আচ্ছাদিত হইল যে ছিল হরিত।' হরিত শব্দের অর্থ—

ক) ধুসর
খ) সবুজ
গ) নীল
ঘ) হলুদ।

১.৫ অম্বিকামঙ্গল গান—

ক) কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী
খ) দ্বিজমাধব
গ) নারায়ণ দেব
ঘ) কানা হরিদত্ত।

১.৬ তড়কা শব্দের অর্থ হলো —

ক) বৃষ্টি
খ) বিদ্যুৎ
গ) বন্যা
ঘ) বজ্র।

১.৭ অম্বিকামঙ্গল হলো —

ক) মনসা
খ) চণ্ডী
গ) অন্নদা
ঘ) শীতলা-র মাহাত্ম্যগান।

১.৮ কলিঙ্গদেশ হলো বর্তমান —

ক) কর্ণাটক
খ) ত্রিপুরা
গ) ওড়িশা
ঘ) পশ্চিমবঙ্গ।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ 'ঈশানে উড়িল মেঘ, সঘনে চিকুর' —

ঈশান শব্দটির অর্থ কি? সেখানে কেন মেঘ জমেছিল?

২.২ 'চণ্ডীর আদেশ পান বীর হনুমান।
মঠ, অট্টালিকা ভাঙ্গি করি খানখান।।'

— দেবী চণ্ডী কেন হনুমানকে এমন আদেশ দিয়েছিলেন?

২.৩ 'কলিঙ্গে সোঙরে সকল লোক যে জৈমিনি'

— জৈমিনিকে স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে কলিঙ্গবাসীর কোন মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে?

২.৪ 'কলিঙ্গদেশে ঝড় বৃষ্টি' কাব্যাংশে যে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তার বিবরণ দাও।

২.৫ ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল — কীসের সঙ্গে এই তুলনা?

২.৬ কলিঙ্গ দেশে ঝড় বৃষ্টি কতদিন ধরে চলেছিল?

২.৭ 'কলিঙ্গ দেশে ঝড় বৃষ্টি' পাঠ্যাংশটি কোন্ কাব্যের অংশ?

২.৮ দেবী চণ্ডী নদনদীকে কী আদেশ দিয়েছিলেন?

২.৯ 'আছুক শস্যের কার্য হেজ্যা গেল ঘর'— প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করো।

২.১০ কলিঙ্গের আকাশে কেন মেঘ সঞ্চার হয়েছিল?

২.১১ 'দেখিতে না পায় কেহ অঙ্গ আপনার।'— কেন এমন পরিস্থিতি হলো?

২.১২ বৃষ্টির ফলে কলিঙ্গদেশে কী ঘটল?

২.১৩ মুকুন্দ চক্রবর্তীর উপাধি কী?

২.১৪ 'প্রজা ভাবয়ে বিষাদ'— প্রজারা বিষণ্ণ কেন?

২.১৫ 'অষ্ট গজরাজ'-এর পরিচয় দাও।

২.১৬ 'বিপাকে ভবন ছাড়ি প্রজা দিল রড়।'— কোন বিপাক?

ধীবর বৃত্তান্ত

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ 'প্রভু অনুগৃহীত হলাম' — ধীবরের অনুগৃহীত হওয়ার কারণ —

ক) রাজা তাকে মুক্তি দিয়েছেন খ) তার চোর অপবাদ ঘুচেছে

গ) রাজা খুশি হয়ে আংটির মূল্যের সমান পরিমাণ অর্থ তাকে উপহার পাঠিয়েছেন

ঘ) রাজা তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।

১.২ ‘ঘটনাক্রমে সেই আংটি পেল এক ধীবর .....’ আংটিটি ছিল —

ক) মহর্ষি কণ্বের খ) রাজু শ্যালকের

গ) শকুন্তলার ঘ) প্রিয়ংবদার।

১.৩ ‘আমাদের প্রভুর দেখি খুব বিলম্ব হচ্ছে’। প্রভু বলতে বক্তা বুঝিয়েছেন —

ক) মহারাজকে খ) রাজশ্যালককে

গ) মহাপাত্রকে ঘ) প্রধান প্রহরীকে।

১.৪ শকুন্তলার হাতের আংটি খুলে পড়ে গিয়েছিল —

ক) শচীতীর্থে স্নানের সময় খ) শচীতীর্থে স্নানের পর অঞ্জলি দেওয়ার সময়

গ) নদীতে নৌকা ভ্রমণের সময় ঘ) নদীতে সখীদের সঙ্গে জলকেলি করার সময়।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ ‘‘ব্যাটা বাটপাড়, আমরা কি তোর জাতির কথা জিজ্ঞাসা করেছি?’’

— ব্যাটপাড় বলতে কী বোঝায়? উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তার জাতি প্রসঙ্গে কী বলেছিল?

২.২ ‘‘স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির হলেও মুহূর্তের জন্য রাজা বিহ্বলভাবে চেয়ে রইলেন।’’

রাজা তার গম্ভীর প্রকৃতি ছেড়ে কখন, কেন মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়েছিলেন?

২.৩ ‘‘ধীবর বৃত্তান্ত’’ নাট্যাংশে দুই রক্ষীর সঙ্গে জেলের চরিত্রে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তাদের চরিত্রের কোন্ কোন্ দিক ফুটে ওঠে?

২.৪ ‘‘মণিখচিত, রাজার নাম খোদাই করা এই (রাজার) আংটি তুই কোথায় পেলি?’’

— জেলে রাজার আংটি কীভাবে পেয়েছিল? সে কোথায় ও কেন রাজরক্ষীদের হাতে ধরা পড়েছিল?

২.৫ শকুন্তলাকে কে পতিগৃহে পাঠানোর আয়োজন করেন?

২.৬ ‘সেই বৃত্তি নিন্দনীয় হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত নয়’— এই প্রসঙ্গে বক্তা কোন্ উপমা ব্যবহার করেছেন?

২.৭ ‘চলরে গাঁটকাটা’— তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে?

২.৮ ‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে ধীবর চরিত্রটি যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তা আলোচনা করো।

২.৯ ধীবরের জীবিকা সম্পর্কে রাজশ্যালক পরিহাসভরে কী বলেছিলেন?

২.১০ ‘মহারাজ এ সংবাদ শুনে খুব খুশি হবেন’— মহারাজ কেন খুশি হবেন বলে বক্তার ধারণা?

২.১১ ঋষি দুর্বাসা শকুন্তলাকে কেন অভিশাপ দিয়েছিলেন? অভিশাপের প্রভাবমুক্তির কোন্ পথ নাট্যাংশে নির্দেশিত হয়েছে?

২.১২ ‘সেই আংটিটা রাজার খুব প্রিয় ছিল।’— নাট্যাংশে কীভাবে রাজার প্রিয়তার কথা জানা যায়?

২.১৩ ‘এখন থেকে তুমি আমার একজন বিশিষ্ট প্রিয় বন্ধু হলে।’— বক্তা কে? কীভাবে তাদের বন্ধুত্ব হলো?

২.১৪ ‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে ধীবরের বাড়ি কোথায় ছিল?

২.১৫ শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তের রাজসভায় কেন অপমানিত হয়েছিলেন?

ইলিয়াস

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ ইলিয়াসের বিয়ের এক বছর পরে যখন তার বাবা মারা গেল তখন সে ছিল —

ক) খুব ধনী খ) না ধনী, না দরিদ্র

গ) খুব গরীব ঘ) খুব ক্ষমতা সম্পন্ন।

১.২ ইলিয়াসের সবচাইতে ভালো ঘোড়াগুলি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল—

ক) কিরবিজরা খ) কজাকিরা

গ) প্রতিবেশীরা ঘ) মহম্মদ শা।

১.৩ 'যতদিন ধনী ছিলাম, কখনও সুখ পায়নি।' — একথা বলেছে —

ক) ইলিয়াস খ) ইলিয়াসের প্রতিবেশী

গ) ইলিয়াসের স্ত্রী ঘ) ইলিয়াসের কন্যা।

১.৪ ইলিয়াস তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন —

ক) বড়ো ছেলে বউকে খ) ছোটো ছেলে বউকে

গ) মেয়ে-জামাইকে ঘ) প্রধান চাকর কে।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ '' উফা প্রদেশে ইলিয়াস নামে একজন বাস্‌কির বাস করত। ''

উফা কোথায় অবস্থিত? বাস্‌কির বলতে কী বোঝায়?

২.২ ''সে প্রচুর সম্পত্তি করে ফেলল।'' — সে বলতে কার কথা হয়েছে? সে কীভাবে প্রচুর সম্পত্তি লাভ করতে সমর্থ হলো?

২.৩ ''তখন আমরা পেয়েছি সত্যিকারের সুখ;'' — কাদের কথা বলা হয়েছে? তারা সত্যিকারের সুখ বলতে কী বুঝিয়েছেন?

২.৪ ''বৃদ্ধ দম্পতিকে সাহায্য করবার তখন কেই নেই।'' — বৃদ্ধ ইলিয়াস দম্পতির এমন অবস্থা কীভাবে হয়েছিল? তারপর বৃদ্ধ দম্পতির জীবনে কোন্ পরিবর্তন এল?

২.৫ ''সুখী জীবন কাকে বলে কোনোদিন বুঝিনি।'' — প্রচুর সম্পত্তি থাকলেও ইলিয়াস দম্পতি আগে কেন সুখী জীবন পান নি তা ব্যাখ্যা করো।

২.৬ 'এটা খুবই জ্ঞানের কথা'— জ্ঞানের কথাটি কী?

২.৭ 'বুড়ি আবার কথা বলল'— ইলিয়াস গল্পে বুড়ির কথার গুরুত্ব আলোচনা করো।

২.৮ ইলিয়াস গল্পে কাকে 'বাবাই' সম্বোধন করা হয়েছে?

২.৯ 'এ বিষয়ে তিনি পুরো সত্য বলতে পারবেন।'— তিনি কে? কোন বিষয়ে তিনি সত্য বলতে পারবেন বলে বক্তার ধারণা?

২.১০ কারা ইলিয়াসের ভালো ঘোড়াগুলো চুরি করেছিল?

২.১১ ‘ফলে ইলিয়াসের সম্পত্তিতে টান পড়ল।’— কেন ইলিয়াসের এমন পরিস্থিতি হয়েছিল?

২.১২ ‘পঞ্চাশ বছর ধরে সুখ খুঁজে খুঁজে এতোদিনে পেয়েছি।’— বক্তার বক্তব্য অনুসরণে তাঁর সুখের পরিচয় দাও।

২.১৩ ইলিয়াসের প্রতিবেশিরা তাকে ঈর্ষা করত কেন?

২.১৪ ‘সেও তো পাপ’— কোন আচরণকে পাপ বলা হয়েছে?

২.১৫ ‘অতিথিরা বিস্মিত, গৃহস্বামীরাও বিস্মিত’— তাদের বিস্ময়ের কারণ কী?

২.১৬ ‘শুনে অতিথিরা ভাবতে বসল’— কোন কথা শুনে অতিথিরা ভাবতে বসেছিল?

‘‘দাম’’

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ ‘অতএব আমি ভাবলুম, তা হলে নির্ভয়ে লিখতে পারি,’ বক্তার এমন বক্তব্যের কারণ —

ক) তার লেখা এর আগে প্রশংসা পেয়েছিল খ) নিজের লেখার প্রতি তার অগাধ ভরসা ছিল

গ) সাহিত্যের ইন্দ্র চন্দ্র মিত্র বরুণেরা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিলেন

ঘ) পত্রিকা সম্পাদক আশ্বাস দিয়েছিলেন।

১.২ এম. এ পাশ করার পর ও সুকুমার দুঃস্বপ্ন দেখতেন—

ক) পরীক্ষায় অঙ্ক না মেলায় খ) চাকরী না পাওয়ায়

গ) স্কুলে শাস্তি পাবার ঘ) খেলায় জিততে না পারায়।

১.৩ সুকুমার তার মাস্টারমশাইকে নিয়ে গল্প লিখে পত্রিকা সম্পাদকের কাছ থেকে পেয়েছিলেন—

ক) দশ টাকা খ) বারো টাকা

গ) পনেরো টাকা ঘ) কুড়ি টাকা।

১.৪ ‘সভায় জাঁকিয়ে বক্তৃতা করা গেল’ — সভাটি ছিল —

ক) সুকুমারের নিজের কলেজে খ) বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের কলেজে

গ) কলকাতার এক নামী কলেজে ঘ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ ‘‘ তাদের অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। ” —

কাদের কথা এক্ষেত্রে বলা হয়েছে? তাদের কখন কেমন অবস্থা ছিল?

২.২ ‘‘তাহলে নির্ভয়ে লিখতে পারি।” — বক্তাকে কী বিষয় নিয়ে লিখতে বলা হয়েছিল? তিনি প্রথমে চিন্তিত থাকলেও পরে কেন অভয় পেলেন?

২.৩ ‘দাম’ গল্পে অঙ্কের মাস্টারমশাই-কে তোমার কেমন লেগেছে, তা নিজের ভাষায় লেখো।

২.৪ ‘‘আমি তাঁকে দশ টাকায় বিক্রি করেছিলুম।” — বক্তার এমন অনুশোচনার কারণ ব্যাখ্যা করো।

২.৫ ‘‘আমি সুযোগটা ছাড়তে পারলুম না।” — কীসের সুযোগ বক্তা কেন ছাড়তে পারলেন না?

২.৬ ছাত্র-শিক্ষকের চিরন্তন সম্পর্ক 'দাম' গল্পে কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, আলোচনা করো।

২.৭ 'এম.এ. পাশ করার পরেও স্বপ্ন দেখেছি।'— বক্ত কী স্বপ্ন দেখেছেন?

২.৮ 'মাস্টারমশাই আমাকে বলতে দিলেন না।'— মাস্টারমশাই কী বলে চললেন?

২.৯ বহু বছর পর ছেলেবেলার গণিত শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে সুকুমার কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন?

২.১০ 'এ অপরাধ আমি বইবো কী করে, এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব।'— উদ্ধৃতিটির আলোকে বক্তার আত্মশুদ্ধি কীভাবে ঘটেছিল তা আলোচনা করো।

২.১১ 'আমি চমকে উঠলাম।'— বক্তা চমকে উঠেছিলেন কেন?

নব নব সৃষ্টি

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ প্রাচীন যুগের সব ভাষাই —

ক) আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ
খ) পরনির্ভরশীল,
গ) বর্তমানে অপ্রচলিত
ঘ) বহুল প্রচলিত।

১.২ রচনার ভাষা নির্ভর করে —

ক) তার লেখকের মানসিকতার উপর,
খ) তার বিষয়বস্তুর উপর,
গ) রচনার সময়কালের উপর
ঘ) পাঠকের চাহিদার উপর।

১.৩ বাঙালির চরিত্রে বিদ্রোহ —

ক) বিদ্যমান নয়
খ) অল্প পরিমানে বিদ্যমান
গ) বিদ্যমান
ঘ) বহুলরূপে বিদ্যমান।

১.৪ প্রাবন্ধিক সৈয়দ মুজতব আলীর মতে বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার—

ক) মঙ্গল কাব্যে
খ) চর্যা গানে
গ) পদাবলী কীর্তনে
ঘ) বাউল গানে।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ ''সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলাতে কারও কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়''— 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' শব্দের অর্থ লেখো। সংস্কৃত কেন স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষার মর্যাদা পেতে পারে?

২.২ ''নূতন আমদানিও বন্ধ করা যাবে না।''— 'নূতন আমদানির' কোন্ কোন্ প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে এনেছেন লেখক? ভাষার ক্ষেত্রে 'নূতন আমদানি' বন্ধ করা যাবে না কেন?

২.৩ ''রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে।''— কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি বুঝিয়ে লেখো।

২.৪ ''সুতরাং ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি।''— বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি বিন্যাস করো।

২.৫ ''বাঙালির চরিত্রে বিদ্রোহ বর্তমান।''— এ প্রসঙ্গে তোমার মত উপযুক্ত উদাহরণ সহ প্রতিষ্ঠা করো।

২.৬ 'সংস্কৃত ভাষা আত্মনির্ভরশীল।'— 'নব নব সৃষ্টি' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিকের এমন মন্তব্যের কারণ বিশ্লেষণ করো।

২.৭ 'সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলতে কারও কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।'— কেন প্রাবন্ধিক এমন মনে করেন যুক্তিসহ আলোচনা করো।

২.৮ 'প্রাচীন যুগের সব ভাষাই তাই।'— প্রাচীন যুগের সব ভাষার কোন বৈশিষ্ট্যের কথা প্রাবন্ধিক এক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন?

২.৯ 'বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা আত্মনির্ভরশীল নয়।'— প্রাবন্ধিকের এমন মন্তব্যের কারণ কী?

২.১০ 'সে প্রশ্ন অবান্তর।'— কোন্ প্রসঙ্গকে প্রাবন্ধিক 'অবান্তর' মনে করেন?

২.১১ 'হিন্দি উপস্থিত সেই চেষ্টাটা করছেন'— এক্ষেত্রে কোন্ চেষ্টার কথা প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন?

২.১২ 'রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে।'— বিষয়টিকে 'নব নব সৃষ্টি' প্রবন্ধে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

২.১৩ '... ইংরেজি চর্চা বন্ধ করার সময় এখনও আসেনি।'— প্রাবন্ধিক কীভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন?

২.১৪ 'একমাত্র আরবি-ফার্সি শব্দের বেলা অনায়াসে বলা যেতে পারে...'— কোন্ কথা বলা যেতে পারে?

২.১৪ 'একটা নতুন খতেন নিলে ভালো হয়।'— কোন পরিস্থিতিতে প্রাবন্ধিক কীসের খতিয়ান নিতে আগ্রহী?

২.১৫ 'বাঙালির চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান।'— কীভাবে বিষয়টিকে প্রাবন্ধিক ব্যাখ্যা করেছেন?

হিমালয় দর্শন

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ 'অবশেষে কারসিয়াং স্টেশনে উপস্থিত হইলাম, এখানকার উচ্চতা' —

ক) ৪৮৬৪ ফিট খ) ৪৮৭৮ ফিট

গ) ৪৮৮৭ ফিট ঘ) ৪৮৮৮ ফিট।

১.২ লেখিকা বেগম রোকেয়া ঢেঁকিশাকের কথা পাঠ করেছিলেন—

ক) ভারতী পত্রিকায় খ) মহিলা পত্রিকায়

গ) সন্ধ্যা পত্রিকায় ঘ) ধুমকেতু পত্রিকায়।

১.৩ 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনকালে মন প্রাণ স্বতঃই সমস্বরে বলিয়া উঠে —

ক) প্রকৃতিই সর্বশক্তিমান খ) প্রকৃতি অসীম ও অশেষ

গ) ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য, তিনিই ধন্য ঘ) আদিম সৃষ্টিই শ্রেষ্ঠ।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ ''আত্মহারা হইয়া থাকি, আমি কোনো কাজ করিতে পারি না।''— কখন লেখিকা আত্মহারা হয়ে যান?

২.২ হিমালয়ের নারী সমাজের প্রতি লেখিকার মনোভাব পাঠ্যাংশে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তার পরিচয় দাও।

২.৩ ''পরদিন হইতে আমরা সম্পূর্ণ গৃহসুখে আছি।''— লেখিকার পূর্বদিনের অভিজ্ঞতার বিবরণ দাও।

২.৪ ''যে কারণেই ট্রেন থামুক — আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল।'' — কোথায় কোন্ ট্রেন, কী কারণে থেমেছিল? বক্তা ও তার সঙ্গীদের মনোরথ কীভাবে পূর্ণ হলো?

২.৫ ''প্রভু অনেকগুলি চক্ষু দেন নাই কেন?''— এমন মন্তব্যের কারণ কী? প্রসঙ্গত লেখিকার অধ্যাত্মচেতনার পরিচয় দাও।

২.৬ 'হিমালয় রেল রোড' কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছে?

২.৭ 'হিমালয়ান রেলগাড়ি'গুলি দেখতে কেমন?

২.৮ 'পথের দুই ধারে মনোরম দৃশ্য'— 'হিমালয় দর্শন' রচনাংশ অনুসরণে সেই মনোরম দৃশ্যের পরিচয় দাও।

২.৯ উপত্যকার পথগুলিকে লেখিকা কীসের সঙ্গে উপমিত করেছেন?

২.১০ 'ইহার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত।'— কোন্ সৌন্দর্যকে লেখিকা 'বর্ণনাতীত' বলেছেন?

২.১১ 'আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল।'— লেখিকার 'মনোরথ'টি কী ছিল?

২.১২ 'সে জুলুম হইতে রক্ষা পাইলাম।'— কোন জুলুম থেকে লেখিকা রক্ষা পেয়েছেন?

২.১৩ কারসিয়ং স্টেশনের উচ্চতা কত?

২.১৪ 'বাসায় আসিয়াও (সন্ধ্যার পূর্বে) গৃহসুখ অনুভব করিতে পারি নাই!'— কেন লেখিকা এমন মন্তব্য করেছেন?

২.১৫ 'মনে পড়ে ...'— কোন্ কথা লেখিকার মনে পড়েছে?

২.১৬ হিমালয় দর্শন রচনাংশে ভুটিয়ানিদের প্রসঙ্গে লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দাও।

২.১৭ 'ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি।'— ঈশ্বরকে লেখিকা কেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন?

''নোঙর''

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ পাড়ি দিতে দূর সিন্ধুপারে / নোঙর গিয়েছে পড়ে .....

ক) সমুদ্রের গভীরে খ) বালিয়াড়িতে

গ) তটের কিনারে ঘ) সমুদ্র সৈকতে।

১.২ স্রোতের বিদুপ শুনি প্রতিবার দাঁড়ের —

ক) টানে খ) নিক্ষেপ

গ) গতিতে ঘ) শব্দে।

১.৩ 'নোঙর' কবিতাটি যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত সেটি হল —

ক) ছায়ার কল্পনা খ) সাদা মেঘ কালো পাহাড়

গ) কুসুমের মাস ঘ) নষ্ট চাঁদ।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ ''নোঙর গিয়েছে পড়ে তটের কিনারে।''— নোঙর শব্দের অর্থ কী? কখন তা পড়ে গিয়েছে?

২.২ ''সারারাত তবু দাঁড় টানি''— 'তবু' শব্দটি ব্যবহার কেন করেছেন কবি? সারারাত দাঁড় টানার কারণ কী?

২.৩ ''তারপর ভাঁটার শোষণ''— 'ভাঁটার শাসনে'র আক্ষরিক ও অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ করো।

২.৪ ''যতই না দাঁড় টানি, যতই মাস্তুলে বাঁধি পাল''— 'মাস্তুল' কাকে বলে? নৌকার পাল কী? মাস্তুলে পাল বাঁধার কারণ কী?

২.৫ ''স্রোতের বিদ্রুপ শুনি প্রতিবার দাঁড়ের নিক্ষেপে''— দাঁড়ের নিক্ষেপে বিদ্রুপ শোনার কারণ ব্যাখ্যা করো।

২.৬ 'এ তরীরে মাথা ঠুকে সমুদ্রের দিকে তারা ছোটে'— উদ্ধৃতাংশের রূপকটি পরিস্ফুট করো।

২.৭ 'আমার বাণিজ্য-তরী বাঁধা পড়ে আছে।'— 'নোঙর' কবিতায় 'বাণিজ্য-তরী' প্রসঙ্গ এসেছে কেন? সেই তরী কোথায় বাঁধা পড়ে আছে?

২.৮ 'নোঙরের কাছি বাঁধা তবু এ নৌকা চিরকাল।'— 'নৌকা' চিরকাল কাছি-বাঁধা কেন?

২.৯ 'নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলি' কীভাবে কেঁপে ওঠে?

২.১০ 'নোঙর' কবিতায় কবি কীভাবে দিকের নিশানা করেন?

২.১১ 'ততই বিরামহীন এই দাঁড় টানা'— কবি কেন দাঁড় টানাকে বিরামহীন বলেছেন?

২.১২ তরী ভরা পণ্য নিয়ে কবি কোথায় পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন?

২.১৩ 'সারারাত তবু দাঁড় টানি, ...'— উদ্ধৃতাংশে 'তবু' শব্দের প্রয়োগ সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

খেয়া

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ দুই তীরে দুই গ্রাম আছে —

ক) চেনাশোনা খ) জানাশোনা

গ) চেনাজানা ঘ) জানাচেনা।

১.২ এই খেয়া চিরদিন চলে —

ক) নদীস্রোত খ) নদীপথে

গ) জীবন স্রোত গ) গাঙপথে।

১.৩ 'খেয়া' কবিতাটিতে 'খেয়ানৌকা' হল —

ক) সময়ের প্রতীক খ) জীবনের প্রতীক

গ) যুগের প্রতীক ঘ) মানুষের প্রতীক।

১.৪ 'পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,' — এই দ্বন্দ্ব সর্বনাশ গড়ে তোলে —

ক) পুরোনো ইতিকথা খ) প্রাচীন রূপকথা

গ) নতুন নতুন ইতিহাস ঘ) হতাহতের গল্প।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ ''সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।''— কারা কোথায় আনাগোনা করে? এই আনাগোনার মধ্য দিয়ে কবি কোন্ সত্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন?

২.২ 'নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস'— নতুন নতুন ইতিহাস কীভাবে গড়ে ওঠে তা ব্যাখ্যা করো। প্রসঙ্গত সভ্যতার 'নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন তা আলোচনা করো।

২.৩ ''এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে''— 'এই খেয়া' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? চিরদিন নদীস্রোতে এই খেয়া চলাচলের তাৎপর্যটি বুঝিয়ে দাও।

২.৪ ''দোঁহা-পানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।''— দুইখানি গ্রামের পরস্পরের পানে চেয়ে থাকার বিষয়টি বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিয়ে দাও।

২.৫ 'খেয়া' কবিতায় খেয়ার মধ্য দিয়ে দুই গ্রামের সংযোগ কীভাবে রক্ষিত হয়, তা বুঝিয়ে দাও।

২.৬ 'রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া ওঠে'— রক্তপ্রবাহে কী ফেনিয়ে ওঠে?

২.৭ 'পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ'— এসব খেয়া কবিতায় নদীর দুপারের দুই গ্রামকে স্পর্শ করে না কেন?

২.৮ 'কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে'— উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

আকাশে সাতটি তারা

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ 'কামরাঙা-লাল মেঘ' কে কবি তুলনা করেছেন —

ক) লাল মনিয়ার সাথে খ) মৃত মনিয়ার সাথে

গ) কেশবতী কন্যার সাথে ঘ) লাল বটের সাথে।

১.২ 'আকাশে সাতটি তারা' কবিতাটি যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত সেটি হল —

ক) ধূসর পাণ্ডুলিপি খ) মহাপৃথিবী

গ) রূপসী বাংলা ঘ) বনলতা সেন।

১.৩ জানি নাই ব্রত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর—

ক) দেহ সৌন্দর্যে খ) রূপের বিন্যাস

গ) চুলের বিন্যাস ঘ) অঙ্গ সৌন্দর্য।

১.৪ 'আকাশে সাতটি তারা' কবিতায় বঙ্গের কিশোর পায়ে দলে যায়

ক) দুর্বা ঘাস খ) মুথা ঘাস

গ) নরম ঘাস ঘ) ভিজে ঘাস।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ ''বাংলার নীল সন্ধ্যা''— সন্ধ্যাকে 'নীল' বিশেষণে বিশেষিত করার যুক্তি দাও। কবি সন্ধ্যাকে আর কোন্ কোন্ বিশেষণে বিশেষিত করেছেন?

২.২ 'আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ...'— তখনকার প্রকৃতির রূপ 'আকাশে সাতটি তারা' কবিতায় কীভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে আলোচনা করো।

২.৩ '... মেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো / গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে'— মেঘের রং কী?

২.৪ 'আসিয়াছে শান্ত অনুগত / বাংলার নীল সন্ধ্যা।'— বাংলার সন্ধ্যাকে 'শান্ত' ও 'অনুগত' বলা হয়েছে কেন?

২.৫ '... আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি পাই টের।'— আকাশে সাতটি তারা ফুটে উঠলে কবি কী টের পান?

২.৬ ''আমি এই ঘাসে বসে থাকি''— কে, কখন ঘাসে বসে থাকেন? 'এই ঘাস' বলতে তাঁর কোন বিশেষ অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে?

২.৭ ''যেন মৃত মনিয়ার মতো''— কার সঙ্গে মৃত মনিয়ার তুলনা করা হয়েছে? তুলনাটির যথার্থতা বিচার করো।

২.৮ ''পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দেখে নি কো''— কবি 'কন্যা' কাকে বলেছেন? সেই কন্যার রূপের বর্ণনা কবিতা অনুসরণে লেখো।

২.৯ ''এরই মাঝে বাংলার প্রাণ''— কীসের কীসের মাঝে কবি বাংলার প্রাণকে খুঁজে পেয়েছেন?

আবাহমান

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ কবি 'আবহমান' কবিতায় পাঠককে দাঁড়াতে বলেছেন —

ক) লাউমাচার পাশে খ) পুঁইমাচার পাশে

গ) সন্ধ্যার বাতাসে ঘ) বাড়ির বারান্দায়।

১.২ 'কে এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড়' —

ক) গভীরতায় খ) অনুরাগে

গ) ভালোবাসায় ঘ) ভরসায়।

১.৩ নেভে না তার যন্ত্রণা যে, দুঃখ হয় না —

ক) খাঁটি খ) পচা

গ) অসাড় ঘ) বাসি।

১.৪ এখনও সেই ফুল দুলছে, ফুল দুলছে, ফুল—

ক) নিবিড় অন্ধকারে খ) সন্ধ্যার বাতাসে,

গ) গভীর হাওয়ায় ঘ) স্বপ্নের তারায়।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ 'যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া'— কার প্রতি কবির এই নির্দেশ? কেন সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে হবে?

২.২ 'যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া'— উঠানে গিয়ে দাঁড়ালে কী চোখে পড়বে?

২.৩ 'কে এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে'— 'আবার ফিরে আসা'র প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে কেন?

২.৪ 'ফুরায় না সেই একগুঁয়েটার দুরন্ত পিপাসা।'— 'একগুঁয়ে' কে? তার কোন্ পিপাসাকে, কেন 'দুরন্ত' বলা হয়েছে?

২.৫ 'যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া'— শীর্ষক স্তবকটি 'আবহমান' কবিতায় কতবার ব্যবহৃত হয়েছে? এই পুনরাবৃত্তির কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

২.৬ 'আবহমান' শব্দের অর্থ কী? কবিতায় ব্যক্ত ভাবের সঙ্গে এই নামকরণ কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে তুমি মনে করো?

২.৭ ‘কে এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে’ — নিবিড় অনুরাগের কোন্ পরিচয় ‘আবাহমান’ কবিতায় ফুটে উঠেছে?

২.৮ ‘সারাটা রাত তারায় তারায় স্বপ্ন এঁকে রাখে’ — কে, কেন স্বপ্ন এঁকে রাখে তা ‘আবহমান’ কবিতা অনুসরণে আলোচনা করো।

২.৯ ‘সারাটা দিন আপন মনে ঘাসের গন্ধ মাখে’ — উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

২.১০ ‘নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়য় না।’ — নটেগাছের প্রসঙ্গ এসেছে কেন? তার বুড়িয়ে ওঠা কিন্তু মুড়িয়ে না যাওয়ার বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

ভাঙার গান

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ ভাঙার গান কবিতাটির মূল কাব্যগ্রন্থের নাম —

ক) দোলন চাঁপা খ) ছায়ানট

গ) ভাঙার গান ঘ) বিষের বাঁশি।

১.২ ভেঙে ফেল কররে লোপাট—এখানে ‘লোপাট’ বলতে কবি বুঝিয়েছেন—

ক) নির্মূল করা খ) দৃঢ় করা

গ) অন্যত্র সরানো ঘ) বন্ধ করা।

১.৩ গাজনের বাজনা বাজা — ‘গাজন’ নামক লোকায়ত উৎসবটি এখনও বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়—

ক) বৈশাখে খ) আষাঢ়ে

গ) চৈত্রে ঘ) মাঘে।

১.৪ ‘শিখায় এ হীন তথ্য কে রে’ — তথ্যটি হল —

ক) লৌহ কপাট ভেঙে ফেলা যায় খ) ভগবানকে ফাঁসি দেওয়া যায়

গ) পাগলা ভোলাকে অবরুদ্ধ করা যায় ঘ) দেশকে স্বাধীন করা যায়।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ ‘ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট’— উদ্ধৃতাংশে কী ভেঙে ফেলার এবং ‘লোপাট’ করার ডাক দেওয়া হয়েছে?

২.২ ‘বাজা তোর প্রলয় বিষাণ।’— ‘প্রলয় বিষাণ’ বাজানোর আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে কেন?

২.৩ ‘গাজনের বাজনা বাজা।’— ‘গাজন’ কী? তার বাজনা বাজানো প্রয়োজন কেন?

২.৪ ‘হা হা হা পায় যে হাসি’— হাসি উদ্রেকের কারণ কী?

২.৫ ‘শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?’— কোন তথ্যকে কবি ‘হীন’ বলেছেন?

২.৬ ‘ও রে ও পাগলা ভোলা’— ‘পাগলা ভোলা’র প্রসঙ্গ কবিতায় কোন অনুষঙ্গে এসেছে? তাঁর প্রতি কবির আবেদনটি কী?

২.৭ ‘মার হাঁক হৈদরী হাঁক’— হৈদরী হাঁক বলতে কী বোঝ?

২.৮ ‘দেরে দেখি...’— ‘ভাঙার গান’ কবিতায় কবি কী দেখার প্রত্যাশী?

২.৯ ‘যত সব বন্দি-শালায়’— কবি কোন দৃশ্য দেখতে চান?

২.১০ ‘ওরে ও তরুণ ঈশান!’ — ঈশান শব্দের অর্থ কী? কবি কাদের এই সম্বোধন করেছেন? তাদের প্রতি কবির বার্তা কী?

২.১১ ‘উড্ডুক প্রাচী’র প্রাচীর ভেদি’ — ‘প্রাচী’ ও ‘প্রাচীর’ শব্দদুটির মাধ্যমে কবির কোন্ বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে?

২.১২ ‘মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে!’ — উদ্ধৃতিটির আলোকে কবিতায় কবির বক্তব্য পরিস্ফুট করো।

২.১৩ ‘নাচে ওই কাল-বোশেখি’/কাটাবি কাল বসে কি?”— ‘কাল-বোশেখি’র প্রসঙ্গ কীভাবে কবি কবিতায় যুক্ত করেছেন?

“চিঠি”

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ ‘একখানা চিঠি কাল পেয়েছি’ — এখানে স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর চিঠি পাওয়ার কথা লিখেছেন তিনি হলেন —

ক) মিসেস সেভিয়ার খ) মিস মুলার

গ) মি, ই. টি স্টার্ডি ঘ) মিস নোবেল।

১.২ সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত —

ক) কেল্টিক রক্ত খ) ভারতীয় রক্ত

গ) জার্মান রক্ত ঘ) মিশরীয় রক্ত।

১.৩ তিনি আমেরিকায় আমার বিশেষ উপকারী বন্ধু ছিলেন — এখানে তিনি হলেন —

ক) মিসেস বুল খ) মিসেস সেভিয়ার

গ) মিস ম্যাকলাউড ঘ) মার্গারেট নোবেল।

১.৪ কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো — যাঁকে চিন্তা করার কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন —

ক) নিবেদিতা খ) মিসেস সেভিয়ার

গ) মিসেস বুল ঘ) মি, স্টার্ডি।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ পাঠ্য ‘চিঠি’ টি মিস নোবলকে স্বামী বিবেকানন্দ কবে, কোথা থেকে লিখেছিলেন?

২.২ ‘স্টার্ডির একখানি চিঠি কাল পেয়েছি।’— স্টার্ডির পরিচয় দাও।

২.৩ স্টার্ডির চিঠি পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ কী জেনেছেন?

২.৪ কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দ মিস নোবলকে এই চিঠিটি লিখেছেন?

২.৫ ‘... তবে অবশ্য তোমাকে শতবার স্বাগত জানাচ্ছি।’— উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে ‘শতবার স্বাগত’ জানানোর কারণ কী?

২.৬ ‘মরদ কি বাত হাতি কা দাঁত’— কথাটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

২.৭ ‘... তোমাকে একটু সাবধান করা দরকার ...’— বক্তা কোন্ বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন?

২.৮ ‘তাঁর সঙ্গে বনিয়ে চলা অসম্ভব।’— কার সঙ্গে, কেন বনিয়ে চলা অসম্ভব বলে পত্রলেখক মনে করেন?

২.৯ ‘আমেরিকার সংবাদে জানলাম ...’— আমেরিকার কোন্ সংবাদ পত্রলেখক পেয়েছেন?

২.১০ ''এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে''— বক্তার এখন কোন বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে? তিনি কাকে নিজের সেই বিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন?

২.১১ ''কিন্তু বিঘ্নও আছে বহু।''— কোথায় কী কী বিঘ্ন সম্পর্কে প্রাবন্ধিক কাকে সচেতন করেছেন?

২.১২ ''নারীকুলের রত্নবিশেষ''— কার সম্পর্কে লেখকের এই মন্তব্য? তাঁর চরিত্র সম্পর্কে লেখক কী কী জানিয়েছেন?

২.১৩ ''আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে''— উক্তিটির আলোকে বক্তার চরিত্রের পরিচয় দাও।

২.১৪ ''যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার সবই সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়।''— কোন্ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক এমন মন্তব্য করেছেন?

আমরা

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ বঙ্গভূমির কপালে শোভা যায় —

ক) কাঞ্চন-শৃঙ্গ মুকুট খ) কাঞ্চন মুকুট

গ) মুকুট ঘ) কনক মুকুট।

১.২ 'বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া' — কায়ারূপ ধারণ করেছেন—

ক) বিবেকানন্দ খ) রামপ্রসাদ

গ) নিমাই ঘ) রামকৃষ্ণ।

১.৩ বিষম ধাতুর মিলন ঘটিয়েছেন যে বিজ্ঞানী তিনি হলেন —

ক) জগদীশচন্দ্র বসু খ) প্রফুল্লচন্দ্র রায়

গ) মেঘনাদ সাহা ঘ) উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

১.৪ 'আমরা' কবিতায় 'আদিবিদ্বান' বলে উল্লিখিত হয়েছেন —

ক) ব্যাসদেব খ) বশিষ্ঠ

গ) কপিল ঘ) বিশ্বামিত্র।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ 'আমরা' কবিতায় বাঙালির গৌরবময় অতীতের ছবি কীভাবে ফুটে উঠেছে তা আলোচনা করো।

২.২ 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটিছে জগৎময়'— কীভাবে বিবেকের বাণী জগৎজুড়ে প্রচারিত হয়েছে?

২.৩ ' আমাদেরই এই কুটিরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি'— পঙ্‌ক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

২.৪ 'তপের প্রভাবে বাঙালি সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া'— পঙ্‌ক্তিটির মর্মার্থ লেখো।

২.৫ 'আমরা বাঙালি বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।'— বঙ্গভূমিকে 'বাঞ্ছিত' বলার কারণ কী?

২.৬ আমরা কবিতায় বঙ্গভূমির ভৌগোলিক চিত্র কীভাবে অঙ্কিত হয়েছে তা উদ্ধৃতিসহ আলোচনা করো।

২.৭ 'ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট' — 'কাঞ্চন-শৃঙ্গ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? কার ভালে এমন শোভা? 'আমরা' কবিতায় বর্ণিত তার বিচিত্র রূপ সৌন্দর্যের পরিচয় দাও।

২.৮ ‘এক হাতে মোরা মগোর রুখেছি’ — ঐতিহাসিক প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করো। প্রসঙ্গত বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দাও।

২.৯ ‘কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি’ — কীর্তন ও বাউলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২.১০ ‘বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে’— ‘বিধির আশিস’ বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? শুধুই কী ‘বিধির আশিসে’ বাঙালী বেঁচে গেছে এবং বেঁচে আছে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

২.১১ ‘মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি ধীরে’— ‘মিলনের মহামন্ত্র’ বলতে কী বোঝ? বাঙালী কীভাবে সেই মহামন্ত্রে মানবকে দীক্ষিত করবে?

নিরুদ্দেশ

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ নিরুদ্দেশ গল্পে গল্পকথকের বন্ধুর নাম

ক) ভুবন খ) শোভন

গ) সোমেশ ঘ) সুমন।

১.২ গল্পে লেখকের কাছে শীতের দিনে সবথেকে অস্বস্তিকর হল —

ক) প্রচন্ড রোদ খ) দুর্ঘটনা

গ) বাদলা ঘ) বরফ পড়া।

১.৩ ‘নিরুদ্দেশ’-এর বিজ্ঞাপন দেখে লেখকের—

ক) হাসি পেত খ) দুঃখ হতো

গ) কান্না পেত ঘ) আনন্দ হতো।

১.৪ শোভন তার বাড়ি ফিরেছিল —

ক) প্রায় তিন বছর বাদে খ) প্রায় দেড় বছর বাদে

গ) প্রায় চার বছর বাদে ঘ) প্রায় দুই বছর বাদে।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ ‘দিনটা ভারী বিশ্রী।’— ‘নিরুদ্দেশ’ গল্প অনুসরণে দিনটির বিবরণ দাও।

২.২ ‘একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছ?’— বক্তার দৃষ্টিতে ‘আশ্চর্য ব্যাপার’ টি কী?

২.৩ ‘খবরের কাগজের অফিসের ব্যাপারটা বড়ো জটিল।’— খবরের কাগজের অফিসের ব্যাপারটা জটিল মনে হয় কেন?

২.৪ ‘অধিকাংশ নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপনের ইতিহাস এই।’— বক্তা কোন্ ইতিহাস বিবৃত করেছে?

২.৫ ‘তুমি জানো না। এই বিজ্ঞাপনের পেছনে অনেক সত্যকার ট্র্যাজিডি থাকে।’— নিরুদ্দেশ গল্প অনুসরণে সেই ‘সত্যকার ট্র্যাজিডি’র বিবরণ দাও।

২.৬ ‘নিরুদ্দেশ এর এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখলে কিন্তু আমার হাসি পায়’ — বক্তার এমন প্রতিক্রিয়ার কারণ কী?

২.৭ ‘নায়েবমশাই নোটের তাড়াটা শোভনের হাতে গুঁজে দিলেন।’ — টাকা পেয়ে শোভনের মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তা লেখো।

২.৮ শোভন প্রায় দুবছর পর বাড়িতে ফেরার পর কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল, তার বিবরণ দাও।

২.৯ 'সেই জন্যেই গল্প বানানো সহজ হলো।'— কে বলেছিল? কাকে? এই উক্তি থেকে বক্তার কোন্ মানসিকতা প্রকাশিত হয়?

রাধারাণী

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ 'রাধারাণী' রচনাংশের ঘটনার সময় —

ক) শীতকাল খ) বর্ষাকাল

গ) শীতকাল ঘ) বসন্তকাল।

১.২ রাধারাণীর মা পীড়িত হয়েছিলেন—

ক) রথের দিন খ) রথের আগে

গ) রথের পরে ঘ) রথের পনেরো দিন আগে।

১.৩ রাধারাণীদের সম্পত্তির অর্থমূল্য ছিল —

ক) কুড়ি লক্ষ টাকা খ) তিরিশ লক্ষ টাকা

গ) আট লক্ষ টাকা ঘ) দশ লক্ষ টাকা।

১.৪ 'নোটখানি তাহারা ভাঙাইল না' — কারণ—

ক) তাদের দরকার ছিল না খ) নিজের টাকা নয় বলে

গ) তাতে নাম লেখা ছিল বলে ঘ) তারা দরিদ্র কিন্তু লোভী নয়।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ 'তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভালো ছিল'— পরবর্তীকালে তাদের দুর্দশার কারণ কী?

২.২ 'সুতরাং আর আহার চলে না।'— কাদের প্রসঙ্গে এই উক্তি? তাদের আহার বন্ধের উপক্রম হলো কেন?

২.৩ '... তাহাতেই মার পথ্য হইবে।'— রাধারাণী কীভাবে মায়ের পথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করেছিল?

২.৪ 'অগত্যা রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিল।'— কোন্ পরিস্থিতিতে কাঁদতে কাঁদতে রাধারাণী বাড়ির পথ ধরল?

২.৫ 'তুমি কোথা গিয়েছিলে?'— এই প্রশ্নের উত্তরে রাধারাণী কী বলেছিল?

২.৬ 'রাধারাণীর আনন্দ হইল ...'— কোন কথা শুনে রাধারাণীর আনন্দ হয়েছিল?

২.৭ 'সকাতরে বলিল মা! এখন কী হবে?'— কোন্ পরিস্থিতিতে রাধারাণী একথা বলেছিল? উত্তরে তার মা কী বলেছিলেন?

২.৮ 'রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চৈ: স্বরে ডাকিয়া কাঁদে নাই — এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিল।' — সে কেন কেঁদেছিল? এ প্রসঙ্গে তোমার মতামত লেখ।

২.৯ বনফুলের মালা নিয়ে রাধারাণী রথের মেলার উদ্দেশ্যে বেরোবার পর থেকে কী কী ঘটনা ঘটেছিল তা নিজের ভাষায় লেখো।

২.১০ '..... ঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বেলে যদি দেখি যে, পয়সা নয়, তখন ফিরাইয়া দিব।' কে বলেছিল? এই উক্তি থেকে তার চরিত্রের কোন্ দিকটি প্রকাশিত হয়?

২.১১ 'তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।' — এই উক্তির কারণ বুঝিয়ে দাও।

চন্দ্রনাথ

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ 'চন্দ্রনাথ' গল্পে কথক চন্দ্রনাথকে তুলনা করেছেন —

ক) লুব্ধকের সঙ্গে খ) সপ্তর্ষিমন্ডলের সঙ্গে

গ) শুকতারার সঙ্গে ঘ) কালপুরুষের সঙ্গে।

১.২ আরও একজনকে মনে পড়িতেছে — সে হল —

ক) নিশানাথ খ) নরেশ

গ) হীরু ঘ) চন্দ্রনাথ।

১.৩ চন্দ্রনাথের সেকেন্ড প্রাইজ রিফিউজ করার কারণ হল, সে মনে করে —

ক) সেকেন্ড হওয়া অপরাধ খ) শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ জানাতে চায়

গ) এটি তার আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিকর ঘ) স্কুল কর্তৃপক্ষ তাই চান।

১.৪ 'আছ থেকে আমরা পৃথক', — এ কথা বলেছিলেন—

ক) চন্দ্রনাথের বউদি খ) হীরু

গ) হেড মাস্টার ঘ) নিশানাথ বাবু।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ 'কত কথা মনে হইতেছে।'— কথকের কোন্ কথা মনে পড়েছে?

২.২ 'সঙ্গে সঙ্গে আরও একজনকে মনে পড়িতেছে— হীরুকে।'— হীরু কে? তার কথা কথকের মনে পড়েছে কেন?

২.৩ 'চন্দ্রনাথ' গদ্যাংশে নিশানাথবাবুর পরিচয় দাও।

২.৪ 'এও হয়তো সেই বিচিত্র সমাবেশ।'— 'চন্দ্রনাথ' গদ্যাংশে কথক কোন্ সমাবেশকে 'বিচিত্র' বলেছেন?

২.৫ 'ঘরে কেহ নাই।'— সেই পরিস্থিতিতে কী ঘটল?

২.৬ 'সঙ্গে সঙ্গে হেডমাস্টার মহাশয়কে মনে পড়িতেছে।'— চন্দ্রনাথ গদ্যাংশে 'হেডমাস্টার মশাই' চরিত্রের গুরুত্ব আলোচনা করো।

২.৭ 'দুর্দান্ত চন্দ্রনাথের আঘাতে সমস্ত স্কুলটা চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।'— চন্দ্রনাথ গদ্যাংশ অনুসরণে সেই পরিস্থিতির বিবরণ দাও।

২.৮ 'আজ থেকে আমরা পৃথক।'— বক্তা কে? তিনি এমন কঠোর সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন কেন?

২.৯ ‘সেই মুহূর্তে উঠিয়া আসিলাম।’— কথক কোন্ পরিস্থিতিতে, কেন উঠে এসেছিলেন?

২.১০ ‘চন্দ্রনাথের অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে।’— চন্দ্রনাথের অনুমানটি কী ছিল?

২.১১ ‘আমি কিন্তু প্রথমেই গেলাম চন্দ্রনাথের বাড়ি।’— সেখানে গিয়ে কথক কী দেখলেন?

২.১২ ‘সন্ধ্যায় গেলাম হীরুর বাড়ি।’— হীরুর বাড়িতে সেই সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।

২.১৩ ‘হীরু বলিল, চন্দ্রনাথ একখানা চিঠি দিয়ে গেছে।’— চন্দ্রনাথের চিঠিতে কী লেখা ছিল?

২.১৪ ‘... কল্পনা করিয়াছিলাম’— ‘চন্দ্রনাথ’ গদ্যাংশ অনুসরণে কথকের কল্পনার পরিচয় দাও।

২.১৫ ‘চন্দ্রনাথের দাদার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না।’ — চন্দ্রনাথের দাদার নাম কী? কেন তাঁর মুখ দিয়ে কথা সরছিল না?

২.১৬ ‘অমনই প্রদীপ্ত, কিন্তু সে দীপ্তি কোমল স্নিগ্ধ।’ — কার সম্পর্কে বলা হয়েছে? তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

২.১৭ ‘উৎসবের বিপুল সমারোহ সেখানে।’ — কেন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল? উৎসবের বর্ণনা দাও।

২.১৮ চন্দ্রনাথ কীভাবে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল? এই ভবিষ্যৎবাণী কতদূর সফল হয়েছিল?

প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি

ব্যোমযাত্রীর ডায়রি :

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রিটা যাঁর থেকে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি হলেন —

ক) প্রোফেসর শঙ্কু খ) তারক চাটুজ্যে গ) প্রহ্লাদ ঘ) অবিনাশবাবু।

১.২ তারকবাবু তাঁর সব ঘটনায় টেনে আনতেন —

ক) রোবটকে খ) হরিণকে গ) বিড়ালকে ঘ) বাঘকে।

১.৩ তারকবাবু সুন্দরবন থেকে ডায়রি ছাড়া পেয়েছিলেন —

ক) হরিণের শিং খ) গোসাপের চামড়া গ) কিছু ছবি ঘ) কিছু পাথর।

১.৪ শঙ্কুর ডায়রির লেখায় লেখক প্রথমবার যে রংটি দেখেছিলেন —

ক) লাল খ) সবুজ গ) নীল ঘ) কালো।

১.৫ বিজ্ঞানের কথা উঠলেই শঙ্কুর সঙ্গে ঠাট্টা করতেন —

ক) প্রহ্লাদ খ) বিধুশেখর গ) অবিনাশবাবু ঘ) তারকবাবু।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ প্রোফেসর শঙ্কুর নিরুদ্দেশ হওয়া প্রসঙ্গে সকলের কী ধারণা ছিল?

২.২ কী করে তারকবাবুর কাছে শঙ্কুর ডায়রিটা পৌঁছেছিল?

২.৩ ‘উল্কাপাত’ প্রসঙ্গে ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়রি’তে কী লেখা আছে?

২.৪ ব্যোমযাত্রীর ডায়রিতে উল্লিখিত বিড়াল ও কুকুরের নাম কী?

২.৫ ‘কিন্তু এর কাছে সে জল কিছুই না।’ — কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে?

২.৬ ‘‘বিধুশেখর বলল, গবাক্ষ উদ্‌ঘাটন করছ।” — রকেটের জানালা খুলে কী দেখা গিয়েছিল?

২.৭ টাকায় পৌঁছে শঙ্কুর কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

কর্ভাস

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ মাটিতে বাসা বাঁধে —

ক) কাক খ) বাবুই গ) ম্যালি-ফাউল ঘ) গ্রিব।

১.২ যে পাখি নিজের পালক ছিঁড়ে খায় এবং শাবকদেরও খাওয়ায় —

ক) হামিং বার্ড খ) গ্রিব গ) চড়াই ঘ) কাক।

১.৩ কর্ভাসের ট্রেনিং-এর সময় ছিল —

ক) ভোর ছটা থেকে আটটা খ) সকাল সাতটা থেকে নটা

গ) সকাল আটটা থেকে নটা ঘ) সকাল নটা থেকে দশটা।

১.৪ আর্গাস ম্যাজিক দেখাতে শুরু করেন যে বয়স থেকে —

ক) বারো খ) পনেরো গ) সতেরো ঘ) উনিশ।

১.৫ হোটেলের ঘর থেকে কর্ভাস নিখোঁজ হয় —

ক) ১ নভেম্বর খ) ১১ নভেম্বর গ) ১৬ নভেম্বর ঘ) ৩০ নভেম্বর।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ প্রোফেসর শঙ্কুর পক্ষীবিজ্ঞানী বন্ধুর নাম কী?

২.২ কর্ভাস শঙ্কুর ‘অরনিথন’ যন্ত্রের সাহায্যে কী কী শিখেছিল?

২.৩ শঙ্কু কাদের সঙ্গে সানতিয়াগো শহরটা দেখতে বেরিয়েছিলেন?

২.৪ কর্ভাসের কীর্তি দেখে আর্গাস কী বলে উঠেছিল?

২.৫ সানতিয়াগোতে আর্গাস ছাড়া কার কাছে সিলভার ক্যাডিলকে গাড়ি ছিল?

২.৬ ‘কালকে তো একটা ব্যাপারে রীতিমতো হকচকিয়ে গেছি।’ — কেন বক্তা হকচকিয়ে গেছেন?

২.৭ ‘একজন জাদুকরের পক্ষে নামটা বেশ মানানসই।’ — একথা বলার কারণ কী?

২.৮ ‘ম্যালি-ফাউল’ এবং ‘গ্রিব’ পাখি সম্পর্কে ‘কর্ভাস’ গল্পে কী কী জানা যায়?

২.৯ ‘কিন্তু কী অসামান্য তার বুদ্ধি।’ — সেই বুদ্ধির প্রমাণ গল্পে কীভাবে পাওয়া যায়?

২.১০ ‘অরনিথন যন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।’ — বক্তা কখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন?

স্বর্ণপর্ণী

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ প্রোফেসর শঙ্কুর প্রথম আবিষ্কার —

ক) মিরাকিউরল খ) অ্যানাইহিলিন গ) রিমেমব্রেন ঘ) স্বর্ণপর্ণী।

১.২ প্রোফেসর শঙ্কু আই এস সি পাশ করেন যখন তাঁর বয়স —

ক) বারো খ) তেরো গ) চোদ্দো ঘ) ষোলো।

১.৩ স্বর্ণপর্ণী গাছড়ার সন্ধান দেন —

ক) শঙ্কুর বাবা খ) বিরিঞ্চিবাবা গ) টিক্‌ড়ীবাবা ঘ) মছলীবাবা।

১.৪ কালকা থেকে কসৌলির দূরত্ব —

ক) তিরিশ কিলোমিটার খ) চল্লিশ কিলোমিটার

গ) ছেচল্লিশ কিলোমিটার ঘ) আটচল্লিশ কিলোমিটার।

১.৫ 'পিগম্যালিয়ন' নাটকের লেখক —

ক) ইবসেন খ) শেক্সপীয়র গ) বার্নার্ডশ ঘ) মার্লো।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ হাইনরিখ স্টাইনার কোন্ বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন?

২.২ প্রোফেসর শঙ্কুক'টি মিরাকিউরলের বড়ি লণ্ডনে নিয়ে গিয়েছিলেন?

২.৩ 'লুগার অটোম্যাটিক' পিস্তল কোথায় তৈরি হয়?

২.৪ মিরাকিউরলের কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে কী তথ্য জানা যায়?

২.৫ হের গোয়রিং এবং ত্রেরিখ ফ্রোম লোভের বশবর্তী হয়ে চারটি করে বড়ি খাওয়ার কী ঘটল?

২.৬ 'আমার করণীয় আমি স্থির করে ফেলেছি।' — বক্তা কী স্থির করেছেন?

২.৭ 'অগত্যা সন্ডার্সের প্রস্তাবে যায় দিতে হলো' — সন্ডার্স কী প্রস্তাব দিয়েছিল?

২.৮ 'এটা ভাবতে আমার আপাদমস্তক জ্বলে যায়।' — কখন বক্তার মনে এমন প্রতিক্রিয়া হয়?

২.৯ 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।' — সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

২.১০ 'এটাই যে স্বর্ণপর্ণী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' — বক্তা কখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন?

২.১১ 'স্বর্ণপর্ণী' গল্প অনুসরণে প্রোফেসর শঙ্কুর নানাবিধ আবিষ্কারের পরিচয় দাও।

ব্যাকরণ অংশ

ধ্বনি, ধ্বনি পরিবর্তন ও সন্ধি

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ নিম্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখের মধ্যে অবস্থান করে —

ক) সর্বনিম্ন স্থানে খ) ঠোঁটের নীচে

গ) মূর্ধার সর্বনিম্ন স্থানে ঘ) মূর্ধার সর্বোচ্চ স্থানে।

১.২ বাংলায় শ্ ও স্ — এই ধ্বনি দুটি

ক) উষ্ম ব্যঞ্জনধ্বনি খ) শিস্ ধ্বনি গ) ঘৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি ঘ) উষ্ম ব্যঞ্জন ও শিস্ ধ্বনি।

১.৩ 'আস্তাবল' শব্দটি —

ক) ধ্বনির আগমজাত পরিবর্তনের ফল খ) ধ্বনির লোপজাত পরিবর্তনের ফল

গ) ধ্বনির রূপান্তরজাত পরিবর্তনের ফল ঘ) ধ্বনির স্থানান্তরজাত পরিবর্তনের ফল।

১.৪ উৎ + চারণ = উচ্চারণ — এটি যে সন্ধির উদাহরণ

ক) স্বরসন্ধি খ) ব্যঞ্জনসন্ধি

গ) বিসর্গসন্ধি ঘ) স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ মৌখিক স্বরধ্বনি বলতে কী বোঝ? মৌখিক স্বরধ্বনির প্রকারভেদ উল্লেখ করো।

২.২ বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ক'টি ও কী কী?

২.৩ ই' উ, এ' এবং 'ও' - কে কী বলা হয়?

২.৪ 'ঐ' এবং 'ঔ' যৌগিক স্বরধ্বনি কোন্ কোন্ ধ্বনিসমাবেশে গঠিত?

২.৫ অনুনাসিক স্বরধ্বনি কোন্গুলি?

২.৬ হ্রস্ব স্বরধ্বনি ও দীর্ঘ স্বরধ্বনি বলতে কী বোঝ?

২.৭ 'র, ল, ন' — এরা দন্ত্যমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনি কেন?

২.৮ একটি পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ দাও।

২.৯ ধ্বনি পরিবর্তনের কারণগুলি নির্দেশ করো।

২.১০ বিপ্রকর্ষ কী?

২.১১ বর্ষণ > বরিষণ — ধ্বনি পরিবর্তনের কোন্ রীতিতে ঘটেছে?

২.১২ ‘য়-শ্রুতি’ এবং ‘হ-শ্রুতি’-র উদাহরণ দাও।

২.১৩ অন্ত্যস্বরলোপের একটি উদাহরণ দাও।

২.১৪ বিলাত > বিলেত — এখানে কী ধরনের স্বরসংগতি ঘটেছে?

২.১৫ সপ্ত > সত্ত > সাত — এক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন্ রীতি লক্ষ করা যায়?

২.১৬ ব্যঞ্জনদ্বিত্বের একটি উদাহরণ দাও।

২.১৭ প্রথম শব্দের শেষে ‘অ’ কিংবা ‘আ’ ধ্বনি এবং পরবর্তী শব্দের প্রথমে ‘ঋ’ ধ্বনি থাকলে এই দুই ধ্বনির মিলনে সন্ধিজাত ধ্বনিটি কী হবে?

২.১৮ ‘প্রতি + উক্তি’-র সন্ধিবদ্ধ পদটি কী হবে?

২.১৯ জগৎ + বন্ধু = জগবন্ধু — সন্ধির কোন্ নিয়ম অনুসারে হয়েছে?

২.২০ প্রথম শব্দে থাকা স্বরধ্বনির সঙ্গে যুক্ত র্ - জাত বিসর্গের (ঃ) সঙ্গে পরবর্তী শব্দের প্রথমে থাকা ‘র্’ ধ্বনির সন্ধি হলে বিসর্গ লোপ পায় এবং পূর্বস্বরটি দীর্ঘ হয়। — এর দুটি উদাহরণ দাও।

শব্দ গঠনের কৌশল ও বাংলা শব্দভাণ্ডার

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ মৌলিক শব্দ এবং সাধিত শব্দ বলতে কী বোঝ?

২.২ সংস্কৃতে উপসর্গের সংখ্যা কয়টি?

২.৩ ‘স্থান’-এর সঙ্গে উপসর্গযোগে একটি নতুন শব্দ তৈরি করো।

২.৪ অনুসর্গের প্রকারভেদ উল্লেখ করো।

২.৫ দুটি ক্রিয়াজাত অনুসর্গের উদাহরণ দাও।

২.৬ ‘অপেক্ষা’ — এটি ক্রিয়াজাত না শব্দজাত অনুসর্গ?

২.৭ উপসর্গ এবং অনুসর্গের তিনটি পার্থক্য নির্দেশ করো।

২.৮ মৌলিক, সাধিত, সংযোগমূলক এবং যৌগিক ধাতু বলতে কী বোঝ?

২.৯ গঠন অনুযায়ী সাধিত ধাতুকে কটি ভাগে বিভক্ত করা যায়?

২.১০ ন্যৎ-প্রত্যয় যোগে একটি শব্দ গঠন করো।

২.১১ মৌলিক শব্দকে কটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

২.১২ ধাত্বয়ব প্রত্যয়ের একটি উদাহরণ দাও।

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ লভ্য শব্দটি যেভাবে উৎপন্ন — ক) লোভ + অ খ) লভ্ + যৎ গ) লভ্ + ক্যপ ঘ) লভ্ + ন্যৎ

১.২ ট্যাঁড়স — ক) দেশি শব্দ খ) প্রতিবেশী শব্দ গ) তদ্ভব শব্দ ঘ) অর্থতৎসম শব্দ

১.৩ ‘কুপন’ একটি — ক) তৎসম শব্দ খ) তদ্ভব শব্দ গ) চিনা শব্দ ঘ) ফরাসি শব্দ

শব্দ ও পদ

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

১.১ 'বিনয়' শব্দটি যে ধরনের বিশেষ্য —

ক) শ্রেণিবাচক খ) সংজ্ঞাবাচক গ) গুণবাচক ঘ) ক্রিয়াবাচক।

১.২ 'আচ্ছা লোক তো আপনি!'

নিম্নরেখাঙ্কিত পদটি

ক) বিশেষণের বিশেষণ খ) ক্রিয়া বিশেষণ

গ) বিশেষ্যের বিশেষণ ঘ) সর্বনামের বিশেষণ।

১.৩ 'বোধ হয়' - যে শ্রেণির অব্যয় —

ক) আংলকারিক অব্যয় খ) সংশয়সূচক অব্যয়

গ) সমর্থনসূচক অব্যয় ঘ) আবেগসূচক অব্যয়।

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ শব্দ ও পদের দুটি পার্থক্য লেখো।

২.২ অন্যাদিবাচক সর্বনামের একটি উদাহরণ দাও।

২.৩ নির্দেশক সর্বনাম বলতে কী বোঝ?

২.৪ একটি মাত্র পদের সাহায্যে গঠিত বিশেষণ পদকে কী বলে?

২.৫ একটি সাদৃশ্যবাচক অব্যয়ের উদাহরণ দাও।

২.৬ সমুচ্চয়ী অব্যয়কে ক'টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

২.৭ অসম্মতিসূচক অব্যয় পদ যোগে একটি বাক্য গঠন করো।

২.৮ একটি নামধাতুজ ক্রিয়াপদের উদাহরণ দাও।

২.৯ 'পঙ্গু ক্রিয়া' বলতে কী বোঝ?

নির্মিতি অংশ

১। কমবেশি ৩০০ শব্দে নীচের বিষয়গুলি অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো :

১.১। দ্বিশতজন্মবর্ষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১.২। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ

১.৩। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা

১.৪। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী

১.৫। ভ্রমণে শিক্ষার আনন্দ

১.৬। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা

২। **নির্দেশ অনুসারে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।**

২.১। **প্রদত্ত অংশের ভাবার্থ লেখো :**

দেবতা-মন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতর কণ্ঠে, 'গৃহ মোর নাই।
একপাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।'
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
'আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।'
সে কহিল, 'চলিলাম।' চক্ষের নিমেষে
ভিখারি ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, 'প্রভু মোরে কী ছল ছলিলে?'
দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে,
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

২.২। **প্রদত্ত রচনার এক-তৃতীয়াংশ শব্দের মধ্যে সারাংশ লেখো :**

সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলে কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই — এদের কাছে কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।... তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি, আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মালিকা-মালতি-জাতী-যূথী, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল, তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটল না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকে পেয়েছি বলে প্রকাশ করার ধৃষ্টতাও আমি করিনি।

৩। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের সংকেত-সূত্র অবলম্বন করে একটি গল্প রচনা করো :**

যুদ্ধে পরাজিত এক রাজা আশ্রয় নিলেন পাহাড়ের গোপন গুহায়..... একটি মাকড়সাকে দেখলেন জাল বোনার চেষ্টা করে চলেছে..... বারবার ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সেটি জাল বুনতে পারল..... পরাজিত রাজা ফিরে এসে যুদ্ধ শুরু করলেন এবং জয়ী হলেন।

৪। **ভাব সম্প্রসারণ করো :**

'আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল—
মানবের স্নেহ সঙ্গে নে, চল্ আমাদের ঘরে চল্।'

নমুনা প্রশ্নপত্র

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

পূর্ণমান - ৪০

১। ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : ১ × ৬ = ৬

১.১ 'ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।' 'ঈশান' হল —

(ক) দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ।

(খ) উত্তর-পূর্ব কোণ।

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব কোণ।

(ঘ) উত্তর পশ্চিম কোণ।

১.২ 'ইলিয়াস তাকে একটা বাড়ি দিল, কিছু গোরু-ঘোড়াও দিল।' ইলিয়াস এসব দিয়েছিল—

(ক) তার একমাত্র মেয়েকে।

(খ) তার বড়ো ছেলেকে।

(গ) তার ছোটো ছেলেকে।

(ঘ) মহম্মদ শা নামে এক প্রতিবেশীকে।

১.৩ 'প্রভু, আজ আমার সংসার চলবে কীভাবে?' বক্তা

(ক) প্রথম রক্ষী

(খ) দ্বিতীয় রক্ষী।

(গ) জেলে।

(ঘ) রাজ-শ্যালক।

১.৪ 'আজ দিনের শুরুতেই একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল।' উদ্ধৃতাংশে যে দিনটির প্রসঙ্গ রয়েছে, সেটি হল—

(ক) ১লা জানুয়ারি।

(খ) ৫ই জানুয়ারি।

(গ) ১২ই জানুয়ারি।

(ঘ) ২৫শে জানুয়ারি।

১.৫ সমবর্ণ লোপ-এর ক্ষেত্রে দুটি সমধ্বনির মধ্যে

(ক) একটি ধ্বনি শুধুমাত্র লেখায় লোপ পায়।

(খ) একটি ধ্বনি শুধুমাত্র কথায় লোপ পায়।

(গ) একটি ধ্বনি লেখা ও কথা দুটি ক্ষেত্রেই লোপ পায়।

(ঘ) দুটিই লেখা ও কথার ক্ষেত্রে লোপ পায়।

১.৬ ‘শহুরে’-উদাহরণটি হল

(ক) প্রগত স্বরসংগতি।

(খ) পরাগত স্বরসংগতি।

(গ) অন্যোন্য স্বরসংগতি।

(ঘ) মধ্যগত স্বরসংগতি।

২। কমবেশি ১৫টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : **১×১০=১০**

২.১ কলিঙ্গে দুর্যোগের দিনে সকলে কাকে স্মরণ করেছে?

২.২ ‘তরী ভরা পণ্য নিয়ে’ কবি কোথায় পাড়ি দিতে চেয়েছিলেন?

২.৩ ‘আমি সত্য কথাই বলছি, তামাশা করছি না।’ — বক্তা কোন্ সত্য কথা বলেছেন?

২.৪ ‘প্লেটোর দোরগোড়ায় কী লেখা ছিল, জানিস?’— প্লেটোর দোরগোড়ায় কী লেখা ছিল বলে বক্তা জানিয়েছেন?

২.৫ ‘ধীবর বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে ধীবর কীভাবে আংটিটি পেয়েছিল?

২.৬ ‘ধীবর-বৃত্তান্ত’ নাট্যাংশে রাজ-শ্যালক কোন্ ভূমিকা পালন করেছেন?

২.৭ ‘ঠিক ঠিক। মনে পড়েছে।’ — কোন্ ঘটনার কথা বক্তার মনে পড়েছে?

২.৮ কোন্ দুটি প্রত্যয়কে তুলনাবাচক তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়?

২.৯ মধ্যস্বরলোপের একটি উদাহরণ দাও।

২.১০ ‘ঋ’কে মিশ্রধ্বনি বলা হয় কেন?

৩। কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **৩×১=৩**

৩.১ ‘কলিঙ্গে সোঙরে সকল লোক যে জৈমিনি।’— জৈমিনি কে? কলিঙ্গের লোক কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁকে স্মরণ করেছেন? ১+২

৩.২ ‘এ-তরীতে মাথা ঠুকে সমুদ্রের দিকে তারা ছোটে।’— কোন্ তরী? পঙ্‌ক্তিটির অন্তর্নিহিত অর্থটি বিশ্লেষণ করো।১+২

৪। কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **৩×১=৩**

৪.১ ‘দুশ্চিন্তারও অন্ত ছিল না।’ —বক্তা কে? তাঁর জীবনে কীভাবে নানান দুশ্চিন্তা ভিড় করে আসত?১+২

৪.২ ‘মনে হলো, স্নেহ-মমতা-ক্ষমার এক মহাসমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি।’—কার একথা মনে হলো? কেন তাঁর একথা মনে হলো? ১+২

৫। কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও **৩×১=৩**

৫.১ ‘সেই আংটি দেখে মহারাজের কোনো প্রিয়জনের কথা মনে পড়েছে।’ মহারাজের পরিচয় দাও। প্রিয়জনের কথা মনে পড়ায় রাজা কী করেছিলেন? ১ + ২

৫.২ ‘আপনারা অনুগ্রহ করে শুনুন।’ — বক্তা কে? তার বক্তব্যটি কী? ১ + ২

৬। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** **৫×১=৫**

৬.১ 'অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।'—'অম্বিকামঙ্গল' এবং তাঁর কবি 'শ্রীকবিকঙ্কণ' এর পরিচয় দাও। 'কলিঙ্গ দেশে ঝড়-বৃষ্টি' অংশে বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিচয় দাও। ২+৩

৬.২ 'নোঙর গিয়েছে পড়ে তটের কিনারে।' — নোঙর কী ? 'নোঙর' তটের কিনারে পড়ে গিয়েছে বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? ২ + ৩

৭। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও?** **৫×১=৫**

৭.১ 'মোট কথা, ইলিয়াসের তখন খুব বোলবোলাও, পাশেপাশের সকলেই তাকে ঈর্ষা করে।' — ইলিয়াস কীভাবে সকলের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছিল? তার পরবর্তী জীবনের ছবি কীভাবে বদলে গেল? ২ + ৩

৭.২ 'একদিন একটি পত্রিকার পক্ষ থেকে ফরমাশ এল, আমার ছেলেবেলার গল্প শোনাতে হবে।' — কার কাছে এমন 'ফরমাশ' এল? তিনি তাঁর ছেলেবেলার গল্প কীভাবে শোনালেন? ১ + ৪

৮। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও?** **৫×১=৫**

৮.১ 'বিধুশেখর আবার গম্ভীর গলায় বলল, বিভং ভীবং বিভং'। — বিধুশেখরের বলা কথাটির অর্থ কী ? 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' গল্প অনুসরণে সেইপরিস্থিতিটির বর্ণনা দাও। ১ +৪=৫

৮.২ 'খাতাটা হাতে নিয়ে খুলে কেমন যেন খটকা লাগল।' — কোন্ 'খাতা' র কথা বলা হয়েছে ? বক্তার মনে খটকা লাগল কেন, তা সেই খাতাটির প্রকৃতি আলচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো। ১ +৪=৫

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন
পূর্ণমান - ৪০

১। ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : **১×৭=৭**

১.১ ‘ তখন সে জিজ্ঞাসা করিল যে, “ তোমার বয়স কত”?’ উত্তরে শ্রোতা জানিয়েছে

(ক) পাঁচ — সাত বছর।

(খ) সাত — আট বছর।

(গ) দশ — এগারো বছর।

(ঘ) নয় — দশ বছর।

১.২ ‘ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা’— ব্যথিত গন্ধ আছে

(ক) বাংলার নীল সন্ধ্যার আকাশে।

(খ) হিজলে কাঁঠালে জামে।

(গ) কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাসে আর লাল লাল বটের ফলে।

(ঘ) নরম ধানে।

১.৩ ‘উর্দুকে ফার্সির অনুকরণ থেকে কিঞ্চিৎ নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন

(ক) কবি ইকবাল।

(খ) নিদা ফজিল।

(গ) আলি সরদার জাফরি।

(ঘ) মির্জা গালিব।

১.৪ ইংল্যান্ডে বেদান্ত প্রচারের কাজে স্বামী বিবেকানন্দকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন —

(ক) মিস্টার ই. টি. স্টার্ডি।

(খ) মিস হেনরিয়েটা মুলার।

(গ) ক্যাপ্টেন জে. এইচ সেভিয়ার।

(ঘ) মিসেস সারা বুল।

১.৫ ‘ছিরি’ হল একটি

(ক) তৎসম শব্দ।

(খ) অর্ধতৎসম শব্দ।

(গ) তদ্ভব শব্দ।

(ঘ) দেশি শব্দ।

১.৬ 'যে-কেউ'-একটি

(ক) অনির্দেশক সর্বনাম।

(খ) সংযোগবাচক সর্বনাম।

(গ) সাকল্যবাচক সর্বনাম।

(ঘ) যৌগিক সর্বনাম।

১.৭ প্রোফেসর শঙ্কু আবিষ্কৃত পাখি পড়ানো যন্ত্রটির নাম

(ক) অরনিথন।

(খ) লিঙ্গুয়াগ্রাফ।

(গ) মিরাকিউরল।

(ঘ) অ্যানাইহিলিন।

২. কমবেশি ১৫টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। **১×৮=৮**

২.১ উর্দু সাহিত্যের মূল সুর কোন ভাষার সঙ্গে বাঁধা?

২.২ 'যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া'— কোন্ উঠানে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে?

২.৩ '...তাঁর সঙ্গে বনিয়ে চলা অসম্ভব।'—কার সঙ্গে বনিয়ে চলা অসম্ভব বলে পত্রলেখক মনে করেন?

২.৪ 'রাধারাণী তখন বিষণ্ণ বদনে সকল কথা তাহার মাকে বলিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিল — সকাতরে বলিল— ''মা! এখন কী হবে''?'— উত্তরে রাধারাণীর মা কী বলেছিলেন?

২.৫ সেখানে যাওয়া আসা অত্যন্ত কঠিন। নিম্নরেখ পদটি কী ধরনের বিশেষ্য?

২.৬ আগন্তুক শব্দ বলতে কী বোঝ?

২.৭ পঙ্গুক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও।

২.৮ 'মুহূর্তের মধ্যে একটা চরম বিপদের আশঙ্কা আমার রক্ত জল করে দিল।' — বক্তা কোন্ বিপদের আশঙ্কা করেছেন?

৩। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:- **৫×১=৫**

৩.১) 'সংস্কৃতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা বলতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়।' — প্রাবন্ধিকের এমন মন্তব্যের কারণ কী? প্রসঙ্গত, বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি কোন্ অভিমত ব্যক্ত করেছেন? ২+৩

৩.২) 'বাঙালির চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান।' — 'নব নব সৃষ্টি' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বাঙালির বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় কীভাবে পরিস্ফুট করেছেন তা আলোচনা কর। ৫

৪। কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:- **৫×১=৫**

৪.১) 'পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দেখে নি কো' — উদ্ধৃতাংশে কোন্ কন্যার প্রসঙ্গ রয়েছে? পৃথিবীর কোনো পথ তাকে দেখেনি বলে কবির মনে হয়েছে কেন? ২+৩

৪.২) 'নেভে না তার যন্ত্রণা যে, দুঃখ হয় না বাসি'— কার, কোন্ যন্ত্রণার কথা উদ্ধৃতাংশে ব্যক্ত হয়েছে? তার দুঃখ বাসি না হওয়ার কারণ কী? ২+৩

৫। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

৫.১) 'কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষভাবে চিন্তা করো'—কার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের এই পরামর্শ? তিনি কোন্ কাজে ঝাঁপ দিতে চান? কাজে ঝাঁপ দেবার আগে স্বামী বিবেকানন্দ কোন্ বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন বলে তাঁকে জানিয়েছেন?

৫.২) ' কিন্তু আসল কথা এই যে, নিজের পায়ে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে।' —কোন প্রসঙ্গে পত্রলেখক প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটির অবতারণা করেছেন? প্রসঙ্গত, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তাঁর স্নেহশীলতার প্রকাশ পত্রে কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা বুঝিয়ে দাও। ২+৩

৬। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

৬.১) '...রথের টান অর্ধেক হইতে না হইতে বড়ো বৃষ্টি আরম্ভ হইল।' — বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় কোন্ পরিস্থিতি তৈরি হল? রাধারাণীকে সেই পরিস্থিতি থেকে কে, কীভাবে উদ্ধার করলেন?

২ + ৩

৬.২) 'তাহারা দরিদ্র, কিন্তু লোভী নহে।' — কাদের সম্পর্কে এই উক্তি? পাঠ্যাংশে তাদের দারিদ্র, এবং নির্লোভতার পরিচয় কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে?

৭। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :** **৫×১=৫**

৭.১) '...সে পক্ষিবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে আমাকে নেমন্তন্ন পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছে।' — কে প্রোফেসর শঙ্কুকে পক্ষিবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে নেমন্তন্ন পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন? সানতিয়াগোর সেই সম্মেলনে কী ঘটেছিল?

১ + ৪

৭.২) 'শয়তান পাখি... কিন্তু কী অসামান্য তার বুদ্ধি!' — বক্তা কে ? কোন পাখিটিকে সে কেন 'শয়তান' বলেছে? পাখিটির বুদ্ধিমত্তার যে পরিচয় 'কর্ভাস' গল্পে পাওয়া যায়, তা বিবৃত করো। ২ + ৩

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

পূর্ণমান - ৯০

১। ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : **১ × ১৮ = ১৮**

১.১ ষোলো-সতেরো বছরের দোহারা ছিপছিপে চেহারার শোভনের পরিচয়-চিহ্নটি হলো—

(ক) ঘাড়ের দিকে ডান কানের কাছে একটি কাটা দাগ।

(খ) ঘাড়ের দিকে বাঁ কানের কাছে একটি বড়ো জড়ুল।

(গ) ডান কাঁধে একটি আঁচিল।

(ঘ) ঘাড়ের দিকে ডান কানের কাছে একটি বড়ো জড়ুল।

১.২ 'সঙ্গে সঙ্গে আরও একজনকে মনে পড়িতেছে'—

কথকের মনে পড়েছে —

(ক) চন্দ্রনাথকে।

(খ) বীরুকে।

(গ) নিশানাথবাবুকে।

(ঘ) নরেশকে।

১.৩ 'ভেঙে ফেল, কররে লোপাট'— উদ্ধৃতাংশে যা ভেঙে ফেলার এবং লোপাট করার কথা বলা হয়েছে, তা হলো—

(ক) লৌহ-কপাট।

(খ) গারদ।

(গ) প্রাচীর।

(ঘ) পাষাণ-বেদী।

১.৪ 'আমরা' কবিতাটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের যে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত, সেটি হলো —

(ক) কুহু ও কেকা।

(খ) বেণু ও বীণা।

(গ) অভ্র ও আবীর।

(ঘ) তুলির লিখন।

১.৫ '...ঢেঁকির শাকের কথা পাঠ করিয়াছি।'

লেখিকা ঢেঁকির শাকের কথা পড়েছেন —

(ক) 'বসুমতী' পত্রিকায়।

(খ) 'বালক' পত্রিকায়।

(গ) 'মহিলা' পত্রিকায়।

(ঘ) 'সাধনা' পত্রিকায়।

১.৬ ‘এখন সে সাধও পূর্ণ হইল।’

লেখিকার যে সাধ পূর্ণ হয়েছে, তা হলো —

(ক) তিনি হিমালয়ান রেলগাড়ি চড়েছেন।

(খ) তিনি অনেকগুলি জলপ্রপাত বা নির্ঝর দেখেছেন।

(গ) তিনি ২০/২৫ ফিট উচ্চতাবিশিষ্ট ঢেঁকি তরু দেখেছেন।

(ঘ) তিনি পর্বতের একটি নমুনা হিসেবে প্রথমবার হিমালয় দর্শন করেছেন।

১.৭ ‘মহারাজ এ সংবাদ শুনে খুব খুশি হবেন।’

বক্তা মনে করেন মহারাজ খুশি হবেন, কারণ —

(ক) তিনি তাঁর নাম খোদাই করা মণিখচিত আংটি উদ্ধারের বিবরণ শুনবেন।

(খ) তিনি শুনবেন আংটি উদ্ধারের তাঁর শ্যালক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

(গ) আংটি সমেত ধরা পড়া জেলেটি উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

(ঘ) আংটিটি দেখে তাঁর কোনো প্রিয়জনের কথা মনে করে যাবেন।

১.৮ ‘এটা খুবই আশ্চর্য, ...’

আশ্চর্যের বিষয়টি হলো —

(ক) এক চামচ ট্যানট্রাম ঢালার উপক্রম করতেই ঘরে শুরু হয়েছে এক প্রচণ্ড ঘটাং-ঘটাং শব্দ।

(খ) শব্দ করার কথা নয়, তবু বিধুশেখরকে মাঝে মাঝে একটা গাঁ-গাঁ শব্দ করতে দেখা গেছে।

(গ) স্বপ্ন দেখে ভয়ের চোটে দাড়ির বাঁ দিকটা একেবারে পেকে গেছে।

(ঘ) নিউটন মাছের মুড়োর থেকে fish pill-কেই খাদ্য হিসেবে বেশি পছন্দ করেছে।

১.৯ স্প্যানিশ শব্দ ‘ম্যানিফিকো’র অর্থ—

(ক) অদ্ভুত।

(খ) চমকপ্রদ, অসামান্য।

(গ) ভয়ানক।

(ঘ) কাল্পনিক।

১.১০ প্রোফেসর শঙ্কু স্থির করেছিলেন স্বর্ণপর্ণীর খোঁজে তাঁকে যেতে হবে —

(ক) কাশীতে।

(খ) কালকায়।

(গ) কসৌলিতে।

(ঘ) গিরিডিতে।

১.১১ ‘সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।’

নিম্নরেখ পদটি যে জাতীয় সর্বনাম —

(ক) নির্দেশক সর্বনাম।
(খ) অনির্দেশক সর্বনাম।
(গ) সমষ্টিবাচক সর্বনাম।
(ঘ) যৌগিক সর্বনাম।

১.১২ বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত উপসর্গের সংখ্যা —

(ক) পাঁচটি।
(খ) ছয়টি।
(গ) সাতটি।
(ঘ) চোদ্দটি।

১.১৩ ‘বাঙালী’ যে জাতীয় বিশেষ্য —

(ক) ভাববাচক বিশেষ্য।
(খ) শ্রেণিবাচক বিশেষ্য।
(গ) সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য।
(ঘ) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য।

১.১৪ সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয় —

(ক) প্রথম পুরুষের ক্ষেত্রে।
(খ) মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে।
(গ) উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে।
(ঘ) প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে।

১.১৫ খাঁটি বাংলা বলতে যে জাতীয় শব্দকে বোঝায় —

(ক) তৎসম শব্দ।
(খ) অর্ধতৎসম শব্দ।
(গ) তদ্ভব শব্দ।
(ঘ) দেশি শব্দ।

১.১৬ চাকরি > চাকুরি। এক্ষেত্রে যে ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে —

(ক) আদিস্বরাগম।
(খ) মধ্যস্বরাগম।
(গ) অন্ত্যস্বরাগম।
(ঘ) স্বরভক্তি।

১.১৭ মধ্য স্বরাগমের অন্য দুটি নাম হলো —

(ক) স্বরভক্তি, বিপ্রকর্ষ।

(খ) ব্যঞ্জনসংগতি, ব্যঞ্জনাগম।

(গ) স্বরাগম, ব্যঞ্জনাগম।

(ঘ) স্বরসংগতি, ব্যঞ্জনাগম।

১.১৮ সমাপিকা ক্রিয়ার অন্য নামটি হলো —

(ক) সকর্মক ক্রিয়া।

(খ) কর্মবাচ্যের ক্রিয়া।

(গ) সমধাতুজ কর্মের ক্রিয়া।

(ঘ) বিধেয় ক্রিয়া।

২. কমবেশি ১৫টি শব্দে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। **১ × ১৮ = ১৮**

২.১ 'ইলিয়াস প্রতিবেশীকে ধন্যবাদ দিল।'

— ইলিয়াস কেন তার প্রতিবেশীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল?

২.২ 'জেনো, Shame in crowd but solitary pride হওয়াই উচিত ও বস্তু।'

— বক্তা কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছেন?

২.৩ 'ফুরয় না সেই একগুঁয়েটার দুরন্ত পিপাসা।'

— উদ্ধৃতাংশে একগুঁয়েটি কে?

২.৪ 'রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে'

— রক্তপ্রবাহের মধ্যে কী ফেনিয়ে ওঠে?

২.৫ 'আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্য থেকে বঞ্চিত হব।'

— কাকে লেখক 'অন্যতম প্রধান খাদ্য' বলেছেন?

২.৬ '...সে জুলুম হইতে রক্ষা পাইলাম।'

—উদ্ধৃতাংশে কোন্ জুলুম থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা বলা হয়েছে?

২.৭ 'তা প্রভু যা আদেশ করেন।'

— প্রভুর আদেশটি কী ছিল?

২.৮ 'তাই হাত বাড়িয়ে জানলাটা খুলে দিলাম।'

— বক্তা জানালাটা খুলে দিলেন কেন?

২.৯ 'সেই কীর্তিমান পুরুষটির সঙ্গে পাখির একটা সম্পর্ক রয়েছে।'

— কোন্ কীর্তিমান পুরুষের কথা এখানে বলা হয়েছে?

২.১০ 'এটা কেন হয়, বাবা?'

— বক্তার জিজ্ঞাস্যটি কী?

২.১১ যোগরূঢ় শব্দের সঙ্গে যৌগিক শব্দের পার্থক্য কী?

২.১২ মহাপ্রাণ ধ্বনির একটি উদাহরণ দাও।

২.১৩ 'কয়েক' — শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ করো।

২.১৪ ভবিষ্যৎকালের অনুজ্ঞা বলতে কী বোঝ?

২.১৫ একটি বাক্য গঠন করে তার মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম চিহ্নিত করো।

২.১৬ অনুজ্ঞাভাব ক্রিয়ার কোন্ কোন্ কালে ব্যবহৃত হয়?

২.১৭ বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বর কয়টি ও কী কী?

২.১৮ পুরাঘটিত অতীতের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় এমন একটি উদাহরণ দাও।

৩। **কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৩×১=৩**

৩.১) 'রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া তাহার মালা গাঁথিল।'

— রাধারাণী কাঁদছিল কেন? তার মালা গাঁথার উদ্দেশ্য কীভাবে সফল হলো? ১+২

৩.২) 'সেই জন্যেই গল্প বানানো সহজ হলো।'

— বক্তা কে? কোন্ গল্প সে বানিয়েছে? কেন তার পক্ষে গল্পটি বানানো সহজ হয়েছে? ১+১+১

৪। **কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৩×১=৩**

৪.১) 'সারারাত মিছে দাঁড় টানি, / মিছে দাঁড় টানি।'

— কথকের সারারাত 'দাঁড়' টানার অর্থ কী? তাঁর দাঁড় টানা 'মিছে' কেন? ১+২

৪.২) 'গাজনের বাজনা বাজা।'

— গাজনের বাজনা কখন বেজে ওঠে? কবি কেন গাজনের বাজনা বাজানোর কথা বলেছেন? ১+২

৫। **কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৩×১=৩**

৫.১) 'রচনার ভাষা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে।'

— মন্তব্যটি কার? মন্তব্যটি সাপেক্ষে লেখক কোন্ কোন্ উদাহরণ দিয়েছেন? ১+২

৫.২) 'ইহার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত।'

— কোন্ রচনার অংশ? কোন্ সৌন্দর্যকে লেখিকা 'বর্ণনাতীত' আখ্যা দিয়েছেন? ১+২

৬। **কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৩×১=৩**

৬.১) 'সুতরাং রাজবাড়িতে যাই।'

— কে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তাঁর রাজবাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী? ১+২

৬.২.) 'প্রভু, অনুগৃহীত হলাম।'

— বক্তা কে? সে নিজেকে অনুগৃহীত মনে করেছে কেন? ১+২

৭। **কমবেশি ৬০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৩×১=৩**

৭.১) 'এবার গল্পের বদলে ডায়রিটা দেখে একটু আশ্চর্য হলাম।'

— কথকের কাছে কে ডায়রি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল? প্রাপ্ত ডায়রিটির প্রকৃতিটি কেমন? ১+২

৭.২.) 'বাবার এই কথাগুলো আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।'

— বক্তার পিতার পরিচয় দাও। তাঁর কোন্ কথাগুলো বক্তার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল? ১+২

৮। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

৮.১)'স্কুলে কী বিভীষিকাই যে ছিলেন ভদ্রলোক!'

— কার কথা বলা হয়েছে? কীভাবে তিনি ছাত্রদের কাছে বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছিলেন? ১+৪

৮.২.)'দুর্দান্ত চন্দ্রনাথের আঘাতে সমস্ত স্কুলটা চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।'

— চন্দ্রনাথকে 'দুর্দান্ত' বলার কারণ কী? তার কোন্ আঘাতে সমস্ত স্কুলটা চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল? ২+৩

৯। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

৯.১) 'আসিয়াছে শান্ত অনুগত/বাংলার নীলসন্ধ্যা'

— 'আকাশে সাতটি তারা' কবিতায় কীভাবে সন্ধ্যা নেমে এসেছে? কবিতাটিতে গ্রামীণ প্রকৃতির যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তার বিবরণ দাও। ২+৩

৯.২) 'আমরা বাঙালি বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।'

— 'বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে'-র যে পরিচয় 'আমরা' কবিতায় ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও। ৫

১০। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

১০.১) 'বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা আত্মনির্ভরশীল নয়।'

— প্রাবন্ধিক কোন্ আত্মনির্ভরশীলতার কথা বলেছেন? বর্তমান যুগের ইংরেজি ও বাংলা কেন আত্মনির্ভরশীল নয় বলে তিনি মনে করেছেন? ২+৩

১০.২) 'সকলই মনোহর।'

— উদ্ধৃতাংশটির উৎস উল্লেখ করো। পাঠ্যাংশ অনুসরণে সেই মনোহর দৃশ্যের বিবরণ দাও। ১+৪

১১। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

১১.১) 'সূচক, একে পূর্বাপর সব বলতে দাও।'

— বক্তা সূচককে একথা বলেছেন কেন? বলার সুযোগ পেয়ে কে, কী বলেছিল? ২+৩

১১.২.) 'আপনি প্রবেশ করুন।'

— উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কোথায় প্রবেশ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে? তিনি প্রবেশ করার পর সেখানে কী ঘটেছিল? ১+৪

১২। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:-** **৫×১=৫**

১২.১) 'প্রত্যেক প্রাণীরই কিছু কিছু নির্দিষ্ট সহজাত ক্ষমতা থাকে।'

— উদ্ধৃতিটি কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? প্রসঙ্গক্রমে বক্তা কোন্ কোন্ উদাহরণ দিয়েছেন তা উল্লেখ করো। ১+৪

১২.২) 'এই সময় একটা ঘটনা ঘটল, যেটা বলা যেতে পারে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।'

— ঘটনাটি কী? সেটি কীভাবে বক্তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল? ২+৩

১৩। **কমবেশি ৩০০ শব্দে নীচের যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো :** **১০×১=১০**

১৩.১। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার ১২৫ বছর

১৩.২। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ

১৩.৩। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা

১৩.৪। অষ্টাদশ এশিয়ান গেমস্-এ ভারতের সাফল্য

১৩.৫। ভ্রমণে শিক্ষার আনন্দ

১৪। **নির্দেশ অনুসারে নীচের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।** ৪×১=৪

১৪.১। **প্রদত্ত অংশের ভাবার্থ লেখো :**

দেবতা-মন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতর কণ্ঠে, 'গৃহ মোর নাই।
একপাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।'
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
'আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।'
সে কহিল, 'চলিলাম।' চক্ষের নিমেষে
ভিখারি ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, 'প্রভু মোরে কী ছল ছলিলে?'
দেবতা কহিল, 'মোরে দূর করি দিলে,
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

১৪.২। **প্রদত্ত রচনার এক-তৃতীয়াংশ শব্দের মধ্যে সারাংশ লেখো :**

সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলে কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই — এদের কাছে কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।... তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি, আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মালিকা-মালতি-জাতী-যূথী, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল, তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটল না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকে পেয়েছি বলে প্রকাশ করার ধৃষ্টতাও আমি করিনি।

১৪.৩। **কমবেশি ১৫০ শব্দে নীচের সংকেত-সূত্র অবলম্বন করে একটি গল্প রচনা করো :**

যুদ্ধে পরাজিত এক রাজা আশ্রয় নিলেন পাহাড়ের গোপন গুহায়..... একটি মাকড়সাকে দেখলেন জাল বোনার চেষ্টা করে চলেছে..... বারবার ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সেটি জাল বুনতে পারল..... পরাজিত রাজা ফিরে এসে যুদ্ধ শুরু করলেন এবং জয়ী হলেন।

১৪.৪। **ভাব সম্প্রসারণ করো :**

'আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল—
মানবের স্নেহ সঙ্গে নে, চল্ আমাদের ঘরে চল্।'

Shikhon Setu

English
(Second Language)

Class IX

School Education Department
Government of West Bengal

Paschim Banga Samagra Shiksha Mission

West Bengal Board of Secondary Education

Expert Committee on School Education

Shikhon Setu

English (Second Language)

Class IX

सत्यमेव जयते

School Education Department
Government of West Bengal
Bikash Bhawan,
Kolkata - 700 091

Paschim Banga Samagra
Shiksha Mission
Bikash Bhawan,
Kolkata - 700 091

West Bengal Board of
Secondary Education
77/2, Park Street
Kolkata - 700 016

Expert Committee on
School Education
Nibedita Bhawan, 5th Floor
Salt Lake, Kolkata - 700 091

Textbook Development Committee
under
Expert Committee

Prof. Aveek Majumder
(Chairman, Expert Committee)

Prof. Kalyanmoy Ganguly
(President, WBBSE)

Concept and Editing Supervison

Ritwick Mallick Dr. Purnendu Chatterjee Ratul Guha

Editing

Anindya Sengupta Snigdha Mukherjee Anusree Gupta Dr. Arpita Banerjee

Development

Rupashree Ghosh Arun Bhattacharya Surya Dipta Nag

Contents

1.	Grammar	1
2.	Writing	29
3.	Reading Comprehension	43

General Guidelines on the Use of Bridge Materials

- The Bridge Materials will act as an Accelerated Learning Package for the students.
- This material will help minimize the learning gaps created due to prolonged physical absence in the school during the pandemic times.
- The Bridge Materials will be used for all students at least over a period of 100 days, if necessary, for some students, it may be used for a longer time duration.
- The Bridge Material intends to focus on the subject wise, very necessary, expected learning outcome of previous two sessions.
- Some part of the material contains foundation study-content on some specific topic.
- As the Bridge Materials will encapsulate correlated learning outcome teachers can correlate the Bridge Materials with the textbooks, whenever required
- The Bridge Materials are not stand-alone learning materials, and should be used in syllabi specific contexts
- Stage wise regular evaluation of the students on the contents of the Bridge Materials must be administered to the students.

GRAMMAR

ARTICLES AND PREPOSITIONS

Learners will be able to use articles and prepositions contextually.

Read the following text carefully :

Unity is **of** utmost importance **for** society as well as **the** whole country. "Strength is always **with** Unity" is **a** popular phrase and it is true **to** its every word. Unity represents togetherness. Therefore, it is standing together **through** thick and thin. There are many stories as well as real-life incidents which have proved that unity always leads to **a** harmonious and fulfilling life **for** all. **On the** other hand, many people still do not understand **the** importance **of** staying **in** unity. People keep fighting **over** insignificant things and become lonely **at the** end. So we should be united **with** each other **in** all situations.

In the above passage , you can see that Articles and Prepositions have been used contextually. Let us have a quick look at the uses of different Articles.

Things at a glance :

INDEFINITE ARTICLES	DEFINITE ARTICLES
A, An Used with countable singular Nouns. e.g. A Kilogram of salt, an accident	**The** Used if we talk about the names of a book, mountain ranges, rivers, oceans, newspapers, wonders of the world, etc. e.g.: The Mahabharata is an epic.
'A' is used before a word beginning with a consonant sound. e.g.: a book (b) a tiger (t) a one rupee note(pronunciation of 'w' - 'oa')	Used before singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns. e.g.: The movie is perfect. (Singular Countable) The books are on the table. (Plural countable) The milk is in the glass. (Uncountable)
'An' is used before a word beginning with a vowel sound. e.g.: an umbrella (u) an ass (a), an hour ('h' is silent & then comes the Vowel sound)	Used before a singular noun to represent a class. e.g.: The cow is a useful animal.

ACTIVITY 1

Fill in the blanks with Articles:

(a) A boy is playing cricket in _____ field.

(b) She reads in _____ University.

(c) He is _____ M.A.

(d) Sri Lanka is _____ island.

(e) _____ sun shines brightly.

ACTIVITY 2

Insert Articles where necessary :

(a) Taj Mahal is a famous monument.

(b) He is honest man.

(c) She found one rupee note.

(d) My friend gave me apple to eat.

(e) I have black dog.

Learners will able to identify and use Prepositions contextually.

Prepositions : Things at a glance—

- Prepositions show the relationship between a noun/pronoun with another part of the sentence.
- Noun/Pronoun is the object of Preposition.

CLASSIFICATION OF PREPOSITIONS

Position	Movement	Time
(determines the position of the object) e.g. :- a) Mother is sitting on on the sofa. b) Leela is looking for her toy under the bed.	(determines the movement of the object) e.g. :- a) The train rushed through the tunnel. b) the rock rolled down the mountain.	(Indicates the time e.g :- a) They lived there for five years b) The bus arrived at 2 pm.

ACTIVITY 1

Circle the prepositions in the sentences given below:

(a) The book is on the table.

(b) The cat was sitting in the wardrobe.

(c) He lives at Behala.

(d) I am going to the zoo.

(e) She walked into the room.

ACTIVITY 2

Use the given Prepositions in the box below to complete the sentences:

(beside, towards, with, near, from)

(a) I tripped and fell _____ the staircase.

(b) We visit the temple _____ my house every Tuesday.

(c) Rina went to the park _____ her best friend.

(d) I walked _____ my room to get my book.

(e) The boy sat _____ his mother in the bus.

ACTIVITY 3

Chose the correct prepositions from the brackets given beside each sentence and complete the sentence:

(a) Alaska is _____ North America (at, in, on)

(b) Nancy will go _____ her house (to, on, in)

(c) I was hurt _____ her behaviour (with, to, by)

(d) Come and sit _____ me. (beside, beneath, besides)

(e) I will study hard _____ tomorrow. (to, of, from)

APPROPRIATE FORMS OF VERBS

Learners will be able to identify and use different types of tenses contextually.

Read the following paragraph carefully :

The elephant king smiled. Imagine how could tiny mice ever help an elephant. But he felt truly sad that his herd had crushed the village of the mice without even knowing it. He said, 'There is no need for you to worry. I will lead the herd home in another way.'

In the above passage you can see that different forms of verbs (underlined) have been used according to the context.

Let us have a look how verbs change according to different types of tenses :

Tense

Past

- Simple/ Indefinite (Mani **did** this last night.)
- Continuous (Mani **was doing** this last night.)
- Prefect (Mani **had done** this before his brother went to sleep.)
- Perfect Continuous (Mani **had been doing** this for two hours before his brother went to sleep.)

Present

- Simple/ Indefinite (Mani **does** this every day.)
- Continuous (Mani is **doing** this now.)
- Prefect (Mani **has** just **done** this.)
- Perfect Continuous (Mani **has been doing** this since early morning.)

Future

- Simple/ Indefinite (Mani **will do** this tomorrow.)
- Continuous (Mani **will be doing** this tomorrow.)
- Prefect (Mani **will have done** this by tomorrow evening.)
- Perfect Continuous (Mani **will have been doing** this for half an hour tomorrow evening.)

Things at a glance :

Past Indefinite Tense	Present Indefinite Tense	Future Indefinite Tense
To indicate actions/events that were completed in the past ● My sister left school last year. ● His father died when he was only 5 years old.	**For making timeless factual statements** ● Water boils at 100 °C. ● The sky is blue. **Describing habitual actions** ● I always wake up at 5 in the morning. ● He goes to the riverside for a walk in the evenings.	**To talk about future events (particularly those that one cannot control)** ● Tomorrow will be Sunday. ● My grandfather will be ninety next month. ● I am sure you will do better in the next exam.
Past Continuous Tense	**Present Continuous Tense**	**Future Continuous Tense**
To indicate an action that was going on in the past for a period of time ● We were watching TV when the lights went out. ● Madhavi was driving when her father called.	**To indicate an action that is going on at the moment of speaking** ● It is raining. ● We are watching a movie. **To talk about something that we have planned to do in the future** ● We are going to the cinema tonight.	**To indicate an action that will be in progress at a time in the future** ● I think it will be raining in the evening. ● I will be doing my homework then. **To indicate an action in the future which is already planned** ● We will be going to Shimla tomorrow. ● We will be meeting you next week.
Past Perfect Tense	**Present Perfect Tense**	**Future Perfect Tense**
If two actions happened in the past, and one happened before the other, then Past Perfect Tense is used to indicate which one of them happened earlier ● The patient had died before the doctor came. ● My brother had done all the work before I arrived.	**To indicate an action completed in the immediate past/ To indicate a past action whose time is not specified:** ● I have just finished my lunch. ● I have never been to Digha.	**To indicate an event that is expected to happen before a point of time in the future** ● I will have finished my homework before you come. ● He will have read the book by the end of this month.

Past Perfect Continuous Tense	Present Perfect Continuous Tense	Future Perfect Continuous Tense
To indicate an action that had been in progress before another action/event in the past ● I had been working in the company for five years when I got the first promotion.	**To indicate an action that started in the past and is still continuing (at the time of speaking)** ● It has been raining for three hours.	**To indicate an action that will be in progress for a period of time and will end in the future** ● In August, I will have been learning in this school for five years.

ACTIVITY 1

Fill in the blanks with the correct alternative:

1. The earth _____ round. (is/ was/ will be)
2. I _____ all day tomorrow. (will be working/ have been working/ had worked)
3. Your friend _____ now. (was sleeping / is sleeping / sleeps)
4. Sisir _____ his dinner early that night. (is finishing/ finished/ will be finishing)
5. The famous player _____ Kolkata tomorrow. (will visit/ visited / was visiting)

ACTIVITY 2

Fill in the blanks with an appropriate forms of verbs :

1. The boys _____ in the field now. (play)
2. Amalbabu _____ his school friends yesterday. (meet)
3. The train _____ the station before we reached. (leave)
4. It _____ since early morning. (rain)
5. I _____ my homework when my friends called me. (do)

PHRASAL VERBS

Learners will be able to use Phrasal Verbs contextually.

Read the following texts carefully:

A. Two brothers **started (1)** at dawn for a journey. At noon they lay down in a forest to rest. When they **rose (2)**, they saw a stone lying next to them. There was something written on the stone, and they tried to **understand (3)** what it was.

B. Two brothers **set out (1)** at dawn for a journey. At noon they lay down in a forest to rest. When they **woke up (2)**, they saw a stone lying next to them. There was something written on the stone, and they tried to **make out (3)** what it was.

Verbs that are written in bold letters in Passage A, are replaced with Phrasal Verbs in Passage B.

A **Verb** along with a **Particle** form a Phrasal verb.

1. Set (verb) + out (particle) = Set out (Phrasal verb)
2. Woke (verb) + up (particle) = Woke up (Phrasal verb)
3. Make (verb) + out (particle) = Make out (Phrasal verb)

ACTIVITY 1

Rewrite the sentences replacing the underlined words with suitable forms of Phrasal Verbs given in the list :

1) My friend can <u>remember</u> the necessary information.
2) The student <u>understood</u> the moral of the story.
3) <u>Read</u> the document in a very careful manner.
4) The person <u>appeared</u> at the right time.
5) They <u>started</u> early in the morning.

[go through, set out, call up, turn up, make out]

TYPES OF SENTENCES (BASED ON FUNCTION)

Learners will be able to identify, construct and use Assertive sentence contextually.

Look at the following sentences :

Set 1

1. They are going to the market for shopping.
2. This room is full of colourful paintings.
3. She was looking beautiful in the new dress.

In all these sentences, ideas and facts are expressed in the form of statements or assertions. These kinds of sentences are called **Assertive Sentences**.

Learners will be able to identify, construct and use Interrogative sentence contextually.

Look at the following sentences:

1. Is it raining outside?
2. Who teaches you music?
3. Where do you live?

In all these sentences, ideas and facts are expressed in the form of questions. All of these sentences ask questions.

These kinds of sentences are called **Interrogative Sentences**.

Learners will be able to identify, construct and use Imperative sentence contextually.

Look at the following sentences:

1. You must exercise everyday to stay healthy.
2. Please turn on the lights.
3. Shut the door when you go out.

In sentence 1, an advice has been given.

In sentence 2, a request has been made.

In sentence 3, a command has been given.

Sentences that express advice, suggestion, command or request are called **Imperative Sentences**.

Learners will be able to identify, construct and use Optative sentence contextually.

Look at the following sentences:

1. Wish you a very successful life.
2. May God bless us all.
3. May your team win the match.

In all of these sentences keen wish, prayer have been expressed. These kinds of sentences are called **Optative Sentences**.

Learners will be able to identify, construct and use Exclamatory sentences contextually.

Look at the following sentences:

1. Oh, what a lovely bouquet it is!
2. What a wonderful book this is!
3. How dare you do that!

These sentences express a sense of surprise or strong feeling of happiness or sadness. These kinds of sentences are called **Exclamatory Sentences**.

ACTIVITY 1

Identify the types of these sentences:

1. Don't talk loudly.
2. Could you open the door?
3. Please pass me the sugar.
4. All that glitters is not gold.
5. Ah, What a beautiful sight it is!

TRANSFORMATION OF SENTENCES (BASED ON FUNCTION)

Learners will be able to transform assertive sentences into interrogative sentences.

Look at the following sets of sentences:

Set 1

(i) The boy is painting a picture.

(ii) Is the boy painting a picture?

Set 2

(i) Reena bakes cakes.

(ii) Does Reena bake cakes ?

In Set 1, sentence (i) is an assertive sentence and sentence (ii) is an interrogative sentence .

In Set 2, sentence (i) is an assertive sentence and sentence (ii) is interrogative sentence.

- Assertive sentences can be transformed into Interrogative sentences by placing the auxiliary verb ('is' in Set 1, sentence ii) before the subject ('the girl' in Set 1, sentence ii) and the main verb immediately after the subject.
- Assertive sentences that don't have auxiliary verbs (Set 2, sentence i) can be transformed into interrogative sentences by providing an auxiliary verb according to the sense of the sentences ('does' in Set 2, sentence ii).
- At the end of the sentence question mark (?) is to be added.

Learners will be able to transform interrogative sentences into assertive sentences.

Look at the following sets of sentences:

Set 1

(i) Will they remember the favours with gratitude?

(ii) They will remember the favours with gratitude.

Set 2

(i) Did he know that?

(ii) He knew that.

In set 1, sentence (i) is an interrogative sentence , and sentence (ii) is an assertive sentence.

In Set 2, sentence (i) is an interrogative sentence, and sentence (ii) is an assertive sentence.

- Interrogative sentences can be transformed into Assertive sentences by placing the auxiliary verb just after the subject.
- At the end of the sentence, the question mark (?) is replaced by a full stop(.)

Learners will be able to transform exclamatory sentences into assertive sentences.

Look at the following sets of sentences:

Set 1

(i) How beautiful the dress is !

(ii) The dress is very beautiful.

Set 2

(i) What a shocking news it was!

(ii) It was a very shocking news.

In Set 1, sentence (i) is an exclamatory sentence and sentence (ii) is an assertive sentence.

In Set 2, sentence (i) is an exclamatory sentence and sentence (ii) is an assertive sentence.

Exclamatory sentences can be transformed into Assertive sentences by converting the message or communication like surprise, happiness or sadness into a statement of fact or idea.

Learners will be able to transform assertive sentences into exclamatory sentences.

Look at the following sets of sentences:

Set 1

(i) He is a very brave man.

(ii) What a brave man he is !

Set 2

(i) It is a very beautiful flower.

(ii) How beautiful the flower is!

In Set 1, sentence (i) is an assertive sentence and sentence (ii) is an exclamatory sentence.

In Set 2, sentence (i) is an assertive sentence and sentence (ii) is an exclamatory sentence.

An Assertive sentence can be transformed into an Exclamatory sentence by converting a statement into a message or communication of strong feeling like surprise, happiness or sadness.

ACTIVITY 1

Transform the sentences as directed :

1) What a colourful kite it is! (turn into an assertive sentence)
2) The baby is sleeping. (turn into an interrogative sentence)
3) We are happy that we have won the game. (turn into an exclamatory sentence)
4) Have you seen my umbrella? (turn into an assertive sentence)
5) Please give me a glass of water. (turn into an interrogative sentence)

TRANSFORMATION OF SENTENCES (AFFIRMATIVE /NEGATIVE)

Learners will be able to transform Affirmative sentences into Negative sentences.

Look at the following sentences :

Set 1

1. Everyone likes the child.
2. No one dislikes the child.

Set 2

1. They won the football match.
2. They did not lose the football match.

Set 3

1. Ramen is impolite.
2. Ramen is not polite.

Set 4

1. The weather is cold today.
2. The weather is not warm today.

Sentence number 1 of Set1, Set 2, Set 3 and Set 4 are Affirmative Sentences.

Sentence number 2 of Set 1, Set 2, Set 3 and Set 4 are Negative Sentences.

Affirmative sentences can be transformed into Negative sentences by using 'no', 'not', 'never', and antonyms/opposites of certain words without changing the meaning of the given sentence.

Learners will be able to transform Negative sentences into Affirmative sentences.

Look at the following sentences:

Set 1

1. She is never late.
2. She always comes on time.

Set 2

1. I don't have many balls.
2. I have a few balls.

Set 3

1. The road is not wide.
2. The road is narrow.

Set 4

1. I do not have a strong eyesight.
2. I have a poor eyesight.

Sentence number 1 of Set 1, Set 2, Set 3, and Set 4 are Negative sentences.

Sentence number 2 of Set 1, Set 2, Set 3 and Set 4 are Affirmative Sentences.

Negative sentences can be transformed into Affirmative sentences by removing 'no', 'not', 'never' and by using antonyms of certain words, without changing the meaning of the sentences given.

ACTIVITY 1

Change the following sentences from affirmative to negative and vice versa :

(a) The bread is stale. (turn into negative)

(b) No sooner had he reached home than it started raining heavily. (turn into affirmative)

(c) She left no plan untried. (turn into affirmative)

(d) Do not forget to bring your English copy tomorrow. (turn into affirmative)

(e) As soon as he went outside, the boss entered the office. (turn into negative)

TRANSFORMATION OF SENTENCES BY CHANGING ONE PART OF SPEECH INTO ANOTHER

Learners will be able to use appropriate forms of words (according to parts of speech) contextually.

Look at the following sets of sentences:

Set 1

1. She heard an **exciting** news.
2. She heard a news which was full of **excitement**.

Set 2

1. The boy is a **slow** walker.
2. The boy walks **slowly**.

Set 3

1. He was amazed at the **beauty** of the spot.
2. He was amazed to see the **beautiful** spot.

Set 1: The word 'exciting' (adjective) in sentence 1, is transformed into 'excitement'(noun) in sentence 2. The meaning of both of the sentences remains the same.

Set 2 : The word 'slow' (adjective) in sentence 1 , is transformed into 'slowly' (adverb) in sentence 2.There is no change in meaning.

Set 3: The word 'beauty' (noun) in sentence 1, is transformed into 'beautiful'(adjective) in sentence 2. The meaning of both of the sentences remains the same.

So we can see that **a word can be used in different forms (different parts of speech) without changing the meaning of the given sentence**.

Things at a glance :

Few examples showing how words are changed in different parts of speech :

Noun	Verb	Adjective	Adverb
beauty	beautify	beautiful	beautifully
decision	decide	decisive	decisively
success	succeed	successful	successfully

ACTIVITY 1

Fill in the blanks with the appropriate forms of words given in brackets :

1. _____(Decisive) must be taken immediately.
2. I am sure of his _____(succeed).
3. Look at those _____ (beautify) flowers!
4. She walks very _____ (slow).
5. It was a _____ (difference) case.

CLAUSE

Learners will be able to identify, construct and use different types of Clauses contextually.

Look at the groups of words that are underlined in the following sentences:

Set 1

1. Susmita likes stories / which have a happy ending.
2. I am sure / that we shall win the match.
3. We eat / so that we may live.

In the above sentences, both groups of words—

- have Subjects and Predicates of their own
- have finite verbs
- form parts of sentence.

Such groups of words are called Clauses.

In Sentence 1, the clause "which have a happy ending" forms the part of a complete sentence and is dependent on the main part of the sentence.

The clause "Susmita likes stories", makes complete sense. It is independent. Such clause is called Principal or Main Clause.

The clause, : "which have a happy ending" is dependent on the Principal Clause. It is called Subordinate Clause or Dependent clause.

Likewise in Sentence 2, the clause "I am sure" is Principal Clause and "that we shall win the match" is subordinate clause.

In Sentence 3, the clause "We eat" is Principal clause and "so that we may live" is Subordinate clause.

Look at the following sentences :

1. She is the girl who won a gold medal.
2. My friend returned home when it was raining.
3. She knows that she has done a mistake.

In sentence 1, the Subordinate or Dependent clause (who won a gold medal) does the work of an adjective (says something about the noun 'girl'). This is an Adjective or Relative Clause.

In Sentence 2, the Subordinate or Dependent clause (when it was raining) does the work of an adverb

(denotes the time of the action / verb). This is an Adverb Clause.

In Sentence 3, the Subordinate or Dependent clause (that she has done a mistake) does the work of a noun (object to the verb). This is a Noun clause.

Things at a glance :

- Clause is a group of words with a Finite Verb and a Subject, and it forms a part of a sentence.
- A Clause becomes a sentence when it does make sense by itself.
- Clauses are of two types : Main/ Principal and Sub-ordinate / Dependent.
- Main Clause has a complete meaning & Sub-ordinate Clause (Noun, Adverb & Adjective Clauses) does not have a complete meaning.
- **'Where','how'**, & **'when'** are Relative Pronouns when they have Antecedents.
- **'that'** can be used both as a Subordinating Conjunction and a relative Pronoun.
- Adverb Clause denotes reason, condition, time, place, effect/result etc.
- Adjective Clause begins with a Relative Pronoun.
- Noun Clause acts as a Noun.

ACTIVITY 1

Pick out the Clauses in the following sentences and mention their kinds :

1) The man gave me a box which was full of fruits.
2) She realized that the whole incident was a dream.
3) I visited a flower garden where I saw many butterflies.
4) Since it was raining, I stayed indoors.
5) The news that Sudipa has seen a tiger is a rumour.

TYPES OF SENTENCES (BASED ON STRUCTURE)

Learners will be able to identify, construct and use Simple Sentence contextually.

Look at the sentences:

Set 1

1. Rusha gave me a wonderful gift.
2. Rusha gave me a gift which was wonderful.
3. Rusha gave me a gift and the gift was wonderful.

Set 2

1. My sister cooked some delicious food.
2. My sister cooked some food that was delicious.
3. My sister cooked some food and the food was delicious.

In sentence 1 of Set 1, there is one subject ('Rusha'), one predicate ('gave me a wonderful gift'). It has one finite verb ('gave'). There is only one Principal/ Main clause.

In sentence 1 of Set 2, there is one subject ('My sister'), one predicate ('my sister cooked some delicious food'). It has one finite verb ('cooked'). There is only one Principal / Main clause.

Therefore both of the sentences, 'Rusha gave me a wonderful gift' and 'My sister cooked some delicious food' are called Simple sentences.

A sentence that has one subject, one predicate, one finite verb, or only one Principal/Main clause is called a Simple Sentence.

Learners will be able to identify, construct and use Complex sentence contextually.

In sentence 2 of Set 1, there is one principal/main clause ('Rusha gave me a gift') and one subordinate or dependent clause ('which was wonderful').

Again in sentence 2 of Set 2, there is one Principal/main clause ('My sister cooked some food') and one subordinate or dependent clause (' that was delicious').

These types of sentences are called Complex sentences.

A sentence that has one principal/main clause and one or more than one dependent / subordinate clause, is called a Complex sentence.

Learners will be able to identify, construct and use Compound sentence contextually.

In sentence 3 of Set 1, there are two Principal / Main clauses :

(i) Rusha gave me a gift.

(ii) The gift was wonderful.

and they are joined by the conjunction 'and'.

Similarly in sentence 3 of Set 2, there are two Principal/main clauses :

(i) My sister cooked some food.

(ii) The food was delicious.

and they are joined by the conjunction 'and'.

These types of sentences are called Compound sentences.

A sentence that has two or more Principal/main clauses and are joined by a conjunction is called a Compound sentence.

Things at a glance :

a. **A Simple Sentence** contains only **one Finite verb**.

b. **A simple Sentence** does not contain any Subordinate Clause.

c. **A Complex Sentence** consists of **one Main Clause and one or more than one** Subordinate Clause.

d. A Subordinate Clause begins with a Subordinating Conjunction like **as, because, if, though, although, unless, when, which, that,** etc.

e. **A Compound Sentence** must have two or more Coordinate Clauses, connected with a Coordinating Conjunction like **and, but, so, therefore,yet, either….or, neither….nor** etc. (Two or more Finite Verbs may be there depending upon the number of Coordinate Clauses).

f. **Number of Finite Verbs in a sentence** is equal to the **Number of Clauses in that sentence**.

ACTIVITY 1

Identify the following sentences as Simple or Complex or Compound :

1) Anil was reclining on his pillows when Sunil entered his bedroom.

2) The cages were being cleaned.

3) I knew that he would come to meet me.

4) Many were interviewed ,but few were selected for the job.

5) A person who lies, always suffers in the long run.

TRANSFORMATION OF SENTENCES (SIMPLE, COMPLEX, COMPOUND)

Learners will be able to transform simple sentences into complex sentences.

Look at the following sets of Sentences:

Set 1

1. He hopes **to win the prize**.
2. He hopes**that he will win the prize**.

Set 2

1. I saw a girl **sowing in the field.**
2. I saw a girl **who was sowing in the field**.

In Set 1, sentence 1 is a Simple sentence and sentence 2 is a Complex sentence.

In Set 2, sentence 1 is a Simple sentence and sentence 2 is a Complex sentence.

A Simple sentence can be transformed into a Complex sentence by expanding a word or phrase ('to win the prize' in Set 1 and 'sowing in the field' in Set 2) into a subordinate clause (noun clause, adjective clause or adverb clause).

Learners will be able to transform complex sentences into simple sentences.

Look at the following sets of sentences:

Set 1

1. She has a dress which is of green colour.
2. She has a green coloured dress.

Set 2

1. The man who is standing across the street is a famous painter.
2. The man standing across the street is a famous painter.

In Set 1, sentence 1 is complex sentence and sentence 2 is Simple sentence.

In Set 2 sentence 1 is Complex sentence and sentence 2 is Simple sentence.

A Complex sentence can be transformed into a Simple sentence by contracting the subordinate clause (noun, adjective or adverb) {'which is of green colour' in Set 1 and 'who is standing across the street' in Set 2} into words or phrases.

Learners will be able to transform simple sentences into compound sentences.

Look at the following sets of sentences:

Set 1

1. Walk slowly not to get tired.
2. Walk slowly or you will get tired.

Set 2

1. Yesterday I read an exciting story.
2. Yesterday I read a story and the story was exciting.

In Set 1, sentence 1 is a simple sentence and sentence 2 is a compound sentence .

In Set 2, sentence 1 is a simple sentence and sentence 2 is a compound sentence,

A Simple sentence can be transformed into a Compound sentence by expanding a word or phrase into a main clause and the clauses are joined by coordinating conjunction ('or' in set 1, 'and' in set 2).

Learners will be able to transform compound sentences into simple sentences.

Look at the following sets of sentences:

Set 1

1. I have heard the interesting news.
2. I have heard the news and the news is interesting.

Set 2

1. He is not only a scholar but also a painter.
2. Besides being a scholar, he is a painter.

In Set 1, sentence 1 is a compound sentence and sentence 2 is a simple sentence .

In Set 2, sentence 1 is a compound sentence and sentence 2 is a simple sentence.

A compound sentence can be transformed into a simple sentence by contracting two main clauses into one main clause and omitting the coordinating conjunction.

Learners will be able to transform complex sentences into compound sentences.

Look at the following sets of sentences :

Set 1

1. I found the pen **which I had lost**.
2. I had lost the pen **but I found it**.

Set 2

1. We all know **that the earth moves round the sun**.
2. The earth moves round the sun **and we all know it**.

In Set 1, sentence 1 is a complex sentence and sentence 2 is a compound sentence.

In Set 2, sentence 1 is a complex sentence and sentence 2 is a compound sentence.

A complex sentence can be transformed into a compound sentence by replacing the subordinate clause with a main clause and adding coordinate conjunction.

Learners will be able to transform compound sentences into complex sentences.

Look at the following sets of sentences:

Set 1

1. He took part in the competition **and he won it**.
2. He took part in the competition **which he won**.

Set 2

1. Tina was ill **but she performed well**.
2. **Though Tina was ill**, she performed well.

In Set 1, sentence 1 is a compound sentence and sentence 2 is a complex sentence.

In Set 2, sentence 1 is a compound sentence and sentence 2 is a complex sentence.

A compound sentence can be transformed into a complex sentence by replacing a main clause with a subordinate clause.

ACTIVITY 1

A. Look at the following sets of sentences and identify the type of transformation :

Set 1

(i) The man who regularly comes to our house is a magician.

(ii) The man comes to our house regularly and the man is a magician.

Sentence (i) : _____.

Transformed into (ii) : _____.

Set 2

(i) The lion is wounded and the lion cannot move.

(ii) The wounded lion cannot move

Sentence (i) :_____.

Transformed into (ii) :_____.

Set 3

(i) The boy is late for school and the boy is walking fast.

(ii) The boy who is late for school is walking very fast.

Sentence (i) :_____.

Transformed into (ii) :_____.

Set 4

(i) My sister draws a picture which is beautiful.

(ii) My sister draws a beautiful picture.

Sentence (i) :_____.

Transformed into (ii) :_____.

Set 5

(i) She gave me a box and the box was full of cards.

(ii) She gave me a box which was full of cards.

Sentence (i) : _____.

Transformed into (ii) : _____.

ACTIVITY 2

Do as directed:

(i) My brother has made a kite and the kite is very big. (Transform into a Simple Sentence)

(ii) She carries a very confidential document. (Transform into a Compound sentence)

(iii) Rony bought a book and he gave the book to his friend. (Transform into a Complex sentence)

(iv) They visited a beautiful hill station. (Transform into a Complex sentence)

(v) I saw a flower vase which was broken. (Transform into a Simple sentence)

VOICE

Learners will be able to identify, use and interchange active and passive voice contextually.

Look at the following sets of sentences:

Set 1

1. Isha writes a poem.
2. Isha wrote a poem.
3. Isha will write a poem.

Set 2

1. A poem is written by Isha.
2. A poem was written by Isha.
3. A poem will be written by Isha.

In Set 1, the forms of verbs show that the person denoted by the subject does something.

'Isha' (the person denoted by the subject) writes /wrote/will write something.

The verbs in sentence 1, 2 and 3 in Set 1 (writes, wrote, will write) are said to be in Active voice.

In Set 2, the forms of verbs show that something is done to the person denoted by the subject.

Something is written /was written /will be written to 'Isha' (the person denoted by the subject).

The verbs in sentence 1, 2 and 3 in Set 2 are said to be in Passive voice.

Things at a glance :

Voice

Active

[When the Subject actively does something]

- My mother loves chocolate.
- I will show my homework tomorrow.
- She has been dancing for half an hour.
- The children are playing cricket.

Passive

[When something is done to the Subject]

- The glass has been broken.
- It was known to her.
- It is done by them.
- The door will be opened by the owner of the house.

Things at a glance :

	Past	Present	Future
Indefinite	Active: The cat **killed** the mouse. Passive: The mouse **was killed** by the cat.	Active: The cat **kills** the mouse. Passive: The mouse **is killed** by the cat.	Active: The cat **will kill** the mouse. Passive: The mouse **will be killed** by the cat.
Continuous	Active: The cat **was killing** the mouse. Passive: The mouse **was being killed** by the cat.	Active: The cat **is killing** the mouse. Passive: The mouse **is being killed** by the cat.	
Perfect	Active: The cat **had killed** the mouse. Passive: The mouse **had been killed** by the cat.	Active: The cat **has killed** the mouse. Passive: The mouse **has been killed** by the cat.	Active: The cat **will have killed** the mouse. Passive: The mouse **will have been killed** by the cat.

ACTIVITY 1

State whether the following sentences are in the active or passive voice:

1. The ball was thrown at him.
2. Everyone loves her.
3. I have just finished watching a beautiful movie.
4. I have more than a thousand books in my collection.
5. The door is locked.

ACTIVITY 2

Change the Voice :

1. He opened the box.
2. Who ate the mango?
3. My sister always helps me.
4. Students will plant saplings.
5. They are playing football.

DIRECT AND INDIRECT SPEECH

Learners will be able to identify, use direct and indirect narration contextually.

They will be able to transform direct speech into indirect.

Look at the following sets of sentences carefully:

Set 1

1. The teacher said to the students, "We will go to the science fair tomorrow."
2. The teacher told the students that they would go to the science fair the next day.

Set 2

1. He said, "Can you drive?"
2. He asked whether I could drive.

Set 3

1. You said to me, "Why have you come?"
2. You asked me why I had come.

Set 4

1. Rana said to his friend, "Will you go to Digha?"
2. Rana asked his friend if he would go to Digha.

Set 5

1. Mother said to me, "Do not tell a lie."
2. Mother advised me not to tell a lie.

Set 6

1. Grandmother said to him, "May you be successful."
2. Grandmother wished that he might be successful.

Set 7

1. Barsha said, "Hurrah! I came first in the exam."
2. Barsha exclaimed joyfully that she had come first in the exam.

Thus we can see that there are two ways of reporting the words of a speaker :

(i) We can quote the actual words of the speaker.

In Sentence number 1 of every set (Set 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7) ,the actual words of the speaker are reported. This is called Direct Speech.

(ii) We can also report what the speaker says without quoting his/ her actual words.

In Sentence number 2 of every set (Set 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7), the substance of the words said by the speaker is reported without quoting his actual words. This is called Indirect Speech.

Things at a glance :

- In Indirect Speech, use Past Perfect Tense (Had + Past Participle of Main Verb) of Reported verb, if both Reporting verb and Reported verb are in Simple Past Tense.
- In Indirect Speech, use Past Perfect Continuous Tense (Had been+ '-ing' form of Main Verb) of Reported verb, if both Reporting verb is in Simple Past Tense and Reported verb is in Past Continuous Tense.
- Always put a Full Stop (.) at the end of your answer.
- While changing an Interrogative speech, re-organize "Verb + Subj……." as " Subject + verb+……..."
- Use 'proposed' or 'suggested' if 'Let' is used to mean a proposal.
- No change in the Tense of verbs in Reported Speech if the Reporting verb is in Simple Present or Simple Future.
- 'That' is usually used in place of Comma and Quotations marks in Assertive , Optative and Exclamatory sentences (reported speeches).
- 'To' is used in Imperative sentences and 'if' or 'whether' is used in an Interrogative sentence of 'Yes' or 'No' type answer (as in example ix above).
- If an Interrogative sentence begins with a 'wh' word (what,when,why,how,where, which etc), the 'wh' word remains unchanged. In case of Yes / No questions 'if' of 'whether' is used.

ACTIVITY 1

Change the mode of Narration :

(i) My parents always say to me, "Obey your elders."

(ii) Abir said , "Hurrah! We have won the match."

(iii) My mother says to me,"May you be successful in life."

(iv) The student said to the teacher , "I will solve the sums tomorrow."

(v) The man said to me, "What are you looking for?"

WRITING

PARAGRAPH

Learners will be able to write a paragraph using given hints.

Following is a paragraph on Unpredictibility of Nature. Read carefully :

Nowadays, weather has become very unpredictable. It may be sunny in the morning but windy in the afternoon followed by thunderstorms in the evening. A spell of very hot weather ends with a thunder storm. First it becomes very humid and then you get thunder and lightning and finally very heavy rain. After the rain stops the weather becomes cooler, comfortable and fresher. We have experienced the monsoon in its due time this year but the advent of 'Yaas' and 'Amphaan' in the state has devastated large areas of coastal land. The wind has a great impact upon weather. A gale is a strong wind and a storm is a very strong wind. Cyclones, Hurricanes, Tornadoes bring devastation to the mankind. In summer sometimes we experience extreme heat conditions. Throughout the year we have to face severe situations thrown to us by nature.

Things at a glance :

While writing a paragraph, following issues should be taken care of—

- Thematic unity: A paragraph should be thematically united. All the sentences should revolve around and lead to the central theme.
- Logical structure: There should be a clear logical development of thoughts and ideas.
- First and last sentence: The first sentence of a paragraph should establish the very theme of it, while the last sentence should bring it to a logical conclusion.
- Contextual vocabulary is to be used.

ACTIVITY 1

Write a paragraph on the Responsibilities of Common Citizens to fight the Covid Pandemic. Use the following points :

[Points: what people should do and should not - responsibilities towards the Covid patients - how to stand by the people who are affected]

ACTIVITY 2

Write a paragraph on your visit to a book fair. Use the following points :

[Points : location of the fair - time - many stalls - stalls you visited - books you bought - your feeling]

BIOGRAPHY

Learners will be able to write a biography using given hints.

Write a short paragraph on the biography of Masudur Rahaman.

Points/ Hints : Born in 1968 at Ballabhpur village, North 24 Parganas----loses both legs in a train accident at the age of 10 years---fifth in swimming competition from Panihati to Ahiritola----- fifth in 81 km swimming competition at Murshidabad----first physically challenged Asian swimmer to cross English Channel in 1997----creates record by crossing the Strait of Gibraltar (22 km) in about 4 hours 20 minutes---- death: 26th April,2015 in Kolkata.

Masudur Rahaman : an Example of Determination

Masudur Rahaman is known for his courage, confidence and iron will. He was born in 1968 at Ballabhpur in North 24 Parganas. Masudur lost both of his legs in a train accident when he was only ten years old, but nothing could wither his indomitable confidence. Swimming was his passion from his early childhood. He came out fifth in a swimming competition from Panihati to Ahiritola. He also stood fifth in 81 km swimming competition held at Murshidabad. He was the first physically challenged Asian swimmer to cross the English Channel in 1997. He created a record by crossing the Strait of Gibraltar (22 kms) in about 4 hours 20 minutes. Masudur died on 26th April in 2015 in Kolkata. His name will live forever in the history of swimming.

Things at a glance :

- There must be a suitable heading.
- The introductory sentence must be relevant to the topic .
- All hints should be covered.
- Given hints must be used in a logical manner.
- There should be a concluding sentence.

ACTIVITY 1

Write a short paragraph on the biography of Iswarchandra Vidyasagar.

Points/ Hints : Birth: Birsingha in Midnapur; Date : 26th September, 1820; Parents : Thakurdas Bandopadhyaya and Bhagabati Devi; profound respect for his mother; Early Education: village Pathsala; Higher Education: Sanskrit College in Kolkata; Professions : Head Pandit in Fort William College and later Principal of Sanskrit College; Some contributions to literature, language and society: 'Barna Porichay', voice against child marriage, widow remarriage, removal of illiteracy etc; Death: 29th July,1891.

INFORMAL LETTER

Learners will be able to write an informal letter on a given topic.

33/6 Adarshapally
Kolkata - 700136
28th September 2021.

My dear Sourya,

I hope you are better now. You can't imagine how worried I was when I got to know about your Covid positive status. Fortunately enough your symptoms were very mild and for that reason you were not hospitalized. Anyway, I have heard that various physical problems occur even after recovery from Covid. So, even if you are well beyond the cruel grip of the disease, do consult doctors regularly.

Besides, be very careful for the next three-four months. Don't catch a cold. Drink plenty of water and take sufficient rest.

Stay safe and stay well. Lots of love and wishes for you.

Your loving friend,
Muntasir

Souryadeep Dey
c/o Shubhankar Dey,
22/2 Teghoria,
Kolkata 700146
West Bengal

Things at a glance :

- We write such letters to our friends, relatives and close ones. Naturally, so the style should be spontaneous and free from any formality.
- Don't forget to write the addresses of the recipient and the sender in the appropriate places.
- Don't forget to write the date of the letter.

ACTIVITY 1

1. Write a letter to your friend about a book you have recently read.
2. There has been a remarkable change in life since the outbreak of the covid-19 pandemic. Write a letter to your friend about your experience of such an overwhelming change in life.

FORMAL LETTER

Learners will be able to write a formal letter on a given topic.

You have been selected in the junior football team of your state. You have to visit New Delhi to take part in a football tournament. Write a letter to the Headmaster/Headmistress of your school requesting him/her to grant you leave of ten days.

The Headmistress
ABC School
Haringhata
Nadia

Sub: Prayer to grant leave for taking part in a football tournament

Madam,

This is to inform you that I, Sanchita Dhar, a student of Class IXB, has been selected in the junior football team of West Bengal. I have to visit New Delhi for a week to take part in the inter-state football tournament. I earnestly request you to grant me a leave of ten days from 13/12/2021 to 22/12/2021.

Yours obediently,
09.12.2021 Sanchita Dhar
Class IX B,Roll No.13

Things at a glance :

- Use formal language while writing such letters
- Make your point clear and direct
- Be formally respectful while addressing the recipient
- Don't forget to write the subject of the letter
- Use proper salutation and register

ACTIVITY 1

You need a character certificate from your school for membership in a public library. Write a letter to the Headmaster/Headmistress of your school requesting him/her to issue a character certificate.

ACTIVITY 2

You have broken your left hand while playing with your friends. Write a letter to the Headmaster/Headmistress of your school requesting him/her to grant you leave for the period of your recovery.

STORY

Learners will be able to develop a story using given hints.

A sample story has been given below for you. Let's see how we develop a story with the help of the points given:

[A crow - finds meat - flies to a tree - a clever fox - sees - say to crow - sing - crow sings - meat falls - fox takes - crow sad - flies away]

The Clever Fox and The Foolish Crow

Once upon a time a crow was flying around a village for a long time. He was very hungry. Suddenly he found a piece of meat on the ground. He picked it up and flew to a tree. He sat on the branch and was about to eat the meat. A clever fox saw the crow from the ground. He wanted to eat the meat too. He thought of a plan. He said to the crow, "My dear brother, I know you can sing very sweetly. Please sing a song for me." The crow was flattered. He began to sing loudly. As a result the meat fell from his beak. The fox jumped, grabbed it and ran away. The crow remained hungry. He was very sad to lose his meat. He said, "What a fool I am!". Then he flew away to his nest.

Moral : Never believe in flattery

Things at a glance :

- Use given hints
- Develop the plot of the story in a coherent manner
- Give a suitable title related to the theme
- Use direct speech, dialogues to make the story interesting
- Use simple and lucid language for smooth understanding
- If required, add a moral

ACTIVITY 1

Develop a story in about 100 words using the points given below:

Father grieved to see his son fond of harmful company — tried to reform him — bought a few ripe mangoes — gave those to his son — put a rotten mango in their midst — boy found rotten mango among others — after sometime boy found all mangoes rotten - father's reply — boy learnt the lesson on the harmful effects of unhealthy company.

WRITING A PROCESS FOLLOWING A FLOW CHART

Learners will be able to write a process using a given flow chart.

Use the following flow-chart and write a paragraph on the process of making apple jam.

Collecting apples ⇒ sorting and removing rotten ones ⇒ cleaning ⇒cutting into pieces ⇒ boiling in containers to make pulp ⇒ mixing sugar and chemicals ⇒ putting into sterilized bottles ⇒ sealing ⇒ labelling ⇒ dispatching to market for sale

Preparation of Apple Jam

Apple jam is very tasty and good for health. We can prepare it by following some inter-connected stages. At first, apples are collected from the market. Then they are sorted and the rotten ones are removed. After that, the fresh oranges are cleaned. Then they are cut into pieces. Next they are boiled in containers to make pulp. After that, required quantities of sugar and chemicals are mixed with it. Then the mixture is put into sterilized bottles. After that, the bottles are sealed and labelled. Finally they are despatched to the market for sale.

Things at a glance :

- Give a proper introduction in a sentence or two.
- Use all the points given in the flow chart.
- Use Passive Voice.
- Use linkers like 'at first', 'then', 'next', ' after that', 'finally', ' at last', etc.
- There must be a proper concluding sentence.

ACTIVITY 1

Use the following flow-chart and write a paragraph on the process of preparing mixed salad.

Peeling and slicing cucumbers ⇒ slicing onions and tomatoes ⇒ chopping mint or coriander leaves ⇒ mixing green chillies ⇒ squeezing out juice of a lemon ⇒ sprinkling salt and pepper ⇒ adding salad oil ⇒ tossing the salad ⇒ ready for table.

ACTIVITY 2

Use the following flow-chart and write a paragraph on how a school magazine is published.

Articles collected from teachers and students ⇒ sorted ⇒ edited ⇒ arranged properly ⇒ sent to press proof reading ⇒ sent for final printing ⇒ printed in book forms ⇒ distributed.

NEWSPAPER REPORT

Learners will able to write a newspaper report using the given clues.

FOUR PERSONS KILLED IN A ROAD ACCIDENT

—by a Staff Reporter

THANE, 14th September:

Four people were killed after a car collided with an auto rickshaw in Ambernath town in Thane on Sunday. Police said the accident happened when the victims were returning home in Ulhasnagar town of the district after attending the ongoing Ganesh Festival celebration at the place of a relative. The four people in the auto rickshaw were immediately taken to the local hospital where they were declared dead. The local municipality has declared a compensation of Rs. 50 thousand each for the family of the bereaved people.

Things at a glance :

- The tone of a report must be formal
- Headline should be written in capital letters and should be relevant
- Place and Date of the report should be mentioned at the left hand top corner
- Use past tense, reported speech and passive form as and when required
- Use the given hints to construct the report
- Develop the report in a logical manner

ACTIVITY 1

Write a report in about 100 words using the following points :

Points:- Date: 1st August 2020 — Place: Bidhannagar — time : morning — fire broke out inside a building on Sunday — reason unknown — five fire engines rushed to the spot — fire brought under control — nobody was injured — property damaged

ACTIVITY 2

Write a report in about 100 words for an English Daily using the following points :

Points:- Place: Kolkata — parts of Central Kolkata, College street, Amherst Street flooded — heavy rain for 24 hours on Sunday 21st September — waterlogged roads — residential dwellings underwater — power cut in many places — slow traffic — situation to improve from Monday evening

DIALOGUE

Learners will be able to write a dialogue on a given topic.

Read the dialogue between two friends :

Ruby: Hello Amirul! How are you?

Amirul: I am fine. How are you?

Ruby: I am fine too. What are you doing?

Amirul: I am reading an article on Corona Virus.

Ruby: Can you tell me about the symptoms of this disease? I know only a few.

Amirul: The Symptoms are cough and cold, fever, fatigue, muscle pain, loss of taste and smell and respiratory problem.

Ruby: How can we get rid of this disease?

Amirul: we should be cautious, wear masks and sanitize our hand frequently. Mass vaccination is definitely a major step for fighting against Corona Virus.

Ruby: Can we get over the situation?

Amirul: Hopefully ! If we collectively try our best fight against such an unprecedented pandemic situation.

Ruby: We must ! Bye, see you soon in school.

Amirul: Bye, take care.

Things at a glance :

- Dialogue should follow a simple style
- The dialogue should be meaningful and logical
- Question tags, contracted forms may be used
- The focus of the dialogue should be clear
- The language should be simple

ACTIVITY 1

Write a dialogue in about 100 words between two friends about the uses and misuses of internet.

SUMMARY

Learners will be able to write the summary of a given passage.

Write a summary of the passage given below :

Going back to the past following the footsteps of our ancestors is like entering an endless dark tunnel with just a candle in hand. We can see a few yards clearly, but as we try to look further, our vision can hardly penetrate the darkness. We can discern a few shapes though, but not the details. Going back only a thousand years, we can see written records gradually becoming scarce, disappearing altogether as we cross the threshold of 5000 years. Strangely enough, Linguistics can help us to take a glimpse at the lives of the people who lived even before writing was invented! It can reconstruct vocabularies of ancient languages that are long dead now by comparing vocabularies of modern languages derived from them. It does help us see a little further back. The other guides we have are Archaeology, Paleoanthropology, Anthropology, Genetics and so on. However, even archaeological sites become rare as we go farther back. Why? Because settled life started with the invention of agriculture! Before that, people used to be hunter gatherers. They where nomadic people who didn't need many things. Naturally, we don't have many artifacts from those times. Only a few tools for hunting, and the cave paintings they made - that's all we get. (210 words)

Summary:

Retracing the past is difficult as the sources for writing history gradually decrease in number. Written records disappreared long ago. Reconstructing vocabularies of dead languages by studying their modern off-springs, Linguistics still help historians to know about the world before the invention of writing. Besides, there are Archaeology, Paleoanthropology, Anthropology, Genetics etc. to guide them. However, since man led the life of foragers before the invention of agriculture, Archaeological sites too start diminishing in number. Historians are left with only a few tools for hunting and the cave paintings of the ancient. (100 words)

Things at a glance :

(i) read the given passage carefully.

(ii) look for the most important points

(iii) arrange the points logically

(iv) make the summary about half of the given passage

(v) don't use direct speech from the original passage.

ACTIVITY 1

Learning to be good readers is perhaps a more difficult thing than you imagine. You should learn to be discriminative in your reading.You should read faithfully and with your best attention.You should read that kind of things in which you have a real interest, real not imaginary, and which you find to be really fit for what you are engaged in. Of course at the present time, if a great deal of reading incumbent upon you, you must be guided by the books recommended by your teachers for assistance towards the effect of their lectures. And then when you go into studies of your own you will find it very important that you have chosen a field, some province especially suited to you in which you can study or work. The most unhappy of all men is a man who cannot tell what he is going to do; who has no work cut out for him in this world, and does not go into it, for work is the grand cure of all the maladies and miseries.

READING COMPREHENSION

READING COMPREHENSION

Learners will be able to :

- Scan specific information
- Skim the gist meaning of a passage
- Find out cause-effect relationship
- Use new words contextually

PASSAGE 1

Read the following text carefully and answer the questions:

Barog in Solan district, Himachal Pradesh is famous for the longest tunnel on Kalka – Shimla railway. The 96.54km long Kalka-Shimla narrow gauge track has 102 tunnels. The longest among these tunnels is Barog, named after a British railway engineer. This tunnel is 1143.61m long and a very sad story is associated with it. It is said that Colonel Barog was in charge of building tunnel number 33. He started digging the tunnel from both ends since it was a very long tunnel. But his alignment was wrong and the two parts didn't meet. The authorities fined Barog with one rupee. Humiliated, he shot himself near the tunnel. The forlorn tunnel has now been closed. It is counted among India's most haunted tunnels. Afterwards a new tunnel was constructed about 1 kilometre away from the earlier point under the supervision of Bhalku, a local saint from Chail, near Shimla. However the construction new tunnel number 33 was started in July 1900 and completed in 1903. Trains, running at 25 kilometre per hour, take two and a half minutes to cross this long tunnel. This tunnel was given the name to show respect to Colonel Barog. Tunnel number 91, Tara Devi tunnel is the second longest tunnel of this railway track. It is 992 metre long.

Adapted from The Times of India

ACTIVITY 1

1. Choose the correct alternative:

(a) Barog tunnel is in

(i) Shimla (ii) Chail

(iii) Kalka (iv) Solan district

(b) The number of tunnels in Kalka-Shimla railway track is

(i) 33 (ii) 102

(iii) 107 (iv) 91

(c) The length of Tara Devi tunnel is

(i) 1043.61m (ii) 1143.61m

(iii) 992m (iv) 96.54m

(d) Colonel Barog was in charge of

(i) Kalka-Shimla railway track (ii) Old Barog tunnel

(iii) New Barog tunnel (iv) Tara Devi tunnel

2. State if the following sentences are True or False. Quote sentences from the text in support of your answer:

(a) The new Barog tunnel was built on the same spot where the old tunnel was dug.

(b) The two parts of the old Barog tunnel didn't meet because of wrong alignment.

(c) Tunnel number 91 is named after Colonel Barog.

(d) The 992 metre long tunnel is the longest tunnel in Kalka-Shimla narrow gauge railway track

3. Complete the following sentences:

(a) A very sad story is _____.

(b) Trains take 2.5 minutes _____.

(c) Tunnel number 33 is named after Barog to _____.

(d) The 96.54 km long _____.

4. Given below are the meanings of some words which you will find in the above passage. Find them out and write:

(a) related (b) edges (c) eerie (d) a passage under the ground

PASSAGE 2

Read the following text carefully and answer the questions:

There are times when people feel that words are inadequate to express someone's deep emotions. That's where the emojis come in. The new "melting Face" emoji has become the internet's best emoji. This year the Unicode Consortium, the organization that maintains the standards for digital text, has approved 37 new emojis. The list includes some interesting digital icons like glistening disco ball, brown beans, dotted line face, saluting face etc. But of all these new emojis the "Melting Face", has sparked many reactions, particularly on Twitter. The melting face was conceived in 2019 by Jennifer Daniel and Neil Cohn, who connected over their mutual appreciation for visual languageDaniel is associated with Unicode and a creative director of Google. Cohn is an associate professor of cognition and communication at Tilburg University in the Netherlands. The emoji is actually a yellow smiley face melting into puddle. The eyes and mouth slip down the face maintaining a distorted smile. It can be used in case of extreme heat. It may also be used while talking about embarrassment or shame. However like all other emojis this melting face emoji can also be used in flexible and multifaceted ways.

ACTIVITY 1

1. Choose correct alternatives:

(a) Unicode Consortium is the name of a/an

(i) emoji (ii) person

(iii) organization (iv) university

(b) The emoji that has become internet's best is

(i) dotted line (ii) disco ball

(iii) melting face (iv) brown beans

(c) The melting face emoji maintains

(i) a healthy smile (ii) a sad face

(iii) a distorted smile (iv) a frowning face

d) The melting face melts into

(i) pudding (ii) pond

(iii) puddle (iv) milk

2. Write whether the following sentences are True or False. Quote sentences from the text in support of your answer:

(a) Melting face emoji can be used to express more than one emotion.

(b) This year Unicode Consortium approved Melting Face emoji only.

(c) Jenifer Daniel and Neil Cohn are connected over their mutual depreciation for visual language.

(d) Tilburg University is in the Netherlands.

3. Answer the questions:

(a) How does the melting face emoji look like?

(b) In what ways can someone use melting face emoji?

(c) Name some digital emojis that have been approved this year?

(d) What does the Unicode Consortium do ?

4. Find words from the text which mean the following:

(a) not enough (b) diverse (c) severe (d) thought of

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬